পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৪ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 34, Issue 1682, Saturday, May 23, 2026 FREE www.parichoy.com

রামিসা হত্যার বিচার আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে:
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার: জরিপ- ৫ম পাতায়
- জ্বালানি বেচতে হঠাৎ করেই ভারত সফরে রুবিও- ৫ম পাতায়
- যুদ্ধের শুরুতেই আহমাদিনেজাদকে ইরানের ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল - ৬ষ্ঠ পাতায়
- নতুন করে ইরানে হামলা না চালানোয় ট্রাম্পের ওপর 'ক্ষোভে ফুঁসছেন' নেতানিয়াহু: অ্যাক্সিওস- ৬ষ্ঠ পাতায়
- হোয়াইট হাউসের 'চাপে' ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান গোয়েন্দা কর্মকর্তার পদ ছাড়লেন তুলসী গ্যাবার্ড -৭ম পাতায়
- সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ -৮ম পাতায়
- বিগত ২০ বছর ক্রীড়াঙ্গন ছিলো রাজনীতির দখলে: স্পিকার হাফিজ উদ্দিন -৮ম পাতায়
- জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত না করে কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি নয়: শামা ওবায়েদ -৯ম পাতায়

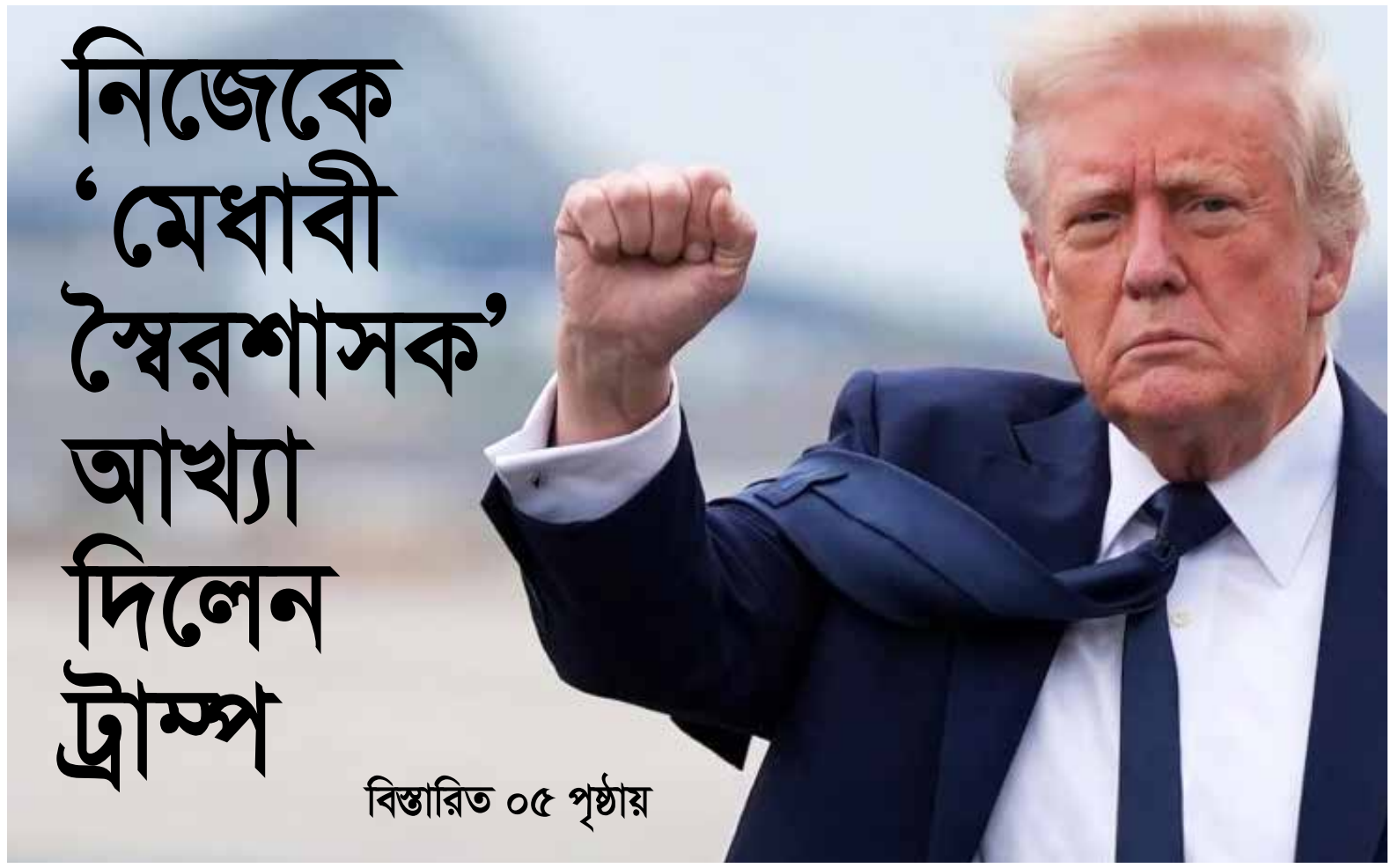

নিজেকে 'মেধাবী স্বৈরশাসক' আখ্যা দিলেন ট্রাম্প

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

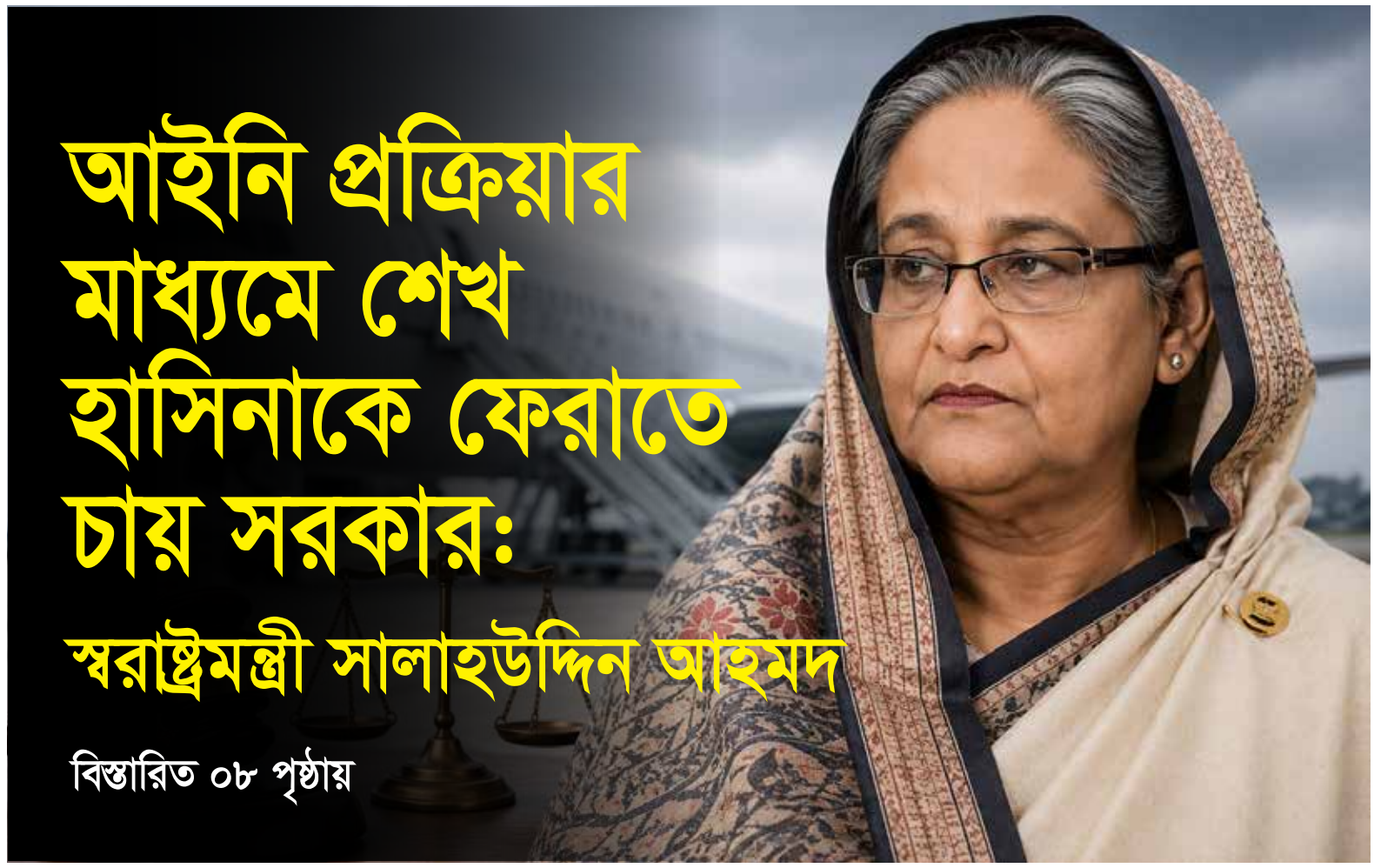

আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ফেরাতে চায় সরকার:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:
SCHEN
Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

প্রকাশনার গৌরবময় ৩৪ বছর

প্রকাশনার এই ৩৪ বছরে প্রিয় পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের প্রেরণা।

পরিচয়

BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

কে কি বললেন

● 'ভেনেজুয়েলায় আমরা কেমন করেছি? খুব একটা খারাপ না। আমরা সেখান থেকে এত বেশি পরিমাণ তেল সংগ্রহ করেছি যে, তা দিয়ে ইরান যুদ্ধের পুরো খরচের অন্তত ২৫ গুন উঠে এসেছে।'- নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● আজ হোক, আগামীকাল হোক বা কয়েক দিনের মধ্যেই হোকড় আমাদের কিছু বলার মতো (ঘোষণা করার মতো) সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। - ভারতের নয়াদিল্লিতে সাংবাদিকদের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও

● রপ্তানির বৃহত্তম বাজার ইইউকে রেখে যুক্তরাষ্ট্রকে সুবিধা দেওয়া সঠিক না - অধ্যাপক রেহমান সোবহান

● বিগত ২০ বছর বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন ছিলো রাজনীতির দখলে- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন

● বাংলাদেশ বিমানকে ১২টা উড়োজাহাজ কেনার খরচ সরকার কেন দেবে? বিমান একটা এন্টারপ্রাইজ। তারা পুঁজিবাজার থেকে টাকা নিতে পারে। -অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী

● "শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে ফেরত আসেন, তাকে কোনো এক্সট্রা জুডিশিয়াল (বিচারবহির্ভূত) কিছু করা হবে না। - জাহেদ উর রহমান -বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা।

● ১৮ মাসে ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশকে ১৮ বছর পিছিয়ে দিয়েছে -ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক আবদুস সালাম

● 'ভায়োলেন্স' চাইলে আমাদের থেকে বেশি কেউ পারবে না, জুলাই অভ্যুত্থানে দেখিয়েছি - জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া

নিজেকে ‘মেধাবী স্বৈরশাসক’ আখ্যা দিলেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাকে ‘বোকা’ বলা হলে তিনি সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হন। তবে তাকে ‘মেধাবী স্বৈরশাসক’ বলা হলে আপত্তি নেই।

শুক্রবার (২২ মে) নিউইয়র্কে সমর্থকদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প বলেন, যেসব সমালোচকরা তাকে ‘বোকা’ বলেন ,তাদের ভুল প্রমাণ করতে তিনি চিকিৎসকের কাছে একটি পরীক্ষার কথা জানতে চেয়েছিলেন।

ট্রাম্প সমর্থকদের বলেন, ‘আমি তোমাদের দেখা সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ।’ এরপর তিনি প্রশ্ন করেন, ‘আর তোমরা কি চাও না যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হোক?’

যদিও সমাবেশটির মূল বিষয় ছিল মূল্যস্ফীতি ও মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়, তবুও ট্রাম্প নিজের ‘মানসিক সক্ষমতা’ নিয়ে চলা বিতর্ক প্রসঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে হওয়া এক আলাপের কথা তুলে ধরেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করে বলেন, ‘ওরা আমাকে খুব খারাপভাবে আক্রমণ করেছে। বলেছে, সে একজন বোকা মানুষ।’

পরে চিকিৎসকের সঙ্গে কথোপকথনের কথা মনে করে করে এই রিপাবলিকান নেতা বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, ডাক্তার, আমাকে মেধাবী স্বৈরশাসক বলা হলে সমস্যা নেই, কিন্তু আমি চাই না আমাকে বোকা বলা হোক।’

তিনি আরও বলেন, ‘চিকিৎসক তখন আমাকে কগনিটিভ টেস্টের পরামর্শ দেয়।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কতজন প্রেসিডেন্ট এই পরীক্ষা দিয়েছেন?’ তিনি বললেন, ‘কেউ না... কোনও প্রেসিডেন্টই এই পরীক্ষা দেননি।’ তখন আমি বললাম, ‘আচ্ছা, এটা কি ভালো না খারাপ? এটা কি কঠিন?’

ট্রাম্প সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নগুলো শুরুতে সহজ হলেও শেষে গিয়ে ‘খুব কঠিন’ হয়ে ওঠে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার: জরিপ

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার ও নিষ্ঠুর যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। আর এই ক্ষোভের জের ধরে গত কয়েক বছরে মার্কিন মিত্র হিসেবে ইসরায়েলের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমে গেছে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা-র একটি নতুন জরিপে উঠে এসেছে চমকপ্রদ এক তথ্য। ডেমোক্রেটিক পার্টির সাথে যুক্ত মার্কিন ভোটারদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই এখন ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিন বছর আগেও এই বিরোধিতার হার ছিল মাত্র ৪৫ *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলার তেল থেকেই ইরান যুদ্ধের খরচের ২৫ গুণ উঠে এসেছে বললেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলা থেকে সংগৃহীত তেল থেকেই ইরান যুদ্ধের পুরো খরচের অন্তত ২৫ গুন উঠে এসেছে বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ২২মে শুক্রবার নিউইয়র্ক স্টেটের সাফর্নে রকল্যান্ড কমিউনিটি কলেজে রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক ললারের নির্বাচনী *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

জ্বালানি বেচতে হঠাৎ করেই ভারত সফরে রুবিও

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধকে ঘিরে সৃষ্ট বৈশ্বিক জ্বালানি সংকট ও জটিল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে চার দিনের সফরে শনিবার (২৩ মে) ভারতে পৌঁছেছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

স্থানীয় সময় সকালে তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় শহর কলকাতায় পৌঁছান। এরপর তার দিল্লি, জয়পুর ও আগ্রা সফরের কথা রয়েছে।

সফরকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে রুবিওর। বৈঠকে জ্বালানি ইস্যু গুরুত্ব পেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ফেব্রুয়ারিতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের ইরানে হামলার পর থেকেই হরমুজ প্রণালি উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই নৌপথ দিয়ে জ্বালানি পরিবহন কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

কূটনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে তেহরান

ইরান যুদ্ধ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চলমান অচলাবস্থা নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় জোর আলোচনা চালাচ্ছে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা হয়ে গেছেন গো-রক্ষক, হিন্দু ব্যবসায়ীরা চান গবাদিপশু জবাই

পরিচয় ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের সোশ্যাল মিডিয়া হঠাৎ করেই গরুর ভিডিওতে সয়লাব হয়ে গেছে। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, একদল মুসলিম যুবক হিন্দু গরু বিক্রেতাদের পথরোধ করছেন এবং তাদের গরুর সাথে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারা বলছেন, “নিজের মাকে কেন বিক্রি করতে চাইছেন? তাকে বাড়ি নিয়ে সেবা করুন। আপনারা গরু বিক্রি করে টাকা কামাবেন, আর আমরা জেলে যাব।চ

অন্য একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, মুসলিম যুবকরা গবাদিপশু বহনকারী ট্রাক থামিয়ে চালকদের জেরা করছেন। তারা বলছেন, “কেন আপনাদের মাকে এভাবে বেঁধে অমানবিক উপায়ে নিয়ে যাচ্ছেন? তাকে সম্মানের সাথে হাঁটিয়ে নিয়ে যান।চ

একই সময়ে বেশ কয়েকজন মুসলিম ইনফ্লুয়েন্সার এবারের ঈদুল আজহায় গরু না কেনার জন্য জনগণের কাছে প্রকাশ্য আবেদন জানাচ্ছেন। এই ভিডিওগুলোর পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে আরও কিছু হৃদয়বিদারক দৃশ্য-যেখানে হিন্দু গরু খামারিরা শূন্য হাটে কোনো বেচাকেনা করতে না পেরে *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

নতুন করে ইরানে হামলা না চালানোয় ট্রাম্পের ওপর ‘ক্ষোভে ফুঁসছেন’ নেতানিয়াহু: অ্যাক্সিওস

পরিচয় ডেস্ক: ইরান যুদ্ধ শেষ করার নতুন একটি প্রস্তাব নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত ফোনালাপের পর চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। এ বিষয়ে অবগত তিনটি সূত্রের বরাত দিয়ে বুধবার মার্কিন নিউজ পোর্টাল অ্যাক্সিওস এই তথ্য জানিয়েছে।

ফোনালাপটি সম্পর্কে অবগত এক মার্কিন সূত্র জানায়, ওই কথোপকথনের পর নেতানিয়াহু ক্ষোভে ফুঁসছিলেন।

এর আগে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, উপসাগরীয় দেশগুলোর নেতারা ওয়াশিংটনকে কূটনৈতিক সমাধানের জন্য আরও সময় দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। এই কারণে তিনি ইরানে পরিকল্পিত একটি বড় ধরনের হামলা স্থগিত করেছেন। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের পরই নেতানিয়াহুর সঙ্গে তার ওই ফোনালাপটি হয়।

অ্যাক্সিওসের খবর অনুযায়ী, এই আলোচনা নিয়ে নেতানিয়াহু বেশ সন্দিহান। তিনি চান যুদ্ধ আবার শুরু হোক, যাতে ইরানের সামরিক সক্ষমতার আরও ক্ষতি করা যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো গুঁড়িয়ে দিয়ে দেশটিকে দুর্বল করা যায়।

এদিকে বুধবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, হয় চুক্তি হবে, না হয় আমরা বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। তিনি আরও জানান, ওয়াশিংটন যদি শতভাগ ইতিবাচক উত্তর না পায়, তবে খুব শিগগিরই যুদ্ধ আবার শুরু হতে পারে।

ট্রাম্পের দাবি, ইরান ইস্যুতে নেতানিয়াহুকে তিনি যা করতে বলবেন, নেতানিয়াহু তা-ই করবেন। ইসরায়েলি নেতার সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ক সর্বশেষ কূটনৈতিক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো একটি লেটার অফ ইনটেন্ট। এটিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান সই করলে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটবে। এরপর ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালু করার বিষয়ে ৩০ দিনের আলোচনার পথ খুলবে।

তেহরান ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে যে তারা একটি হালনাগাদ প্রস্তাব পর্যালোচনা করছে। তবে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওয়াশিংটন এর আগে যে ১৪ দফার প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার ওপর ভিত্তি করেই আলোচনা চলছে।

চলতি সপ্তাহে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেন, আলোচনা মানেই আত্মসমর্পণ নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তেহরান জনগণ ও দেশের আইনি অধিকার থেকে পিছু হটবে না।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানি জাহাজের বিরুদ্ধে তাদের জলদস্যুতা বন্ধ করে এবং আটকে রাখা তহবিল ছাড়তে রাজি হয়, তবেই এই আলোচনা সফল হতে পারে। একই সঙ্গে লেবাননে ইসরায়েলকে তাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

হজ নিয়ে সতর্কবার্তার পর ইরানে হামলা স্থগিত করেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: হজের সময় যুদ্ধ পুনরায় শুরু না করার বিষয়ে উপসাগরীয় মিত্রদেশ ও নিজ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সতর্কবার্তার পর এই সপ্তাহে ইরানে পরিকল্পিত হামলা স্থগিত করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার (২০ মে) মিডল ইস্ট আইয়ের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দুই জ্যেষ্ঠ উপসাগরীয় কর্মকর্তার বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পকে জানানো হয়েছিল যে হজের সময় ইরানে হামলা চালালে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

‘৬০ দিনের মধ্যে নতুন চাকরি খুঁজে নাও, নাহলে আমেরিকা ছাড়ো’; কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতীয় টেক কর্মীরা

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি আমেরিকার বড় বড় টেক কোম্পানিতে কর্মী ছাঁটাই শুরু হয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন এইচ-১বি ভিসাধারী ভারতীয় প্রযুক্তিকর্মীরা। অনেক বছর ধরে ভারতীয় প্রকৌশলী ও সফটওয়্যার ডেভেলপারেরা আমেরিকার বড় বড় টেক কোম্পানিতে চাকরি করেছেন। তারা কোড লিখেছেন, টিম পরিচালনা করেছেন, বাড়ি কিনেছেন, পরিবার গড়েছেন এবং ভেবেছিলেন তাদের জীবন এখন স্থায়ী ও নিরাপদ।

কিন্তু এখন, একটি ই-মেইলই তাদের অনেকের পুরো জীবন *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুদ্ধের শুরুতেই আহমাদিনেজাদকে ইরানের ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল

পরিচয় ডেস্ক: ইরানে নেতৃত্ব পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুদ্ধের শুরুতেই দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসানোর পরিকল্পনা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের। তবে যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইসরায়েলি হামলায় আহত হওয়ার পর সেই পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়ান আহমাদিনেজাদ। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস। প্রতিবেদনে বলা হয়, যুদ্ধের শুরুতে ইসরায়েলি *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

১৯৯৬ সালে দুটি বিমান ভূপাতিত করার ঘটনায় রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের যুক্তরাষ্ট্রের

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৯৬ সালে কিউবা ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী আকাশসীমায় দুটি বিমান ভূপাতিত করার ঘটনায় কিউবার সাবেক নেতা রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের হত্যা করার ষড়যন্ত্রসহ বেশ কয়েকটি অপরাধের অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্র।

বুধবার এই মামলার ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে কিউবান-আমেরিকান সংগঠন ব্রাদার্স টু দ্য রেসকিউ-এর বিমান ভূপাতিত করা এবং তিন আমেরিকানসহ চারজনকে হত্যার দায়ে কাস্ত্রো ও আরও পাঁচজনের বিরুদ্ধে

অভিযোগ আনা হয়েছে।

৯৪ বছর বয়সী রাউল কাস্ত্রো ওই সময় কিউবার সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন এবং বিমান ভূপাতিত করার ওই ঘটনার পর তিনি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক নিন্দার মুখে পড়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র যখন কিউবার কমিউনিস্ট শাসনের ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই এই মামলা হলো। কিউবার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-ক্যানেল এই অভিযোগকে আইনি ভিত্তিহীন একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে আখ্যা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

ইরান যুদ্ধে ৪২ যুদ্ধবিমান ও ড্রোন হারিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধেও অপারেশন এপিক ফিউরি চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত ৪২টি সামরিক বিমান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, আকাশপথে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াশিংটন যুদ্ধে নেমেছিল, সংঘাতের ব্যাপ্তি ও খরচ তার চেয়ে অনেক বেশি। কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের (সিআরএস) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে। কারণ, গোপনীয়তার বিধিনিষেধ, চলমান সামরিক তৎপরতা এবং কিছু ক্ষয়ক্ষতি এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ক্ষতিগ্রস্ত বা হারানো বিমানগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে আধুনিক কিছু বিমান রয়েছে। যেমন, চারটি এফ-১৫ই স্ট্রাইক ঈগল যুদ্ধবিমান, একটি এফ-৩৫ লাইটনিং ২ স্টেলথ ফাইটার, একটি এ-১০ থান্ডারবোল্ট ২ অ্যাটাক বিমান, জ্বালানি সরবরাহকারী ট্যাঙ্কার কেসি-১৩৫ স্ট্র্যাটোট্যাঙ্কার, একটি ই-৩ সেন্ট্রি নজরদারি বিমান, দুটি বিশেষ অভিযান বিমান এমসি-১৩০জে কমান্ডো ২, একটি এইচএইচ-৬০ডব্লিউ জলি গ্রিন ২ উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার, ২৪টি এমকিউ-৯ রিপার ড্রোন এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নজরদারি ড্রোন এমকিউ-৪সি ট্রিটন।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই তথ্য প্রকাশের সময়ই পেন্টাগন জানিয়েছে, ইরানের বিরুদ্ধেও অপারেশন এপিক ফিউরি-তে সামরিক ব্যয় ইতোমধ্যে প্রায় ২৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

পেন্টাগনের অর্থবিষয়ক প্রধান জুলস হার্স্ট ৩ গত ১২ মে এক শুনানিতে বলেনও এই ব্যয় বৃদ্ধির বড় একটি কারণ হলো ক্ষতিগ্রস্ত সামরিক সরঞ্জাম মেরামত বা প্রতিস্থাপনের ব্যয়ের আরও নির্ভুল হিসাব পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের ওপর সমন্বিত বিমান হামলা চালালে এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব নিহত হন। পরে গত ৮ এপ্রিল দুই পক্ষের মধ্যে একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়।

ইরান যুদ্ধ: সমঝোতার আশায় পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের দিকে তাকিয়ে আছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। এই প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন সময় দেওয়া বক্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল যে, যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের লক্ষ্যে কয়েক সপ্তাহের থেমে থেমে চলা আলোচনা এখন এক নাজুক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই পরিস্থিতি হয় একটি সফল চুক্তির দিকে যাবে, নয়তো নতুন করে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসের ‘চাপে’ ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান গোয়েন্দা কর্মকর্তার পদ ছাড়লেন তুলসী গ্যাবার্ড

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালকের (ডিরেক্টর অভ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স-ডিএনআই) পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তুলসী গ্যাবার্ড। শুক্রবার তিনি বলেন, বিরল হাড়ের-ক্যানসারে আক্রান্ত স্বামীর পাশে থাকতেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। যদিও সূত্রের দাবি, হোয়াইট হাউস গ্যাবার্ডকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে।

সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ ডিজিটালের প্রতিবেদন অনুসারে, শুক্রবার ওভাল অফিসে এক বৈঠকের সময় ট্রাম্পকে নিজের পদত্যাগের ইচ্ছার কথা জানান তুলসী। আগামী ৩০ জুন তার এই ইস্তফা কার্যকর হবে।

সমাজমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে নিজের পদত্যাগপত্র প্রকাশ করেছেন তুলসী। সেখানে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন, ‘গত দেড় বছর ধরে ডিরেক্টর অভ ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের মতো কার্যালয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ এবং আমার প্রতি আপনার আস্থার জন্য আমি গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ।’

স্বামী আব্রাহাম উইলিয়ামস সম্প্রতি হাড়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, ‘এমন একটি চূড়ান্ত ব্যস্ততা ও সময়সাপেক্ষ পদে বহাল থেকে তাকে (স্বামীকে) এই কঠিন লড়াইয়ে একা ছেড়ে দেওয়া বিবেকের কাছে মেনে নেওয়া যায় না।’

নিজের সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প জানিয়েছেন, জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের বর্তমান প্রধান উপ-পরিচালক অ্যারন লুকাস ভারপ্রাপ্ত জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সিআইএর সাবেক কর্মকর্তা ও বিশ্লেষক লুকাস *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

এবার যুক্তরাষ্ট্রের নিশানায় কিউবা

রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনার মার্কিন সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছে চীন ও রাশিয়া

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলায় নাটকীয় সামরিক হস্তক্ষেপ করে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক আটকের পর এবার লাতিন আমেরিকার আরেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্র কিউবায় নজর দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিউবাকে সম্পূর্ণ কোণঠাসা করতে এরই মধ্যে জ্বালানি অবরোধ ও সাবেক প্রেসিডেন্ট রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনেছে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের থাড ক্ষেপণাস্ত্রের অর্ধেক মজুত শেষ

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটনের অত্যাধুনিক আকাশ হামলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নাম টার্মিনাল হাই অলটিচিউড এরিয়া ডিফেন্স বা সংক্ষেপে থাড।

যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ‘ইন্টারসেপ্টর মিসাইল’ বা বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে আকাশ পথে থেকে আসা ছোট, মাঝারি ও দূর পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংস করা যায়।

সম্প্রতি এক মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলকে সুরক্ষা দিতে মার্কিন থাড মিসাইলের অর্ধেক মজুত ফুরিয়ে গেছে।

আজ শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে ইসরায়েলি গণমাধ্যম *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখ হাসিনাকে ফেরাতে চায় সরকার: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ

পরিচয় ডেস্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চায় সরকার। আজ শনিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সমসাময়িক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার গুঞ্জন ও আইনি অবস্থান সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা তো তাকে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশে ফিরিয়ে আনতে চাই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক অনুরোধ করা হয়েছে, যেন তিনি বাংলাদেশে মামলার মুখোমুখি হন।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে 'সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' (সিএএ) কার্যকর এবং পুশব্যাক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ স্পষ্ট করে বলেন, এটি সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতের 'সিএএ' বা আসামের 'এনআরসি' তাদের নাগরিকদের জন্য নিজস্ব আইন-কানুন। সেখানে আমাদের কোনো মন্তব্য করার অবকাশ নেই।

মন্ত্রী আরও বলেন, যেকোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ বা জোরপূর্বক প্রবেশ ঠেকাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সীমান্তে উচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সরকার আইনানুগ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশ

পরিচয় ডেস্ক: এসবির নির্দেশে ব্যক্তিগত তথ্য, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য চাচ্ছেন জোন অফিসাররা। রাজধানী ঢাকার সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের ব্যক্তিগত তথ্য, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করছে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি)। নগর শাখার পূর্ব বিভাগের সহকারী পুলিশ সুপার মো. কামরুজ্জামান গত ১৮ মে এ সংক্রান্ত একটি চিঠি দিয়েছেন। চিঠিটি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে শিশুদের ওপর বর্বরতায় ইউনিসেফ 'মর্মাহত ও স্তম্ভিত'

Statement
unicef | সকল শিশুর জন্য

পরিচয় ডেস্ক: সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশুদের ওপর সংগঠিত বর্বরতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ শিশু তহবিল-ইউনিসেফ বলেছে এই ধরনের নির্মমতা দেখে তারা গভীরভাবে 'মর্মাহত ও *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

বিগত ২০ বছর ক্রীড়াঙ্গন ছিলো রাজনীতির দখলে: স্পিকার হাফিজ উদ্দিন

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'ক্রীড়াঙ্গনকে রাজনীতি মুক্ত রাখতে হবে। বিগত ২০ বছর ক্রীড়াঙ্গন ছিলো রাজনীতির দখলে। আগে ক্রীড়াঙ্গনে কিছু দেয়ার জন্য ক্রীড়ামোদিরা আসতেন; আর এখন আসেন নিতে। বাংলাদেশে ক্রীড়ামোদীদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। ক্রীড়ামোদিদের জায়গা রাজনীতি, ব্যবসায়ীরা দখল করেছে। এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।' শনিবার (২৪ মে) *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

ঢাকার লেকের মাছে ও পানিতে আশঙ্কাজনক মাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিক: স্বাস্থ্যঝুঁকিতে নগরবাসী

পরিচয় ডেস্ক: রাজধানীর ফুসফুসন ও বিনোদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ধানমণ্ডি, গুলশান ও হাতিরঝিল লেকের পানিতে উচ্চমাত্রায় মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় উঠে এসেছে এই উদ্বেগজনক তথ্য।

গবেষণায় দেখা গেছে, এসব লেকের পানি ও তলানি তো বটেই, এমনকি সেখানে থাকা মাছের শরীরেও মিশে গেছে মারাত্মক এই দূষণ, যা সরাসরি মানবদেহে প্রবেশ করে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করছে।

আন্তর্জাতিক জার্নাল হেলিয়নে এ প্রকাশিত অ্যাবানডেন্স অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিকস অব মাইক্রোপ্লাস্টিকস ইন মেজর আরবান লেকস অব ঢাকা, বাংলাদেশ শীর্ষক এই গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে যে, এই দূষণ জলজ খাদ্যশৃঙ্খল এবং শেষ পর্যন্ত জনস্বাস্থ্যের জন্য চরম হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গবেষক ফারিহা তাহসিন মার্সি, অধ্যাপক এ.কে.এম রাশিদুল আলম এবং মো. আহিদুল আকবরের যৌথ পরিচালনায় এই গবেষণায় দেখা গেছে, রাজধানীর তিনটি প্রধান লেকের মধ্যে গুলশান লেক প্লাস্টিক বর্জ্য দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

গুলশান লেকে দূষণ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ড. মুহাম্মদ ইউনূস মাহফুজ আলম বাকের মজুমদার

ড. ইউনূস সরকারের মুখোশ উন্মোচন করলেন মাহফুজ

পরিচয় ডেস্ক: সাবেক অর্ন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের এক ফেসবুক পোস্টে রাজনৈতিক অঙ্গনে রীতিমতো ভূমিকম্প হয়েছে। এ ফেসবুক পোস্টে তিনি যতটা না নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নিয়ে লিখেছেন তার চেয়ে বেশি ড. ইউনূসের অর্ন্তবর্তী সরকারের সমালোচনা করেছেন।

মাহফুজ আলমের এ পোস্টটি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে ইউনূস সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং অপশাসনের চিত্র। রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে আওয়ামী লীগের ফেরার কথা বলে মাহফুজ আসলে ইউনূস সরকারের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

রামিসা হত্যার বিচার আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

পরিচয় ডেস্ক: মিরপুরের শিশু রামিসা হত্যাকাণ্ডের বিচার আগামী এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
শনিবার (২৩ মে) বিকেলে ময়মনসিংহের ত্রিশালে কজাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, কঢাকার মিরপুরে একটি নিষ্পাপ মেয়ের নির্মম মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ মিলেছে। এ বিষয়ে আমি আপনাদের সামনে একটি কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চাই, এই ধরনের শিশু নির্যাতন বা নারী নির্যাতন বর্তমান সরকার মেনে নেবে না।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন,কবর্তমান সরকার রামিসার হতাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি আগামী এক মাসের মধ্যে নিশ্চিত করবে।'
তিনি বলেন,কসেই সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। যাতে করে ভবিষ্যতে কোনো মানুষ এভাবে শিশু বা নারী নির্যাতন করার সাহস না পায়।'
তিনি আরও বলেন,কএকটি নিরাপদ মানবিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

করতে গেলে আমাদেরকে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।'
'একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমান কালের ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম প্রাসঙ্গিক।'
রামিসার হত্যাকাণ্ডের পরপর গত বৃহস্পতিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান রামিসার পল্লবীর বাসায় গিয়ে তার শোকাতুর বাবা ও বড় বোনের সাথে দেখা করেন এবং এই হত্যার বিচার দ্রুত করা হবে বলে আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ পরে সাংবাদিকদের বলেন,করোববার বিকালেই রামিসা হত্যা মামলার চার্জশিট পুলিশ আদালতে জমা দেবে।'
কবির বাল্যস্মৃতি বিজড়িত ত্রিশালের দরিরামপুরের নজরুল একাডেমি মাঠের নজরুল মঞ্চে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকীর তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

'ভায়োলেন্স' চাইলে আমাদের থেকে বেশি কেউ পারবে না, জুলাই অভ্যুত্থানে দেখিয়েছি: আসিফ মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: ঝিনাইদহে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন দলটির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তিনি বলেছেন, কযদি গ্রেপ্তার না করা হয়, আপনারা যদি ভায়োলেন্স (সহিংসতা) বেছে নেন, তাহলে আমাদেরকেও ভায়োলেন্স বেছে নিতে বাধ্য হতে হবে।'
আজ বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) দুই শতাধিক নেতাকর্মীর এনসিপিতে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি।
ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারকে হুঁশিয়ার করে সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

বলেন,কবিরোধী দল থেকে বারবার সদিচ্ছা দেখানো হলেও সরকারি দল ভায়োলেন্স চাচ্ছে। আমাদের রক্ত গরম এবং বয়স কম হলেও আমরা বুঝি যে কখন কী করতে হবে, কখন দেশ গড়ার দিকে কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি সরকারি দল ভায়োলেন্স চায়, সেটাকেই একমাত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে নিতে চায়, তাহলে এটা যে আমাদের থেকে বেশি কেউ পারবে না, সেটা ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি।'
তিনি বলেন, সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হচ্ছে, কিন্তু তারা প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে মোকাবিলার এক ধরনের কৌশল নিচ্ছে। এটা বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।
তিনি আরও বলেন,কআমাদের সঙ্গে যদি এটা করতে চান, এই লড়াইটা কোনো রাজনৈতিক দল, নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা আদর্শের সঙ্গে হবে না; এই লড়াইটা হবে পুরো একটা প্রজন্মের সঙ্গে। এই প্রজন্মের সঙ্গে লড়াই করার *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে চান শেখ হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: মৃত্যুদণ্ডের আদেশ মাথায় নিয়ে দেশে ফিরতে চান ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে চান তিনি।
সম্প্রতি অনলাইন প্ল্যাটফরমে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহকারী এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এমন একাধিক আওয়ামী নেতা এ তথ্য জানিয়েছেন। এক প্রতিবেদনে এ খবরটি জানিয়েছে টাইমস অব বাংলাদেশ।
দলীয় প্রধানের দেশে ফেরা উপলক্ষে নেতাকর্মীদের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যও বলা হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত না করে যুক্তরাষ্ট্র বা কোনো দেশের সঙ্গে চুক্তি নয়: শামা ওবায়েদ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সইয়ের সম্ভাবনা নিয়ে চলমান গুঞ্জনের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ।
তিনি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য যেকোনো দেশের সঙ্গেই হোক না কেন- সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো যখন নিশ্চিত হবে যে এতে দেশ ও জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত রয়েছে, কেবল তখনই কোনো চুক্তিতে সই করা হবে।
শনিবার (১৮ মে) *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

আগামী এক বছরকে 'নজরুল বর্ষ' ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: আগামী এক বছরকে (২৫ মে, ২০২৬ থেকে ২৫ মে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত) 'নজরুল বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শনিবার (২৩ মে) বিকেলে ময়মনসিংহের *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

১৮ মাসে অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে ১৮ বছর পিছিয়ে দিয়েছে: আবদুস সালাম

পরিচয় ডেস্ক: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার ১৮ মাসে দেশকে ১৮ বছর পিছিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রশাসক আবদুস সালাম।
আজ শুক্রবার এলিফ্যান্ট রোডের একটি রেস্তোরাঁয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সালাম বলেন, 'ঈদের দিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে আমরা এই শহর পরিষ্কার করব।'তিনি *বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়*

শিল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে পাচার হওয়া অর্থ বিনা প্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ মিলতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: আগামী বাজেটে সরকার অর্থ পাচারকারীদের জন্য আবারও কসাধারণ ক্ষমা সুবিধা চালুর পরিকল্পনা করছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর্মকর্তারা। এই সুবিধা দেওয়া হলে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ বিনা প্রশ্নে ফেরত আনার সুযোগ মিলবে।

এই উদ্যোগের আওতায়, দেশে ফেরত আনা অর্থ যদি অগ্রাধিকারমূলক খাতগুলোতে-বিশেত উৎপাদনশীল শিল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে-বিনিয়োগ করা হয়, তবে ওই অর্থের সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হবে না।

তবে এই অর্থের করহার হতে পারে স্বাভাবিক করহারের চেয়ে কিছুটা বেশি।

প্রস্তাবটি সম্পর্কে অবগত এনবিআরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, মূলত দেশ থেকে পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার পথ তৈরি করতে এ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার।

নাম না প্রকাশের শর্তে এনবিআরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা টিবিএসকে

বলেন,কবিদেশ থেকে টাকা এনে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হলে অ্যামনেস্টি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। মূলত বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর স্বার্থে ও অর্থনীতিতে গতি আনার স্বার্থে এ বিষয়টি চিন্তা করা হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, এই সুযোগ যে কেবল পাচারকারীদের জন্য, তা নয়। বরং বিদেশে বৈধভাবে অর্জন করা সম্পদকেও এই সুযোগের আওতায় আনা যাবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে তৈরি করা শ্বেতপত্রের তথ্য অনুয়ী, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ১৫ বছরের শাসনামলে দেশ থেকে প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা পাচার হয়েছে।

এর আগে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার ৭ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত কর পরিশোধ করে বিদেশে থাকা সম্পদ বৈধ করার সুযোগ দিয়েছিল। তবে ওই উদ্যোগে বিশেষ *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

তৃতীয় টার্মিনাল চালুর আগেই ঋণের চাপ, প্রথম বছরেই শোধ করতে হবে ২২০০ কোটি টাকা

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বহুল আলোচিত তৃতীয় টার্মিনাল এখনো চালু হয়নি। অথচ আগামী মাস থেকেই এ প্রকল্পের জন্য নেওয়া বিপুল বিদেশি ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরু করতে হচ্ছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে (বেবিচক)।

প্রথম বছরেই প্রায় ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে, যা বেবিচকের গড় বার্ষিক উদ্বৃত্তের প্রায় পুরোটা গিলে ফেলবে। অথচ টার্মিনালটি থেকে রাজস্ব আয় শুরু হওয়ার সম্ভাবনা নেই ২০২৭ সালের আগে। ফলে বড় ধরনের আর্থিক চাপের মুখে পড়ছে সংস্থাটি।

২০২৩ সাল থেকেই এই ঋণের কিস্তি পরিশোধ শুরুর কথা ছিল। তবে বেবিচক তিন বছরের স্থগিত সুবিধা পেয়েছিল। সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে আগামী মাসে। বেবিচকের সদস্য (প্রশাসন) এস এম লাবলুর রহমান জানান, প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকার জাপানি ঋণের বিপরীতে আগামী জুনে ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বরে আরও ১ হাজার কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে।

প্রথম বছরের এই ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার কিস্তি দিতে গিয়ে বেবিচকের প্রায় পুরো বার্ষিক উদ্বৃত্তই শেষ হয়ে যাবে। যদিও দুই বছর পর বার্ষিক কিস্তির পরিমাণ কমে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকায় নেমে আসবে এবং ২০৫৬ সাল পর্যন্ত তা পরিশোধ চলবে, তবু তাৎক্ষণিক চাপটিকে বড় উদ্বেগ হিসেবে দেখছেন কর্মকর্তারা।

তাদের আশঙ্কা, নিয়মিত পরিচালন ব্যয় মেটাতে এখন বেবিচককে সঞ্চয়ে হাত দিতে হতে পারে। এতে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরের জরুরি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য দখল হয়ে গেছে

অধ্যাপক শামসুল আলম

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য দখল হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন অধ্যাপক শামসুল আলম। তিনি বর্তমানে বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন।

পাশাপাশি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, 'এই চুক্তির মাধ্যমে আমাদের বাণিজ্য দখল হয়ে গেছে। যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি করেছিল। তারা সশরীরে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

আগের কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে আইএমএফ থেকে নতুন ঋণ নিচ্ছে সরকার; ৫ বিলিয়ন ডলার নেওয়ার ভাবনা

পরিচয় ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের করা ঋণ চুক্তি থেকে বের হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান বিএনপি সরকার। একইসাথে অর্থের সংকট মোকাবিলায় আইএমএফ থেকে ৩ থেকে ৪ বছর মেয়াদে ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়ার কথাও ভাবছে বর্তমান সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সূত্রে তথ্য জানা গেছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে

টিবিএসকে বলেন, গত ২১ মে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ও আইএমএফের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ডিএমডি) নাইজেল ক্লার্কের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলের মধ্যে ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চলমান ঋণ কর্মসূচি থেকে বের হয়ে আসার প্রস্তাব তোলা হয়। একইসাথে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে বড় ধস

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) বাংলাদেশেরতৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় ধরণের ধস নেমেছে। চলতি বছরের প্রথম দুই মাসে (জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি) ইউরোপীয়ইউনিয়নে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়দাঁড়িয়েছে ২৮৯ কোটি ইউরো।

যেখানে ২০২৫ সালের একই সময়ে এইরপ্তানি আয় ছিল ৩৫৭ কোটি ইউরো।

সেই হিসেবে আলোচ্য সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক *বাকি অংশ ৫১ পৃষ্ঠায়*

GOLDEN AGE HOME CARE

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

বিশ্ব ‘জঙ্গলের শাসনে’ ফেরার ঝুঁকিতে, চীন-রাশিয়া সম্পর্ক বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার শক্তি: শি জিনপিং

পরিচয় ডেস্ক: বেইজিংয়ে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চীনের নেতা শি জিনপিং। আজ বুধবার (২০ মে) বৈঠকের শুরুতেই পুতিনকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেছেন, বিশ্ব আজ জঙ্গলের শাসনে (জোর যার মুল্লুক তার) ফিরে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আতিথেয়তা দেওয়ার মাত্র কয়েকদিন পরেই পুতিনের সাথে এই হাই-প্রোফাইল বৈঠকে তিনি চীন-রাশিয়া সম্পর্ককে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার একটি বড় শক্তি হিসেবে অভিহিত করেন।

চীনের গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শুরুর আগে রুশ প্রেসিডেন্টকে জাঁকজমকপূর্ণ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বেইজিংয়ের কেন্দ্রস্থলে দুই নেতার উপস্থিতিতে সামরিক ব্যান্ড দল রাশিয়া ও চীনের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করে। এসময় চীনা সেনারা পুতিনকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। দুই নেতা গ্রেট হলে প্রবেশের সময় শিশুরা দুই দেশের পতাকা নেড়ে চীনা ভাষায় স্বাগতম, স্বাগতম!চ বলে চিৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করে।

এই দৃশ্য গত সপ্তাহে বেইজিংয়ে শি জিনপিংয়ের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, যেখানে বিশ্বের শীর্ষ দুই অর্থনীতির দেশের নেতারা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ থেকে শুরু করে- ইরান সংঘাত এবং তাইওয়ান ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর

শি ও পুতিনের মধ্যকার আলোচনা প্রথমে অল্প কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে একান্ত বৈঠকের মাধ্যমে শুরু হয়, যেখানে সংবেদনশীল বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন তারা। এরপর প্রতিনিধি দলসহ দুই নেতা একটি বিস্তৃত বিন্যাসেরচ (ওয়াইড ফরম্যাট) বৈঠক করেন, যা স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় শেষ হয়।

বৈঠক শেষে শি ও পুতিন প্রযুক্তি, বাণিজ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদসহ বিভিন্ন খাতের বেশ কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে যোগ দেন। চীনা রাষ্ট্রীয় *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানে গোপন তথ্য ফাঁস

ডোনাল্ড লুর চাপে ইমরান খানকে অপসারণ করা হয়

পরিচয় ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দেশটির পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়েছিল। সে ঘটনার প্রায় চার বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর এক গোপন কূটনৈতিক তারবার্তা *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

তেল আসা ‘বন্ধ’ করে দিয়েছে আমেরিকা, বিশ্বের অন্যতম দ্রুতগতির সৌর-বিপ্লব করছে কিউবা-চীনের সাহায্যে

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকার কড়া তেল-অবরোধের জেরে জ্বালানির জোগান তলানিতে। ফলে চরম বিদ্যুৎ-সংকট ও ঘন ঘন ব্ল্যাকআউটের মুখে পড়েছে কিউবা। কিন্তু এই সংকটের সুবাদেই ক্যারিবীয় রাষ্ট্রে চীনের সাহায্যে নীরবে এক পরিবেশবান্ধব জ্বালানির বিপ্লবও গতি পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংক্রান্ত গবেষণা সংস্থা এমবার-এর তথ্য অনুযায়ী, চীনের হাত ধরে কিউবায় এখন বিশ্বের অন্যতম দ্রুত সৌর-বিপ্লব ঘটছে। গত এক বছরে চীন থেকে সোলার প্যানেল ও ব্যাটারি আমদানির পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে দেশটিতে। পাশাপাশি চীনা বিনিয়োগে কয়েক ডজন সোলার পার্কও তৈরি করে ফেলেছে কিউবা।

দেশটি এখনও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপরেই বেশি নির্ভরশীল। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, দ্বীপরাষ্ট্রটির ওনিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মার্কিন হুমকি এবং প্রবল চাপই কিউবাকে পরিবেশবান্ধব শক্তির দিকে দ্রুত এগিয়ে দিচ্ছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের যৌথ গবেষণা সংস্থা ট্রানজিশন সিকিউরিটি প্রজেক্টের অর্থনীতিবিদ কেভিন ক্যাশম্যান বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়লে জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরতা কমবে। এর ফলে জোর খাটানোর এই হাতিয়ারটিও *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত করল যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের সঙ্গে চলমান সংঘাতের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র মজুত রাখতে তাইওয়ানের কাছে প্রায় ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি সাময়িকভাবে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশেই রাখার নির্দেশ ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবার

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের কাছে থাকা উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম কোনোভাবেই দেশের বাইরে পাঠানো যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনি। শান্তি আলোচনার অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া দাবির বিপরীতে এমন কঠোর অবস্থান নিলেন *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাশিয়ার তেল আমদানি কমিয়ে ভেনেজুয়েলার তেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক: চলমান বিশ্ব জ্বালানি সংকটের মধ্যেই ভারতে রান্নার গ্যাস এবং জ্বালানি তেলের দাম বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার শিথিলতার মেয়াদ মাত্র ৩০ দিনের জন্য বাড়ানোতে, ভারতে রাশিয়ার তেলের আমদানি কমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ মানসিক সমস্যায় ভুগছেন

গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে ২০২৩ সালে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ বিভিন্ন মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন। ১৯৯০ সালের তুলনায় এ সংখ্যা বেড়েছে ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশ। নতুন এক গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

সিএনএন জানায়, বৃহস্পতিবার চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িকী দ্য ল্যানসেটে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, উদ্বেগ ও বিষণ্নতার হার সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবং ২০২৩ সালে এগুলোই ছিল সবচেয়ে সাধারণ মানসিক সমস্যা। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বজনিত মানসিক সমস্যা।

গবেষণায় ২০৪টি দেশ ও অঞ্চলে বয়স, লিঙ্গ, অবস্থান ও সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ১২ ধরনের মানসিক সমস্যার প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষকদের ভাষ্য, বিশ্বজুড়ে মানসিক সমস্যার বোঝা আরও উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।

গবেষণার প্রধান লেখক ও অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব কুইন্সল্যান্ডের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগী *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

আরব দেশগুলো এখন ইরান নাকি ইসরায়েল-কাকে বেছে নেবে

আবদুল্লা বান্দার আল-ইতাইবি

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিপজ্জনক ধারণা হচ্ছে, উপসাগরীয় দেশগুলোকে ইরান অথবা ইসরায়েলের মধ্যে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে হবে। রাজনৈতিকভাবে অতীব সরল এ ধারণা কৌশলগত দিক থেকে বিভ্রান্তিকর।

এ ধারণা উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার ইস্যুকে এক আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে মিলে আরেক শক্তির বিরোধিতায় পর্যবসিত করে। কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলোর মূল উদ্দেশ্য ইরানকে রক্ষা করা কিংবা ইসরায়েলের আঞ্চলিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা নয়; বরং তাদের স্বার্থ হচ্ছে এই অঞ্চলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা।

ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার যেকোনো উত্তেজনার প্রভাব উপসাগরীয় অঞ্চলের আকাশসীমা, নৌ-বাণিজ্যপথ, জ্বালানি অবকাঠামো, বিনিয়োগকারীদের আস্থা এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার ওপর পড়ে।

দূর থেকে নীরব হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। সংঘাতের খেসারত দিতে হয় তাদেরই। তাই ইরান অথবা ইসরায়েলের মধ্যে একটা বেছে নেওয়া নয়, বরং স্থিতিশীলতা অথবা স্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে।

একটি ভুল বিকল্প

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো প্রমাণ করেছে, উপসাগরীয় দেশগুলো নিজে থেকে কোনো সংঘাত শুরু না করলেও শেষ পর্যন্ত তারা সেই যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়। গত জুনে ইসরায়েল যখন ইরানে হামলা চালায়, তখন সেই সংঘাতের আঁচ চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর সেপ্টেম্বর মাসে দোহাকে লক্ষ্য করে একটি ইসরায়েলি বিমান হামলা চালানো হয়। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং একই সামরিক অভিযানের ধারাবাহিকতা।

বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কাতারের পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় ভিত্তি হচ্ছে মধ্যস্থতা, সংলাপ, উত্তেজনা প্রশমন এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের পথ খোলা রাখা। এই নিরপেক্ষ অবস্থানও তাদের রক্ষা করতে পারেনি। ২০২৬ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংঘাত উপসাগরীয় অঞ্চলের বাকি অংশেও ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্প্রতিক সংঘাতের আগেও ইরান-সম্পৃক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের হুমকি, প্রক্সি নেটওয়ার্ক, আদর্শগত চাপ, সামুদ্রিক নিরাপত্তাহীনতা ও অস্থিতিশীলতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভিজ্ঞতা উপসাগরীয় দেশগুলোর হয়েছিল। ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব এবং হরমুজ প্রণালিকে হুমকির মুখে ফেলার সক্ষমতা উপসাগরীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ইরানকে হুমকি হিসেবে স্বীকার করা মানে যুদ্ধকে কৌশল হিসেবে মেনে নেওয়া নয়। ইরানের চাপ নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি উপসাগরীয় দেশগুলোর যুদ্ধ রোধের আরও স্বার্থ আছে। এ যুদ্ধ তাদের তাদের অবকাঠামো, অর্থনীতি ও উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে তাদের যেমন দমনের বিরোধিতা করতে হবে, তেমনি হিসাব-নিকাশের ত্রুটি এড়াতে যোগাযোগের পথও খোলা রাখতে হবে।

ইরানকে কেন্দ্র করে উপসাগরীয় দেশগুলোর কিছু উদ্বেগ হয়তো ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে যেতে পারে, কিন্তু উভয়ের স্বার্থ এক নয়। ইসরায়েলের নিজস্ব নিরাপত্তানীতি, অভ্যন্তরীণ চাপ, সামরিক সমীকরণ এবং আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এর সঙ্গে উপসাগরীয় দেশগুলোর অগ্রাধিকারের কোনো মিল নেই।

ইসরায়েল হয়তো উত্তেজনাকে শত্রুদের দুর্বল করা বা নিজের আধিপত্য পুনরুজ্জীবিত করার একটি উপায় হিসেবে দেখতে পারে। কিন্তু উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য এই উত্তেজনা তাৎক্ষণিক ক্ষতি বয়ে আনে। যে সংঘাত তেল আবিবের কাছে সামালযোগ্য, সেটা উপসাগরীয় বাস্তবতায় অনেক বিপজ্জনক হতে পারে।

ইরানের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি হাত মেলানোও ঝুঁকিপূর্ণ। এটি উপসাগরকে একটা শক্তির নিরাপত্তা এজেন্ডার ঘাঁটিতে পরিণত করার পাশাপাশি ফিলিস্তিন ইস্যুকেও উপেক্ষা করে। এই ইস্যু যেকোনো আঞ্চলিক ব্যবস্থা ও স্থিতিশীলতার বৈধতার একেবারে কেন্দ্রীয় বিষয়।

কূটনীতি এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন *বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের ‘ঠান্ডা যুদ্ধে’ কে কোথায়

সালেহ উদ্দিন আহমদ

সম্প্রতি প্রকাশিত ছোট্ট একটা খবর হলো-পাকিস্তান বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ কিছু আমলাকে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসেস একাডেমিতে ট্রেনিং দিয়েছে। এর সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করছে পাকিস্তান। যদিও বলা হয়েছে, এ প্রশিক্ষণ বাংলাদেশি আমলাদের ‘নেতৃত্ব ও দক্ষতা’ উন্নয়নের জন্য, কিন্তু পাকিস্তানের জন্য এর উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য সুফল আরও প্রসারিত। বাংলাদেশের আমলারা দেশের বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখেন, তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া পাকিস্তানের জন্য একটা বড় সুযোগ। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমলাদের ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ বা অধিকার ছিল একচেটিয়া ভারতের।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়েছিল। এই সহযোগিতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাও দিয়েছেন অনেকে। বাংলাদেশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদ যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা মনে করেন, ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানকে দুর্বল করা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু বিরাট একটা পাকিস্তানবান্ধব রাজনৈতিক শক্তি বাংলাদেশে রয়েই গেল।

অপর দিকে মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশে ভারতের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ রাজনীতিও স্বাভাবিকভাবে বিকাশ ঘটল। পাকিস্তান সময়ে ভারতের দুয়ার ছিল বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুরোপুরি বন্ধ-রাতারাতি খুলে গেল ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, কূটনীতি, পর্যটন ও সরকারি পর্যায়ে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত।

বিভিন্ন সময় বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের পর পাকিস্তান চেষ্টা করেছে বাংলাদেশে নতুনভাবে সুযোগ খুঁজতে আর ভারত চেষ্টা করেছে তাদের পাওয়া সুযোগগুলো ধরে রাখতে। তবে মোটাদাগে বলা যায়, জুলাই আন্দোলনের আগপর্যন্ত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মোটামুটি একটা স্থিতিশীল পর্যায়ে ছিল। জুলাই আনল বিরাট পরিবর্তন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর, আমলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো চুক্তিসহ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অনেক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। বলা যায়, ইউনূস সরকারের সময় আমদানি বাণিজ্য ছাড়া প্রতিটি খাতে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। ভিসা, পর্যটন, কূটনীতি, স্থল করিডর এবং এমনকি ক্রিকেট সম্পর্কেও দেখা গেল নানান সংকট।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জেন-জি প্রজন্ম তীব্র ভারত বিরোধিতায় ঝুঁকে পড়ল। এই পরিস্থিতিতে ইউনূস সরকারের প্রথম থেকেই পাকিস্তান চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের একটা নতুন কাঠামো তৈরি করতে।

অধ্যাপক ইউনূসকেও মনে করা হচ্ছিল পাকিস্তানের একজন ইচ্ছুক অংশীদার, তিনি একাধিকবার পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তান বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও খুঁজে পেল সমর্থনের মনোভাব। জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপি দারুণভাবে পাকিস্তানবান্ধব এবং বিএনপিকেও কোনোভাবে পাকিস্তানবিরোধী বলা যাবে না। বস্তুত বাংলাদেশের ৫৫ বছরের ইতিহাসে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়টা ছিল পাকিস্তানের জন্য সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ।

বাংলাদেশভারত সম্পর্ক কি একাত্তরেই আটকে আছে

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের একটি সম্ভাব্য রূপরেখা

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: শান্তি ও মর্যাদার অন্বেষণ

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ইউনূস সরকারের সময় বাংলাদেশ সফরে আসেন। তিনি বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপি নেতাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরও আসেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী। বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, স্বাক্ষরিত হলো বন্ধুত্বের নানান চুক্তি। তবে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে মন্ত্রীদের সফর যতটুকু উষ্ণ ছিল, চুক্তিগুলো সে তুলনায় ততটুকু ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ, পাকিস্তানের যে আর্থিক কাঠামো, তা বড় ধরনের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ধারণ করার জন্য সহায়ক নয়।

এ সময় ভারতের কিছুই করার ছিল না। তারা অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশের নির্বাচন এবং নতুন সরকারের। বেগম *বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়*

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

Moin & Michael

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

পদ্মা ব্যারাজ বাস্তবে কী দেবে

ফাহিমা কানিজ লাভা

পদ্মা নদীর ওপর নতুন ব্যারাজ নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্ত দেশে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সরকার বলছে, এই প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করবে, লবণাক্ততা কমাবে, সেচব্যবস্থা উন্নত করবে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে। কিন্তু পরিবেশবিদ ও পানি বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সতর্ক করছেন, এই ব্যারাজই ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য বড় পরিবেশগত ও ভূ-প্রাকৃতিক সংকট ডেকে আনতে পারে।

গত ১৩ মে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'পদ্মা ব্যারাজ (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্পটির অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) অবশ্য দীর্ঘ সময় ধরে এটিকে 'গঙ্গা ব্যারাজ' নামেই ডেকে আসছিল। কারণ বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকে গঙ্গাকে পদ্মা নামে ডাকা হলেও তাত্ত্বিকভাবে গোয়ালন্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশটি গঙ্গার মূলধারা। ভাগীরথী গঙ্গার শাখানদী।

মূলত ভারতের গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ চালুর পর সৃষ্ট পানি সংকট মোকাবিলার লক্ষ্যেই পাঁচ দশক ধরে এই ধরনের প্রকল্পের আলোচনা চলে আসছে।

ছবি: সংগৃহীত

ফারাক্কা বাঁধ। ছবি: সংগৃহীত

পদ্মা ব্যারাজ কী এবং এতে কী আছে?

সহজ ভাষায় ব্যারাজ হলো কপাট বা গেটযুক্ত এক ধরনের অবকাঠামো, যা দিয়ে নদীর পানি আটকে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করে ছাড়া যায়।

রাজবাড়ীর পাংশায় নির্মাণাধীন পদ্মা ব্যারাজের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২ দশমিক ১ কিলোমিটার। এতে থাকবে ৭৮টি পানিনিষ্কাশন কপাট (স্পিলওয়ে), ১৮টি তলদেশ নির্গমন পথ (আন্ডার স্লুইস) ও দুটি ফিশ পাস বা মাছ চলাচলের জায়গা।

প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকা। ২০২৬ থেকে ২০৩৩ সালের মধ্যে এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা। ব্যারাজের গেট বন্ধ করে পানখা থেকে পাংশা পর্যন্ত নদীপথে প্রায় ১২ মিটার উচ্চতায় পানি ধরে রাখা হবে। এতে প্রায় ২৯০ কোটি ঘনমিটার পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

ছবি: সংগৃহীত

ছবি: আহমেদ হুমায়ুন কবির তপু

সরকার যেসব সুবিধার কথা বলছে

প্রকল্পের উদ্যোক্তা পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) দাবি, এই ব্যারাজটি হলে দক্ষিণ-পশ্চিমের ২১টি জেলা ও রাজশাহী অঞ্চলের সাড়ে ৬ কোটি মানুষ উপকৃত হবে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করবে এই প্রকল্প।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুষ্ক মৌসুমে ব্যারাজে পানি জমিয়ে সেই পানি গড়াই-মধুমতী, হিসনা-মাথাভাঙ্গা, চন্দনা-বারাশিয়া, বড়াল ও ইছামতী নদীতে প্রবাহিত করা হবে। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও পাবনা-রাজশাহীর প্রায় ২৯ লাখ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে। পাউবোর হিসাব অনুযায়ী, এতে বছরে প্রায় ২৪ লাখ টন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন হতে পারে।

নদীগুলোতে মিঠাপানির প্রবাহ বাড়লে খুলনা, যশোর ও সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততার আগ্রাসন কমবে বলে দাবি করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে, নদী তীরবর্তী অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য ও মানুষের জীবনমান উন্নত হবে।

পাশাপাশি মাছের উৎপাদন প্রায় আড়াই লাখ টন বাড়তে পারে। ব্যারাজ ও গড়াইয়ের মুখে টারবাইন বসিয়ে ১১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

সব মিলিয়ে বছরে ৭ হাজার ১২৭ কোটি টাকার অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়া যাবে বলে মনে করছে পাউবো।

ছবি

পদ্মার পাড়ে গড়ে ওঠা রাজশাহী শহর। ছবি: মোহাম্মদ তৌহীদ

পদ্মা ব্যারাজ নিয়ে বিতর্কগুলো কী? *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

ভূ-রাজনীতির সমীকরণে কৌশলী পথে বাংলাদেশ

এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন খান

প্রতিনিয়ত নতুন মেরুকরণ হচ্ছে বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে। ভূ-রাজনৈতিক মেরুকরণের বাস্তবতায় বসবাস করা বাংলাদেশও কোনভাবেই এর বাইরে নয়।

বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর বঙ্গোপসাগরে কৌশলগত অবস্থানের কারণেই মূলত বাংলাদেশকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান গেটওয়ে হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের বাংলাদেশকে নিয়ে আগ্রহ ও গুরুত্ব বাড়ছে।

আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির ট্রাম্পকার্ড হওয়ায় এসব সমীকরণের সঙ্গে রয়েছে জটিল ও বহুমাত্রিক নানা চ্যালেঞ্জও। কৌশলগত বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ভূরাজনীতিতে ভারসাম্যমূলক দৃঢ় অবস্থান তৈরির পাশাপাশি জাতীয় সক্ষমতা অর্জনেও আলোচনার পারদে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কৌশলগত স্বয়ংসম্পূর্ণতাও এক্ষেত্রে সুসংহত একটি নিরাপত্তাকাঠামোর ভিত্তি রচনা করতে পারে।

ক্ষমতাসীন দল বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার করে।

একটি রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিরাপত্তা কাঠামো পুরোপুরি নির্ভরশীল একটি স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের ওপর। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 'পিপলস ওয়ারফেয়ার ডকট্রিনের' আলোকে একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা নীতি ও ডকট্রিন প্রণয়ন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষণা করেছিলেন। যা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল নীতিমালার কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করবে। শুধু তাই নয় জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের পরিকল্পনাও রয়েছে। এর মাধ্যমে 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির ভিত্তিতে মাল্টি-ডোমেন যুদ্ধ সক্ষমতা, স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর শক্তিমত্তা এবং দেশীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। একটি পেশাদার, দক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সশস্ত্র বাহিনী গঠনেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার।

নির্বাচনী অঙ্গীকার মোতাবেক 'ক্রেডিবল ডিটারেন্স' বা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় অভিষিক্ত তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার। প্রতিরক্ষামন্ত্রী তারেক রহমান ভালো করেই জানেন শক্তিশালী সামরিক উপস্থিতি অন্য দেশের আগ্রাসী মনোভাব দমিয়ে রাখতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এজন্যই তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে একটি আধুনিক, ক্ষিপ্র, সদা প্রস্তুত ও শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুগোপযোগী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চতুর্মাত্রিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ সক্ষমতা বা ক্রেডিবল ডিটারেন্স নিশ্চিত করতে চায় তার সরকার।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতায় সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অপরিহার্যতা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলামও। যেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার এমন একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যা 'ক্রেডিবল ডিটারেন্স' নিশ্চিত করবে। অর্থাৎ সক্ষমতার মাধ্যমে সম্ভাব্য শত্রুকে আগ্রাসনের চিন্তা থেকে বিরত রাখবে।" প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিজের প্রতিটি বক্তব্যে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তিত বাস্তবতাকে যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নও যে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী ছাড়া অসম্ভব এমন গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিয়েছেন। ভূ-রাজনীতি কোনো সরল বিষয় নয় বা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। একটি টেকসই ও উন্নত রাষ্ট্র গড়তে তিনি মৌলিক অনেক বিষয়কে ভাবনা-চিন্তার আলোকে উপস্থাপন করেছেন প্রতিনিয়ত।

এ সম্মেলনেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের সঙ্গে প্রথম অধিবেশনে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁনও প্রতিরোধ সক্ষমতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বলেছেন, 'আমাদের ডিফেন্সিভ ক্যাপাবিলিটিকে সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"

শহীদ রাষ্ট্রপতি

জিয়াউর রহমান

বীর উত্তম এর

৪৫তম

শাহাদাৎ বার্ষিকীতে

দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৬
30th May 2026

শনিবার বাদ আসর
Saturday at 5:00pm

নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর সামনে
In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

| আমন্ত্রণে |

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির
যুগ্ম আহ্বায়ক
শেখ নোমান পলাশ, শামস্ জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, সরদার রন হক, সেলিম আহমেদ, মানিক বাবু, ইক্তারুজ্জামান রতন

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু
সমন্বয়কারী
মিয়া মোঃ দুলাল, রফিকুল ইসলাম ডালিম, শফিউদ্দিন মিয়া, আবদুস সামাদ টিটু, মিজানুর রহমান মিজান, মোঃ মফিজুর রহমান, ফারুক হোসেন মজুমদার, সাঈদ এ আর ফারুক, জীবন শফিক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
এজাজুল ইসলাম নাঈম
তত্ত্বাবধানে
মোঃ গিয়াস উদ্দিন, এ. জেড. এম. জাহাঙ্গীর হাসাইন, শাহিন এইচ চৌধুরী, সুলতান নাসির উদ্দিন রতন, জিয়াউর রহমান টিটু, কামরুল হাসান স্ট্যালিন

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান
যুগ্ম সদস্য সচিব
আফতাব জনি, এ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আল মামুন সবুজ, মনিরুল ইসলাম মনির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন, ওয়াহিদুজ্জামান নিলু, নূর হোসেন

পৃষ্ঠপোষক ঃ

এম আজিজ (এন ওয়াই হোম কেয়ার), গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ার (শাহ নেওয়াজ), গিয়াস আহমেদ (গুড শেফার্ড হোম কেয়ার), বারী হোম কেয়ার (আসেফ বারী টুটুল), এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টাল (জাকির এচ চৌধুরী), আশরাফ চৌধুরী খোকন (ইটার্নাল কেয়ার সার্ভিস ইনক), ফাউমা ইনোভেটিভ (ফাহাদ সোলায়মান), নুরুল আজিম (এমপেয়ার কেয়ার এজেন্সী), ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার (ডা. শাহজাদী পারভীন), ডেরা রেস্টুরেন্ট, এর্টনী মঈন চৌধুরী, দুলাল বেহেদ্র, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ জে চৌধুরী (শাহ গ্রুপ), হারুন ভূঁইয়া, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, তারেক আহমেদ চঞ্চল, বেলাল আহমেদ চৌধুরী (রিয়েলটর), টপ টি (সরদার হক রনি), লিটু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, সিগাল কর্পোরেশন (মোহাম্মদ আর হক), রাইজিং রিয়েলটি (মনিরুল ইসলাম), মাকসুদ এইচ চৌধুরী, কামরুজ্জামান কামরুল (খামার বাড়ি), মোহাম্মদ হোসেন বেলাল (বাংলা ট্রাভেলস), ডা. ওলিউর রহমান খান, ডাঃ তৌহিদ শিবলী, তোফায়েল চৌধুরী লিটন, মোঃ আলামীন, মির্জা এম জামান, মাসুদ রানা তপন, বাবু (মামা)

কৃতজ্ঞতায় ঃ

জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম উদ্দিন ভূইয়া, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, মার্শাল মুরাদ, প্রফেসর দেলওয়ার হোসেন, আবু সাইদ আহমেদ, আবদুস সবুর, জামাল আহমেদ জনি, আনোয়ার হোসেন, কাজী আজম, আনোয়ারুল ইসলাম, মাকসুদ চৌধুরী, ইলিয়াস খান, সাইফুর খান হারুন, এম এ বাতিন, মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ্ আতিকুর রহমান, সেলিম রেজা, আহবাব হোসেন খোকন, ইঞ্জিঃ আবু সায়েম, সাইদুর রহমান সাইদ, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, বদিউল আলম, জাহাঙ্গীর সরোয়ার্দী, ভিপি জসীমউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, রেজাউল আজাদ ভূঁইয়া, এবাদ চৌধুরী, রাফেল তালুকদার, শহীদুল ইসলাম, জাবেদ উদ্দিন, সৈয়দ এনাম আহমেদ, খলকুর রহমান, মোঃ খলিলুর রহমান, রিপন মিয়া, মোঃ মফিজুর রহমান, শাহাদাত হোসেন রাজু, মঞ্জুর মুর্শেদ, ইঞ্জি তুহিন, কাজী সাব্বির, মোঃ সামসুদ্দিন, কামাল উদ্দিন দিপু, রিয়াজ মাহমুদ, সুলতান মাহমুদ খান (এন ওয়াই বাংলা)

সহযোগিতায় ঃ

মীর নিজামুল হক, খাইরুল ইসলাম খোকন, এম ডি আব্দুর রউফ দিপিল, ইফতিয়ার উদ্দিন মাহমুদ, এমডি মতিন, ফারুক, মাহমুদ, ফরহাদ রেজা, এম রহমান, আসাদুল ইসলাম আসাদ, ওয়াসীম খন্দকার, ইফতি খান টিপু, নেহার সিদ্দিকী, আশরাফ উদ্দিন ঠাকুর, মোঃ শামীম চৌধুরী, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, রুহুল আমিন সরকার, বক্সার সেলিম, জে মোল্লা সানি, সৈয়দ এম এ রেজা, গোলাম ফারুক শাহীন, রাফেল তালুকদার, মাজহার রবিন, নাসিম আহমেদ, মোবারক হোসেন সজল, নূর ইসলাম বর্ষন, সৈয়দ এনায়েত আলী, নাজমুল আলম, সৈয়দ এনাম আহমেদ, জাহিদ আহমেদ খান, মাজহারুল ইসলাম জনি, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাইদুর খান ডিউক, কাজী বাবুল, বাবুল জামান, সৈয়দ মাহমুদ বাদশা, আরিফ মল্লিক, রফিকুল ইসলাম, রবিন এইচ চৌধুরী, মোঃ কামাল উদ্দিন, জামান তুহিন, মাজহার রবিন, মাসুদ করিম মিলন, খুলকু রহমান, রাউফুল ইসলাম লিটন, আমজাদ হোসেন, আবুল কালাম, সাইফুল ইসলাম লিটন, ফরিদ খন্দকার, শাহবাজ আহমেদ, এমদাদ তরফদার, তোফায়েল আহমেদ, সোহাগ আফসার, মশিউর রুবেল, আজাদুর রহমান আলমগীর, আলী মিলন, মুরাদ হাসান, অলি আহমেদ সানি, মোঃ হুমায়ুন কবির, লাল মিয়া (মহসিন), মশিউর রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), হুমায়ুন কবির, হাবিবুর রহমান, মাসুদ রানা, আনোয়ার পলাশ, মোঃ আলী মিলন, হামিদুর রহমান রকি, বাদল মির্জা, মোঃ মোস্তফা, ইঞ্জি. মাঈন উদ্দিন, রাহুল রব, রনি হোসেন, সৈয়দ এ রহমান ফারুক, তোফায়েল আহমেদ, সোহেল আহমেদ।

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া ◀ধন্যবাদান্তে▶ সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নমী

আয়োজনেঃ জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

শব্দ ও নৈর্ব্যক্তিকতা: কবির সহন ও গ্রহণক্ষমতা

এইচ বি রিতা

শিল্পকলা বা সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক পরিসরে ‘কবি’ কেবল অলংকৃত পঙক্তির কোনো নিপুণ কারিগর বা নিছক শব্দশিল্পী নন; তিনি মূলত এক অতন্দ্র ‘ক্রনিকলার’ বা সময়ের সংবিৎ। তাঁর সত্তা সমকালীন ইতিহাসের এমন এক ভাষ্যকার, যার স্নায়ুর গভীরে সমকালের যন্ত্রণা ও সম্ভাবনা যুগপৎ প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি একাধারে ধ্রুপদী সত্যের সন্ধানী এবং মানবিক অনুভূতির এমন এক চিত্রকর, যিনি রেখার অন্তরালে লুকানো গভীরতম ক্ষত কিংবা আনন্দের বিন্যাসকে চিনিয়ে দেন। এই অভিযাত্রায় কবির কাছে তাঁর সহজাত সৃজনী প্রতিভার চেয়েও অধিকতর মৌলিক গুণ হয়ে দাঁড়ায় তাঁর অভ্যন্তরীণ সহনক্ষমতা এবং বিশ্বজনীন গ্রহণক্ষমতা। এই দ্বান্দ্বিক সক্ষমতা ব্যতীত কবির পক্ষে খণ্ডিত অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে উঠে নৈর্ব্যক্তিক সত্যে পৌঁছানো কিংবা কোনো মহৎ স্থাপত্যসম সৃষ্টি নির্মাণ করা প্রায় অসম্ভব।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবির প্রধান অভীষ্ট হলো জগতকে তার স্বকীয় মূর্ততায় অবলোকন করা-যেখানে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধ চিন্তার প্রক্ষেপণ বা কৃত্রিম আবেগের কুয়াশা কোনো বাধার সৃষ্টি করবে না। রোমান্টিক কবি জন কিটস যখন 'নেগেটিভ কেপাসিটি' বা ‘নেতিবাচক সক্ষমতা’র প্রবর্তন করেন, তখন তিনি মূলত শিল্পীর এমন এক সত্য-অভিগম্যতার দিকেই ইঙ্গিত করেন যা প্রথাগত যুক্তি বা বিজ্ঞানের অনড় কাঠামোর বাইরে অবস্থান করে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সৃষ্টিশীলতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিটস যাকে বলেছিলেন “অনিশ্চয়তা, রহস্য এবং সংশয়ের মধ্যে স্বস্তিতে থাকার ক্ষমতা”, তা আসলে কবির এক উচ্চতর মননশীল স্থিতি। এখানে কবি কোনো তড়িঘড়ি যুক্তির তাড়নায় সত্যকে খণ্ডিত করেন না, বরং এক ‘নিষ্ক্রিয় সতর্কতা’র মাধ্যমে অভিজ্ঞতার প্রতি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকেন।

এই সক্ষমতার সমান্তরালেই আবর্তিত হয় কবির সহন ও গ্রহণক্ষমতা। জগত যেহেতু কোনো সরলরৈখিক সাদা-কালোর ব্যাকরণ মেনে চলে না এবং সেখানে আলোক ও অন্ধকারের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানই অমোঘ সত্য, তাই কবির যদি চারিত্রিক সহনশীলতা না থাকে, তবে তিনি জগতের এই প্রখর বৈপরীত্যকে আত্মস্থ করতে ব্যর্থ হন। তিনি তখন কেবল খণ্ডিত আনন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদকে বেছে নেন, যা সত্যের একদেশদর্শী প্রকাশ মাত্র।

কবির জন্য এই বৈপরীত্যকে ধারণ করতে প্রয়োজন নিজের ক্ষুদ্র 'অহং' বিসর্জন দেওয়া, যাতে মহাবিশ্বের সুর কবির অন্তরালে অবাধে প্রবেশ করতে পারে। কিটসের 'টু অটাম' কবিতায় যেমন একাত্মতার পরিচয় মেলে, কিংবা সেই অমর পঙক্তি-‘বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি'-যেখানে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের চেয়ে সৌন্দর্যের প্রেরণাদায়ক শক্তিই পরম সত্য হয়ে ওঠে, কবির কাজও ঠিক তাই। রবার্তো আঙ্গারের মতো আধুনিক চিন্তাবিদদের সামাজিক তত্ত্বে এই ধারণার যে রূপান্তর আমরা দেখি, তা প্রমাণ করে যে কবির এই দার্শনিক গ্রহণক্ষমতাই শেষ পর্যন্ত চিরন্তন ও নৈর্ব্যক্তিক সত্যকে শিল্পের সুষমায় মূর্ত করে তোলে।

কবির এই দার্শনিক অভীপ্সা বা নৈর্ব্যক্তিক সত্যের অন্বেষণ তাঁর স্নায়বিক ও মানসকাঠামোর এক জটিল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। বস্তুত, এই দার্শনিক স্থৈর্য অর্জন করতে হলে কবিকে যে নিরন্তর দহন ও আত্তীকরণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তার মূলে রয়েছে কবির বিশেষ এক মনস্তাত্ত্বিক সংবিৎ।

মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষায় কবি সাধারণের তুলনায় এক প্রখর সংবেদনশীলতা বা 'হাইপার সেন্সিটিভিটি'-বহন করেন, যা তাঁর সৃজনী শক্তির প্রধান উৎস হলেও একই সঙ্গে অস্তিত্বের এক নিগূঢ় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কবির এই মনস্তাত্ত্বিক গ্রহণক্ষমতা তাঁকে অন্যের বিষাদ, উল্লাস কিংবা জটিল মনোদৈহিক অনুভূতিগুলোকে নিজের ভেতরে ধারণ করার এক অসামান্য ক্ষমতা দান করে; কিন্তু একইসাথে এই 'এম্প্যাথি' বা সহমর্মিতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে এক অত্যন্ত ভারী ও দুর্ভয় বোঝা, যা সহ্য করার মতো অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা বা সহনক্ষমতা না থাকলে সৃজনশীলতার পরিবর্তে মানসিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। ফ্রয়েডীয় লিবিডো কিংবা ইয়ুং-এর 'কালেক্টিভ আনকনশাস'-এর তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রকৃত সৃজনশীলতার উৎস যেহেতু অবচেতনের সেই অন্ধকার গহ্বর, তাই কবির গ্রহণক্ষমতা তাঁকে সেই রুদ্ধ প্রকোষ্ঠের অপ্রিয় সত্য ও আদিম বিভীষিকার মুখোমুখি দাঁড় করায়-যেখান থেকে শিল্পের রত্ন আহরণ করতে প্রয়োজন এক দুর্জয় মানসিক সাহস। পরিশেষে, এই মনস্তাত্ত্বিক যাত্রায় কবিকে প্রায়ই দুর্ভেদ্য একাকীত্ব ও সামাজিক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়; সেই প্রত্যাখ্যানকে ব্যক্তিগত আঘাত হিসেবে না নিয়ে বরং এক নৈর্ব্যক্তিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করার যে গ্রহণক্ষমতা, তা-ই কবির সৃজনী যাত্রাকে অকাল বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করে এক ধ্রুপদী সার্থকতা দান করে।

কবির সহন ও গ্রহণক্ষমতার এক সার্থক ও ট্র্যাজিক উদাহরণ হিসেবে জীবনানন্দ দাশের জীবনসংবিৎ অনস্বীকার্য; যেখানে সমকালীন সমালোচকদের তীব্র প্রত্যাখ্যান ও ‘দুর্বোধ্যতার’ অপবাদকে তিনি অসামান্য সহনক্ষমতায় আত্মস্থ করে নিজের মৌলিক কাব্য-অন্বিষ্টে অবিচল ছিলেন। তাঁর গ্রহণক্ষমতা ছিল এতটাই বৈপ্লবিক ও প্রসারিত যে, তিনি জগতের তথাকথিত কদর্যতা, তুচ্ছ ইঁদুর বা নর্দমার অন্ধকারকেও পরম মমতায় গ্রহণ করে নক্ষত্রের ছায়ায় রূপান্তরিত করেছেন। ব্যক্তিগত দারিদ্র্য ও সঙ্কট এবং দেশভাগ-পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতার তীব্র বিষকে তিনি নিজের ভেতরে ‘মেটাবোলাইজ’ বা জারিত করেছেন বলেই তাঁর শিল্প হয়ে উঠেছে এক নিরাময়কারী নীলকণ্ঠের ভাষ্য। কিটসের সেই ‘নেতিবাচক সক্ষমতা’র নির্যাস নিয়ে তিনি জীবনের কোনো জোরপূর্বক উপসংহার টানেননি, বরং এক অসীম বিপন্ন বিস্ময় ও অনিশ্চয়তাকে সহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন; আর এই দীর্ঘ সৃজনশীল দহন ও ধৈর্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত ট্রাউমাকে ‘বনলতা সেন’ বা ‘মহাপৃথিবী’র মতো এক বিশ্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক সার্থকতা দান করেছে।

তবে কবির এই মনস্তাত্ত্বিক দহন কেবল তাঁর অন্তরমহলেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং এই ব্যক্তিগত সংবিৎ যখন সমষ্টির ইতিহাসের সাথে লগ্ন হয়, তখনই তা অর্জন করে এক সামাজিক মাত্রা। কবির মনস্তাত্ত্বিক স্থৈর্য আসলে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতারই এক প্রাক-শর্ত, যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত অনুভবগুলো রূপান্তরিত হয় এক বৃহত্তর কালচেতনায়। সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষায় কবি কেবল এক নিভৃতচারী শিল্পী নন, বরং তিনি সমাজের জাগ্রত বিবেক এবং স্থবিরতা ভাঙার প্রধান কারিগর; যখনই কোনো জনপদ নৈতিক সংকটে বা প্রথাগত জড়তায় আচ্ছন্ন হয়, কবি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সেখানে এক নবতর দিগন্তের ইঙ্গিত দেন। কবির এই ঐতিহাসিক অভিযাত্রায় তাঁর সহনক্ষমতা হয়ে ওঠে এক অপরিহার্য বর্ম, কারণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মহৎ কবিরা প্রায়শই তাঁদের সমকালের চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে থাকেন-যার ফলে সমাজ তাঁদের ভুল বোঝে, লাঞ্ছিত করে এবং সক্রেটিস থেকে নজরুল পর্যন্ত সকলকেই রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক রোষানল সহ্য করতে হয়েছে; কিন্তু এই প্রতিকূলতার মাঝেই কবির সত্য উচ্চারণের অবিচলতা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে প্রমাণ করে। এই লড়াইয়ের সমান্তরালেই প্রয়োজন কবির সেই অসামান্য গ্রহণক্ষমতা, যা তাঁকে বিভিন্ন মতাদর্শ, ধর্ম, বর্ণ এবং বিচিত্র সংস্কৃতির এক আশ্চর্য সংশ্লেষ ঘটাতে সাহায্য করে; কারণ গ্রহণক্ষমতা সংকীর্ণ হলে সাহিত্য শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক বা একদেশদর্শীতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। পরিশেষে, কবি হলেন সেই রূপান্তরের অনুঘটক, যিনি সমাজ থেকে সংগৃহীত কাঁচা রসদকে নিজের চেতনার ল্যাবরেটরিতে পরিমার্জিত করে পুনরায় এক সংহত শিল্পরূপ হিসেবে ফিরিয়ে দেন; এই গ্রহণ ও প্রদানের দ্বান্দ্বিক চক্রটি সচল রাখাই কবির প্রকৃত সামাজিক দায়বদ্ধতা, যার জন্য তাঁর মানসিক বাতায়ন সর্বদাই বিশ্বজনীন উদারতায় উন্মুক্ত থাকা প্রয়োজন।

কবির সৃজনপ্রক্রিয়ায় সহনক্ষমতা এবং গ্রহণক্ষমতা কোনো বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক ও এক অবিভাজ্য দ্বান্দ্বিকতার অংশ। কবির গ্রহণক্ষমতা হলো তাঁর চেতনার সেই গ্রাহক-যন্ত্র, যা বহির্জগতের বিশৃঙ্খল সংকেত, অভিজ্ঞতা ও অনুভবের কাঁচামাল সংগ্রহ করে তাঁর অন্তরালে প্রবেশের অধিকার দেয়; অন্যদিকে, সহনক্ষমতা সেই সংগৃহীত ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে হৃদয়ের গহীনে দীর্ঘকাল লালন করার এবং তাকে শিল্পে রূপান্তরিত করার এক অপরিহার্য প্রাণশক্তি জোগায়। লক্ষণীয় যে, কবির এই সহনশীলতা কোনো নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ নয়, বরং এটি এক দুর্জয় সক্রিয় শক্তি যা তাঁকে ইতিহাসের ঝঞ্ঝাবর্তে ও ব্যক্তিগত সংকটের মুখেও অটল থাকতে সাহায্য করে। বিশেষত, কোনো ট্র্যাজেডি বা বৈশ্বিক বিপর্যয়ের মুহূর্তে যখন কবির গ্রহণক্ষমতা সেই যন্ত্রণাকে আপন অস্তিত্বে গেঁথে নেয়, তখন তাকে সার্থক শিল্পরূপে মূর্ত করতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী ধৈর্য ও সৃজনশীল দহন সহ্য করার ক্ষমতা। একটি কালজয়ী কবিতা বা মহাকাব্য তাই কেবল ক্ষণিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং বছরের পর বছর ধরে চলা সেই দহন ও আত্মস্থকরণের এক ধ্রুপদী পরিণতি-আর এই দীর্ঘ প্রতীক্ষাই হলো প্রকৃত কবিসত্তার অগ্নিপরীক্ষা।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, কবির সহন ও গ্রহণক্ষমতা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত অলংকার নয়, বরং তা তাঁর শিল্পের এক অমোঘ নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক ভিত্তি। জগত ও জীবনকে তার সমস্ত জটিল বিন্যাস, কদর্যতা এবং সুন্দরের দ্বান্দ্বিক রূপসহ পরিপূর্ণভাবে আপন সত্তায় জারিত করতে না পারলে, এবং সেই সংগৃহীত অভিজ্ঞতার দীর্ঘ সৃজনী দহনকে সহ্য করার মতো মানসিক কাঠিন্য না থাকলে প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব অসম্ভব। একজন মহৎ কবিকে হতে হবে অতলান্ত সমুদ্রের মতো-যার অবারিত গ্রহণক্ষমতা জগতের সমস্ত পঙ্কিলতা, আবর্জনা আর বিচিত্র নদীর ধারাকে অবলীলায় নিজের বুকে টেনে নেয়, আবার যার দুর্জয় সহনক্ষমতা প্রবল ঢেউয়ের সংঘাত আর লবণের দহন সহ্য করেও নিজের অতলস্পর্শী বিশালতাকে ক্ষুণ্ন হতে দেয় না। এই দুইয়ের সার্থক ও সুসংহত সমন্বয় ঘটলেই কবির লেখনী থেকে উৎসারিত হয় এমন এক সৃষ্টি, যা কালকে অতিক্রম করে সর্বজনীন ও ধ্রুপদী মহিমায় মূর্ত হয়ে ওঠে।

তাই আধুনিক কবির অন্বিষ্ট কেবল মেধার যান্ত্রিক বিকাশ নয়, বরং এক উচ্চতর চারিত্রিক ও মানসিক সক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে নিজেকে সেই বিশ্বজনীন শিল্পের যোগ্য করে তোলা।

কবির সহন ও গ্রহণক্ষমতার এক সার্থক ও ট্র্যাজিক উদাহরণ হিসেবে জীবনানন্দ দাশের জীবনসংবিৎ অনস্বীকার্য; যেখানে সমকালীন সমালোচকদের তীব্র প্রত্যাখ্যান ও ‘দুর্বোধ্যতার’ অপবাদকে তিনি অসামান্য সহনক্ষমতায় আত্মস্থ করে নিজের মৌলিক কাব্য-অন্বিষ্টে অবিচল ছিলেন।

কবি জিয়া হকের গুচ্ছ কবিতা

পিরিতি কি মুখের কথা

এই তো সেদিন সন্ধ্যারাতে 'সন্ধ্যাতারার' সাথে
গল্পকথায় আড্ডা জমে কোল্ড কফি দুধ চা-তে
জাদুকাটা নদীর জাদু- ঢেউ ছলোছল মন
চাঁদের সাথে চাঁদনী মেয়ের হয় কি আলিঙ্গন!

বাতাসভরা প্রেমের গানে জোসনাভেজা ফুল
বাল্যবেলার হাই ইশকুলে স্মৃতির কানের দুল
দুল নাকি ও দুলের মতো বৃষ্টিমেয়ের রূপ
আজ অবেলায় জাবর কেটে বিস্ময়ে নিশ্চুপ।

স্মৃতির পাতা দোলনা দোদুল অষ্টাদশীর মান-
অভিমানের ভেলায় চড়ে ডুবেছে সাম্পান
চিরল পাতার বিরল খাতায় ছবির মতো মুখ
মোনালিসার মিষ্টি হাসিই অনন্তকাল দুখ।

পিরিতি কি মুখের কথা, লাইলি জানে-বোঝে
মিছে মায়ার ছল গতরে কেউ ক্ষত রে খোঁজে
সবার চাওয়া হাওয়া হাওয়া খাওয়া খাওয়া চিজ
বৈরি বাতাস তৈরি করে ছাতিমি দহলিজ।

আমিও যদি

আমিও যদি হতাম পাখির ছানা
আমার পিঠে থাকতো রঙিন ডানা
উড়াল দিতাম যেমন খুশি মন
লেখাপড়ার কিসের আয়োজন!

রোজ সকালে ইশকুলে যাও, না না
নেই তো কোনো কাজেই শাসন মানা
আমার ছুটি সপ্তাহে সাত দিনই
আমার আকাশ বৃষ্টি রিনিঝিনি।

সকাল বিকাল আসতো না ম্যাম স্যার
চলতো না রে পড়ার অত্যাচার
হিজল বনের মগডালে ঘর বাসা
ইচ্ছে হইলে আমার যাওয়া-আসা।

আমার জগত আমার রঙেই রাঙা
সাত রাজ্যের স্বপ্নসুখেই চাঙা
মানুষ হবার চেষ্টা মোটেও নাই
পাখি বলেই স্বাধীন জীবন পাই।

নাটকের মঞ্চ

স্মৃতির পাতায় মাখা বেদনার ছাপ
বেদনার রঙ চেনা জানা বড় টাফ
নীলে নীলকণ্ঠের বিষাক্ত ফণা
পৃথিবীর বুক জুড়ে হীন আলোচনা।

মনের বাবুই পাখি বনে-জঙ্গলে-
যাযাবরি হালতের মেঘভাঁজ খোলে
হাহাকারে আহা কারে ঘুমহীন রাখে
ডালপালা বাড়ে রোজ 'নাই নাই'-শাখে।

মসলিন কাঁপড়ের ফাঁক গলে চাঁদ
উঁকি-ঝুঁকি করে কেন লোভের আবাদ
মিলনের মোহনায় বেদনার গান
না পাওয়ার তাল-লয় চির অফুরান।

আমার শূন্যতা ঠাঁই নাই নাই
পারদের পাঁপড়িতে সবই অযথাই
হিসেবের ইতিহাসে বিথী হাসে আর-
নাটকের মঞ্চেই মহা সংসার।

উপলব্ধি

তোমার ব্যস্ততা বহতা নদীর মতো
অলকানন্দা ফুটে থাকার সৌন্দর্যে
দেখি তোমার ভেংচি-কাটা প্রস্থান
সন্ধ্যাতারাও হারিয়ে যায়
লজ্জাবতির মতো চুপসে যায়
নরম আলোর কোরক
তুমিই ফুটে থাকো
শুক্লা দ্বাদশী চাঁদের মতো আলোময়।

শাপলার সূর্য কি ওঠে নাই?

ভুলে গেছি পাঁচই মে, ভুলে গেছি শাপলা
শাপলার রক্তের সাথে কার ঘাপলা
কারা বলে শাপলায় মানবতা খুন না-
খসে নাই পান থেকে একফোঁটা চুন না!

শাপলার বেলাতেই চোখ-কান বন্ধ
দুনিয়ার সব দেখে শাপলায় অন্ধ
জুলাই-আগস্ট নিয়ে কিছু কিছু হারামি-
শাপলার মতো একই শয়তানি ভাঁড়ামি।

কওমির তরুণের দায়-দোষে মিডিয়া
গাছ কেটে মহাপাপী বাম-রাম পিডিয়া
রক্তের বন্যায় মতিঝিল ভাসলো
ডাইনির চেলা-পেলা অট্ট কী হাসলো।

শাপলায় খুন করে নাটকের শেষ নাই
ভেবেছিল- বেঁচে যাবে, টেনশন লেশ নাই
প্রকৃতির বিচারের ধারা বড় শক্ত
যুগ যুগ পরেও তো কথা বলে রক্ত।

রক্তের ইতিহাস, ইতিহাস আজাদির
বিজয়ের লহু ধারা বাবা-চাচা মা-দাদির
চেতনার জজবার পরাজয় মোটে নাই
শাপলার সূর্য কি আজও ডুবে, ওঠে নাই?

সেইসব দিন

ব্যস্ত ভীষণ- সময় মোটেও নাই
তোমার পাশে বসার কথা
মন বলে তাই তাই।

জানলা ধরে আকাশ দেখি নীল
গানে গানেই ফুরোয় বেলা
রোদেলা ঝিলমিল।

আকাশছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে
এক রুটিতে সকাল-দুপুর
আসছে ফিরে ফিরে।

তোমার চোখে কোটি টাকার খেলা
ক্যাম্পাসে দিন গড়াগড়ি
এখন অবহেলা।

মনে পড়ে বকুলতলার স্মৃতি (?)
কেমন করে ভুলেই গেলে
হাতধরা সম্প্রীতি!

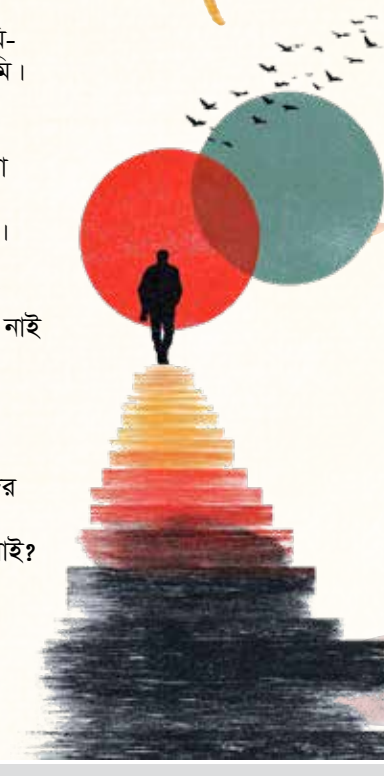

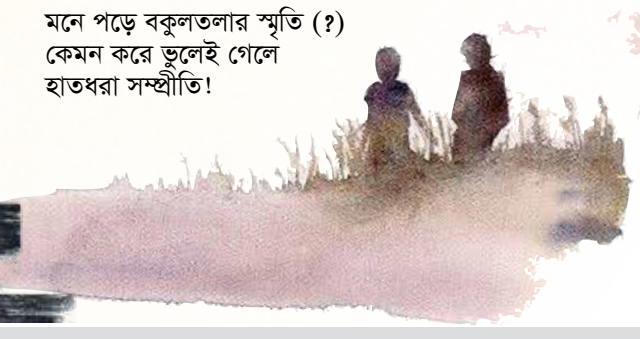

পুষ্টিতে ভরপুর জাম্বুরা

পরিচয় ডেস্ক: আপনি যদি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট করতে চান। তবে সব খাবারেই নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা থাকে। কোনো খাবারই পরিমাণে বেশি খাওয়া যাবে না। তবে ব্যতিক্রম শুধু জাম্বুরার বেলায়। কারণ জাম্বুরার গুণ যে এত, এটা আমরা অনেকেই জানি না। জেনে নিন :

১. জাম্বুরা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

২. ভিটামিন সি, পটাশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের বড় উৎস।

৩. শ্বেত রক্ত কণিকা বাড়ায় এবং ফ্রি রেডিকেলের বিরুদ্ধে কাজ করে।

৪.ঠান্ডা, সর্দি-জ্বরে জাম্বুরা খেলে দ্রুত ভালো হবেন।

৫.এতে প্রচুর পরিমাণে আঁশ রয়েছে বলে হজম ভালো হয়।

৬.কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

৭.রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে।

৮.ওজন কমাতেও সাহায্য করে।

৯.হাড় মজবুত রাখে ও পেশিকে শক্তিশালী করে তোলে।

১০.ত্বকে বলিরেখা হতে দেয় না, বয়সের ছাপ প্রতিরোধ করে।

১১.তারুণ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে।

বুঝতেই পারছেন ফলটির গুণের শেষ নেই। নিয়মিত ফলের তালিকায় রাখুন জাম্বুরা।

প্রতিদিন আদা খেলে কি হয় জানেন?

পরিচয় ডেস্ক: ফল আর সবজি আমাদের শরীরের জন্য উপকারী তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আপনি কি জানেন যে নির্দিষ্ট মসলারও অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে! এমনই এক জাদুকরী মশলা আদা। আপনি যখন প্রতিদিন আদা খান, তখন আপনার শরীরের কী কী পরিবর্তন ঘটে আসুন জেনে নিই আজকের আয়োজনে:

আদা খুব শক্তিশালী একটি মশলা। আদা যদিও খুব সুস্বাদু নয়, তবে এর রয়েছে অনেক ঔষধি গুণ। আদার মধ্যে রয়েছে জিঞ্জেরল, শোগাওল, জিঞ্জিবেরিন এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং খনিজ। আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে আদা প্রায় সব ধরনের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস আপনার শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

আদার মধ্যে জিঞ্জেরল রয়েছে, একটি জৈব-সক্রিয় পদার্থ যা বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়ার মতো উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। এই পদার্থটি ফোলা জয়েন্টগুলো কমাতেও সাহায্য করে। এটি ক্যানসার এবং হৃদরোগের বিরুদ্ধেও শরীরে কাজ করে। আদা হজমের জন্য বিশেষভাবে ভালো। আদার একটি অ্যান্টি-ডায়াবেটিক প্রভাব রয়েছে। এটি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে।

প্রতিদিন আদা খাওয়ার অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। প্রতিদিন ১.৫ সেন্টিমিটার সাইজের একটি আদা খাওয়ার অভ্যাস করলে শরীরের জন্য খুব ভালো।

১. এটি আপনার ত্বককে কুচকে যেতে দেবে না।

২. এতে থাকা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরে প্রদাহ দ্রুত দূর করে।

৩. প্রতিদিন আদা খেলে বমি বমি ভাব কমে যাবে। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীরা এবং কেমোথেরাপি নিচ্ছেন এমন লোকেরা এর থেকে উপকৃত হতে পারেন।

৪. আদা পেশীর ব্যথা কমাতে দারুণ কার্যকর। এটি মেয়েদের পিরিয়ডের তীব্র ব্যাথা কমাতেও সাহায্য করে।

৫. আপনি যদি দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগে থাকেন তাহলে নিয়মিত আদা খাওয়ার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন আদা খাওয়ার অভ্যাস আপনার মলত্যাগের গতি বাড়িয়ে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৬. এক মাস ধরে প্রতিদিন আদা খাওয়ার অভ্যাস শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে।

খালি পেটে খেজুর খেলে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: খেজুর আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজের ঘাটতি যোগান দিতে সাহায্য করে। খেজুরে আছে প্রচুর শক্তি, এমিনো এসিড, শর্করা ভিটামিন ও মিনারেল। কোলেস্টেরল এবং বাড়তি পরিমাণে চর্বি থাকে না। যার ফলে আপনি যখন সহজেই খেজুর খাওয়া শুরু করবেন তখন অন্যান্য ক্ষতিকর ও চর্বি জাতীয় খাবার থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

আমাদের শরীরের জন্য প্রোটিন অত্যাবশ্যকীয় একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। খেজুর হলো প্রোটিন সমৃদ্ধ। ফলে আমাদের পেশী গঠন করতে সহায়তা করে এবং শরীরের জন্য খুব অপরিহার্য প্রোটিন সরবরাহ করে। খেজুরে প্রচুর আয়রন রয়েছে। ফলে এটা হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। তাই যাদের দুর্বল হৃৎপিণ্ড, তাদের জন্য খেজুর হতে পারে সবচেয়ে নিরাপদ ওষধ। চলুন এক নজরে দেখে নেয়া যাক খেজুরের পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা:

১. ক্যানসার প্রতিরোধ - খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং প্রাকৃতিক আঁশে পূর্ণ। এক গবেষণায় দেখা যায়, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। আর যারা নিয়মিত খেজুর খান তাদের বেলায় ক্যানসারে ঝুঁকিটাও কম থাকে। খুব সম্প্রতি একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে খেজুর অ্যাবডোমিনাল ক্যানসার রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এবং অবাক করা বিষয় হচ্ছে এটি অনেক সময় ওষুধের চেয়েও ভাল কাজ করে।

২. ওজন হ্রাস - মাত্র কয়েকটা খেজুর কমিয়ে দেয় ক্ষুধার জ্বালা। এবং পাকস্থলীকে কম খাবার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এই কয়েকটা খেজুরই কিন্তু শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে দেয়।

৩. কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে: খেজুরে আছে এমন সব পুষ্টিগুণ। যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। কখনও কখনও ডায়রিয়ার জন্যও এটা অনেক উপকারী।

৪. সংক্রমণ - যকৃতের সংক্রমণে খেজুর উপকারী। এছাড়া গলা ব্যথা, বিভিন্ন ধরনের জ্বর, সর্দি, এবং ঠাণ্ডায় খেজুর উপকারী। খেজুর অ্যালকোহল জনিত বিষক্রিয়ায় বেশ উপকারী। ভেজানো খেজুর খেলে বিষক্রিয়ায় দ্রুত কাজ করে।

৫. রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ - প্রচুর মিনারেল সঙ্গে আয়রন থাকার কারণে খেজুর রক্তশূন্যতা রোধ করে। তাই যাদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কম তারা নিয়মিত খেজুর খেয়ে দেখতে পারেন।

৬. কর্মশক্তি বাড়ায় - খেজুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকার কারণে খেজুর খুব দ্রুত শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সারাদিন রোজা রাখার পর রোজাদাররা যদি মাত্র ২টি খেজুর খান তবে খুব দ্রুত কেটে যাবে তাদের ক্লান্তি।

ডায়াবেটিস মোকাবিলায় দারুচিনি

পরিচয় ডেস্ক: দারুচিনি রান্নায় ব্যবহৃত সব থেকে পরিচিত মশলার মধ্যে অন্যতম। শুধু স্বাদ বা গন্ধের জন্য নয়, বিভিন্ন ওষুধ সম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যেও দারুচিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 'সিনামালডিহাইড' খাবারের গন্ধ ছাড়াও বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে ওঠে। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে দারুচিনি। এছাড়াও অ্যান্টিঅক্সিডান্ট হিসেবেও দারুচিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

এক চামচ দারুচিনিতে সাধারণত যা যা পুষ্টিকর উপাদান থাকে, তা হলো-

ক্যালরি ৬.৪২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.১ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২৬.১ মিলিগ্রাম, ম্যাগনেসিয়াম ১.৫৬ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ১১.২ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম ১১.২ মিলিগ্রাম। এছাড়াও কোলাইন, লাইকোপেনের মতো বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় দারুচিনিতে।

দারুচিনি মূলত দু'ধরনের হয়। সেইলন দারুচিনি ও চাইনিজ বা ক্যাশিয়া দারুচিনি। বলা হয়, সেইলন দারুচিনি চাইনিজ দারুচিনির থেকে অনেক বেশি কার্যকরী। নাম শুনেই বোঝা যায়, সেইলন দারুচিনি শ্রীলঙ্কায় উদ্ভব, আর মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলেই পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদিক ওষুধপত্র বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে দারুচিনি বহুকাল ধরেই রক্তে বাড়তি শর্করার মাত্রা কমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। সম্প্রতিকালে দেখা গেছে যে, ৪০ দিন ধরে প্রতিদিন ৬ গ্রাম দারুচিনি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কম থাকতে পারে। এর সঙ্গে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রেও দারুচিনি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেই নয়, বিভিন্ন পেটের সমস্যার ক্ষেত্রেও দারুচিনি গুরুত্বপূর্ণ। ডায়রিয়া মোকাবিলায়ও দারুচিনি নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। দারুচিনির ছাল অনেক সময়ে দাঁতের যন্ত্রণায় বা জয়েন্টের ব্যথার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে বেশি মাত্রায় দারুচিনি সেবন লিভারের ক্ষতি করতে পারে। কেউ যদি রক্ত তরল করার ওষুধ নিয়মিত খায় বা কাউকে যদি ডায়াবেটিসের মোকাবিলা করার জন্য নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, তাহলে তাদের জন্য বেশি মাত্রায় দারুচিনি না খাওয়াই ভালো।

ভিটামিন বি-১২ স্বল্পতায় ভুগলে যে লক্ষণগুলো দেখা দেয়

পরিচয় ডেস্ক: ভিটামিন বি-১২ ঘাটতি হলে যে শুধু দুর্বল লাগে সেটাই নয়। স্বাভাবিক লক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত লক্ষণও ক্ষেত্রবিশেষে প্রকাশ পেতে পারে। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন ২.৪ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন বি-১২ খাওয়া উচিত। স্নায়ুর কার্যকারিতা বজায় রাখা, লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করা এবং ডিএনএ সংশ্লেষণে সহায়তা করে এই ভিটামিন। জেনে নিন ভিটামিন বি ১২ ঘাটতি হলে কোন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্লান্ত বোধ করা ভিটামিন বি-১২ ঘাটতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। শরীরের কোষ সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ভিটামিন-বি ১২ প্রয়োজন। এর অপর্যাপ্ত মাত্রা স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদন হ্রাস করতে পারে, যা অক্সিজেন সরবরাহকে ব্যাহত করতে পারে।

ভিটামিন বি-১২ এর ঘাটতি মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে। বি-১২ এর ঘাটতিজনিত অ্যানিমিয়া ত্বককে ফ্যাকাশে করে তুলতে পারে।

এই ভিটামিনের অভাবে হতে পারে জন্ডিস। জন্ডিসের কারণে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যায় ও ত্বক এবং চোখের সাদা অংশ হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে এই ভিটামিন ঘাটতি।

২০১৯ সালে ১৪০ জনের উপর করা একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, এই ভিটামিনের ঘাটতিতে থাকা ব্যক্তিদের অর্ধেকই মাইগ্রেনের ব্যথা হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে।

মস্তিষ্কসহ সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য ভিটামিন বি-১২। এর মাত্রা কমে গেলে স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেজাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে যেমন- হতাশা এবং বিরক্তি।

ভিটামিন বি-১২ এর অভাবের অস্বাভাবিক লক্ষণগুলোর মধ্যে একটি হলো কাঁটা জাতীয় অনুভূতি, যাকে প্যারেস্থেসিয়া বলা হয়। এই সংবেদনগুলো সাধারণত হাতে, পায়ে বা কখনও কখনও মুখেও ঘটে। স্মৃতি সমস্যা, বিভ্রান্তি এবং মনোনিবেশ করতে অসুবিধা হতে পারে অপর্যাপ্ত ভিটামিন বি-১২ থাকলে। এই উপসর্গগুলো সময়ের সাথে সাথে আরও বাড়ে। বিষন্নতা, উদ্বেগ এবং মেজাজের পরিবর্তনসহ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর সাথে ভিটামিন বি-১২ এর অভাবের সংযোগ রয়েছে। এই ভিটামিন সেরোটোনিন এবং ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার সংশ্লেষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব হরমোন মেজাজ এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে।

ভিটামিন বি-১২ এর অভাব দৃষ্টিশক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে প্রভাবিত করতে পারে, যার মধ্যে ঝাপসা দৃষ্টি ও আলোর সংবেদনশীলতা অন্যতম। গুরুতর ক্ষেত্রে অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। শারীরিক অসাড়তা বিশেষ করে হাত ও পায়ে অসাড়তা ভিটামিন বি-১২ কমে যাওয়ার লক্ষণ। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নামে পরিচিত এই অবস্থাটি ঘটে কারণ বি-১২ এর ঘাটতি স্নায়ুকে ঘিরে থাকা একটি উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ফলস্বরূপ স্নায়ুগুলো সঠিকভাবে সংকেত প্রেরণ করতে পারে না। যার ফল অসাড়তার অনুভূতি হয়। ধীরে ধীরে এই অবস্থা আরও গুরুতর হতে পারে যেমন- পেশী দুর্বলতা, ভারসাম্য এবং সমন্বয়ের সাথে অসুবিধা। মুখের আলসার ভিটামিন বি-১২ এর অভাব নির্দেশ করতে পারে। ভিটামিনটির অপর্যাপ্ত মাত্রার কারণে মুখের এপিথেলিয়াল টিস্যুতে পরিবর্তন হয়। এর ফলে অস্বস্তি, ব্যথা এবং খেতে বা গিলতে অসুবিধা হয়। দ্রুত বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং শ্বাসকষ্টের মতো কার্ডিওভাসকুলার লক্ষণগুলো গুরুতর ভিটামিন বি-১২ এর অভাবযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটতে পারে। এর অভাব স্বাস্থ্যকর লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদনকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলে রক্তস্বল্পতা এবং টিস্যুতে অপর্যাপ্ত অক্সিজেন পরিবহন হয়। বুক ধড়ফড় এবং শ্বাসকষ্ট হিসেবে তখন প্রকাশ পেতে থাকে লক্ষণ। ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফেঁপে যাওয়া, গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপসর্গের কারণ হতে পারে ভিটামিন বি-১২ এর অভাব।

কোন কোন খাবারে পাবেন ভিটামিন বি-১২ :

প্রাণিজ প্রোটিন যেমন- মাংস ও কলিজায় পাওয়া যায় এই ভিটামিন। টুনা, সার্ডিন ও স্যামন মাছে পাবেন ভিটামিন বি-১২।

গ্যাস্ট্রিক নির্মূল হবে যে উপায়ে

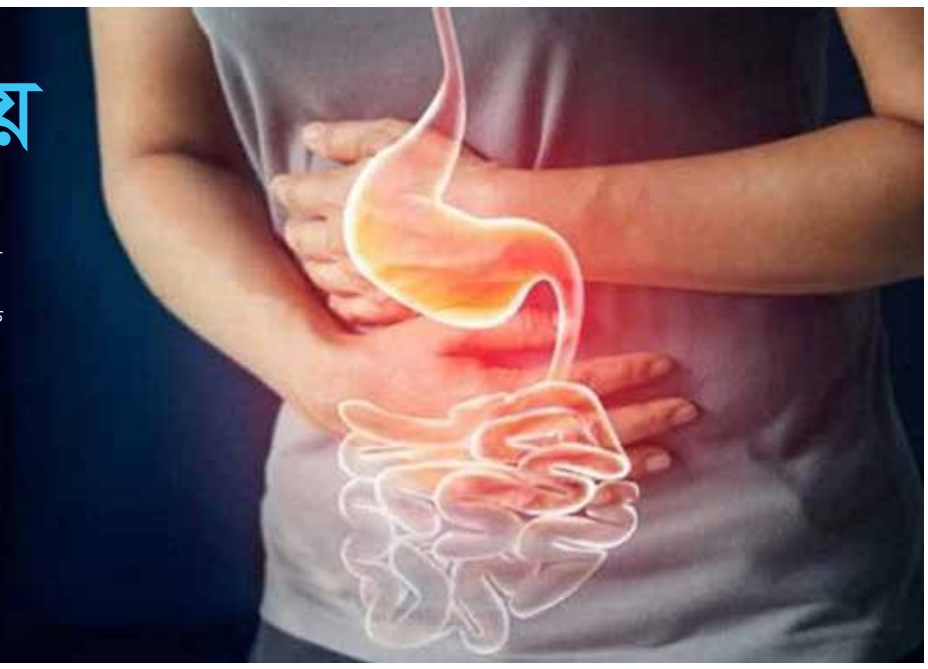

পরিচয় ডেস্ক:গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটি যেন এক আতঙ্কের নাম। এই রোগ এখন কম বেশি সবার। মূলত খাবারের বদহজমে গ্যাস্ট্রিক হয়ে থাকে। ফলে ডায়রিয়া, বমি ও পেটে ব্যথা হতে পারে। এমনকি জ্বর, শক্তির অভাব এবং পানিশূন্যতা ঘটতে পারে।

পৃথিবীতে গ্যাস্ট্রিক বা অ্যাসিডিটি ভালো করার অসংখ্য ওষুধ রয়েছে। তবে আমরা ওষুধের পাশাপাশি ঘরোয়াভাবে এ রোগটি খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারি। চলুন দেখে নেয়া যাক কীভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে গ্যাস্ট্রিক নির্মূল করা যায়।

১. দারুচিনি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে কার্যকরী। দারুচিনি অ্যাসিডিটি, পেটে ব্যথা এবং পেটের গ্যাসের সমস্যা সমাধান করে তাৎক্ষণিকভাবেই।

২. কফি, ওটমিল কিংবা গরম দুধে দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন, খুব দ্রুত ফলাফল পাবেন। তবে যদি দুধে সমস্যা থাকে তাহলে দুধ খাবেন না। চাইলে পানিতে দারুচিনি গুঁড়ো ফুটিয়ে ছেঁকে মধু মিশিয়ে চায়ের মতো পান করতে পারেন। এতেও সমস্যার উপশম হবে।

৩. বেকিং সোডার অ্যাসিডিক উপাদান পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, গ্যাস দূর করে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার সমাধানে কাজ করে।

৪. আদা গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা দূর করতে বিশেষভাবে কার্যকরী। আদার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহ ও গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা উপশমে কাজ করে। দুই কাপ পানিতে ১ টেবিল চামচ আদা কুচি একটু ছেঁচে দিয়ে ফুটাতে থাকুন। পানি শুকিয়ে ১ কাপ হয়ে এলে এতে ১-২ চা চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন, বেশ ভালো ও দ্রুত ফল পাবেন। সূত্র: হেলথডাইজেস্ট

রুই মাছের মুড়িঘণ্ট

উপকরণঃ রুই মাছের মাথা ১টি, পেঁয়াজ মোটা কাটা ১ বাটি, আদা বাটা ১ চা চামচ, রসুন ১ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো ১ চা চাম, মরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেজপাতা ২টি, এলাচ ও দারুচিনি ২টি করে
তেল পরিমাণমতো, মুগডাল ২৫০ গ্রাম, পানি পরিমাণমতো, কাঁচামরিচ আস্ত ৪-৫টি, ঘি ২ টেবিল চামচ, জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ।
প্রণালীঃ প্রথমে রুই মাছের মাথা টুকরো করে ভালোভাবে লবণ দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। মুগডাল একটি কড়াইয়ে হালকা টেলে নিয়ে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে তা ধুয়ে ফেলতে হবে। এখন একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে তাতে প্রথম পেঁয়াজ, তেজপাতা ও গরম মসলা দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে তাতে একে একে আদা বাটা, রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়ো মরিচের গুঁড়ো স্বাদমতো লবণ দিয়ে মসলা ভালোভাবে কষিয়ে নিন। তাতে রুই মাছের মাথা দিয়ে আরেকবার কষিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করে মাছের মাথাগুলো আস্তে আস্তে অন্য একটি বাটিতে তুলে ফেলে ঐ মসলায় আগে থেকে ধোয়া মুগডাল দিয়ে আরেকবার কষিয়ে তাতে ভুনা রুই মাছের মাথা ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে প্রায় ১০ মিনিট ঢেকে রান্না করতে হবে, রান্না হয়ে আসলে তা নামানোর আগে ঘি ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

রুই মাছের শাহী কোরমা

উপকরণ : রুই মাছ (পরিমাণ দেড় কেজি) বড় বড় পিস, আদা বাটা দেড় টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ চা চামচ,
পেঁয়াজ বাটা ৪/৩ টেবিল চামচ, টক দই ১০০ গ্রাম, গরম মশলাঃ এলাচ, দারুচিনি ২টি করে আস্ত, ঘি ও সয়াবিন তেল মিশ্রিত করে পরিমাণমতো,
তেজপাতা ২/৩টি, লবণ পরিমাণমতো, কাঁচা মরিচ ৮-১০টি, বাদাম কুঁচি পরিমাণ মতো, কিসমিস পরিমাণ মতো, গুড়া ধুধ পরিমাণমতো, পেঁয়াজ কুঁচি ১ কাপ
প্রণালী : প্রথমে মাছের টুকরো গুলো ভাল ভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতে অল্প আদা ও রসুন বাটা এবং লবণ মাখিয়ে অল্প তেলে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। এখন একটি কড়াইয়ে তেল ও ঘি গরম করে তাতে কুঁচি করা পেঁয়াজ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে তাতে একে একে আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, গরম মশলা, তেজপাতা, অল্প লবণ এবং টদ দই দিয়ে ভাল ভাবে মশলা কষিয়ে নিতে হবে। মশলা কষানো হয়ে গেলে তাতে মাছের টুকরো বিছিয়ে দিয়ে উপরে বাদাম কুচি, কাঁচা মরিচ, কিসমিস অল্প গুড়া দুধ ছিটিয়ে শেষে পরিমাণমতো পানি দিয়ে মাছ চুলোয় অল্প আগুনে ঢেকে রাখতে হবে প্রায় ১০ মিনিট। ১০ মিনিট পর চুলো বন্ধ করে দিতে হবে। তৈরি হয়ে গেল মজাদার গরম গরম রুই মাছের শাহী কোরমা। আর মজাদার এই খাবারটি পোলাও-ভাত দিয়ে খাওয়া যায় খুব মজা করে।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

রুই মাছের রেজালা

উপকরণ : রুই মাছ বড় ৮ টুকরা, ঘি ও সয়াবিন তেল একসঙ্গে ৪ টেবিল চামচ, টক দই এক কাপ,পেঁয়াজবাটা আধা কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, লবঙ্গ ৬টি, দারুচিনি ৩টি, তেজপাতা ২টি, শুকনো মরিচ ৭-৮টি, গোলমরিচ ৬টি, বড় পেঁয়াজ ২টি (পাতলা করে কাটা),লবণ স্বাদমতো, চিনি স্বাদমতো, জয়ফল-জয়ত্রীর গুঁড়া সামান্য।

প্রণালি : টক দই ফেটিয়ে তার সঙ্গে পেঁয়াজ, আদা, কাঁচা মরিচ মিশিয়ে নিন। মাছ হালকা করে ভেজে ৪৫ মিনিট দইয়ে ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইতে ঘি গরম করে গরমমসলা, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ফোড়ন দিন। ফোড়ন হয়ে গেলে আস্ত গোলমরিচ ও কাটা পেঁয়াজ দিন। পেঁয়াজে রং ধরলে মাছগুলো তুলে নিয়ে ফেটিয়ে রাখা দই দিয়ে নাড়তে থাকুন। মসলা থেকে তেল ছাড়লে মাছ দিয়ে দিন। তারপর লবণ ও চিনি দিয়ে সামান্য গরম পানি দিতে পারেন। মাছের ঝোল গাঢ় হবে। নামানোর আগে জয়ফল, জয়ত্রীর গুঁড়া দিতে হবে।

রুই মাছের দোপিয়াজা

যা যা লাগবে : রুই মাছ ৬-৭ টুকরা, হলুদ মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ, মাছের মশলা আধা চা চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ফালি ৫-৬টি, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, তেল ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে করবেন : মাছের টুকরাগুলো ধুয়ে নিন। একটি পাত্রে মাছের টুকরা টক দই, আদা, রসুন, পেঁয়াজ বাটা, লবণ, মাছের মশলা ভালো করে মেখে ১০ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন।

প্যানে তেল গরম করে মেরিনেট করা মাছ হাল্কা বাদামি করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলে পেঁয়াজ বাদামি করে অর্ধেক তুলে মেরিনেট করা মাছের মশলা লবণ, কাঁচামরিচ দিয়ে কষিয়ে ভাজা মাছের টুকরা সামান্য পানি দিয়ে রান্না করুন। ঝোল শুকিয়ে তেল মাছের ওপর উঠে এলে ধনেপাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে পরিবেশন করুন।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

KHAN'S TUTORIAL

Bengali New Year Sale Extended!

Save Up To $200 OFF
Our Signature Programs

Every program. One offer. Limited time.

Grades 3-6

Summer Enrichment Camp

ELA & Math
May to November 2026

50% OFF
5 Months + 1 Month FREE

Grade 7

SHSAT Prep

Stuyvesant | Bronx Science
Brooklyn Tech

$300 OFF
Khan's Signature SHSAT Prep

Grades 8-10

Regents Prep

Earth Science | Chemistry | Physics
Algebra I | Geometry | Algebra II

20% OFF
+ FREE Regents Classes

All HS Students

SAT Prep

Saturday 10 AM to 2 PM
Now to June 27

$200 OFF
Khan's Signature SAT Prep

Visit Any Khan's Location Near You

Jackson Heights
37th Ave & 74th St

Jamaica
Wexford Terr & 177th St

Brooklyn
Church Ave & Dahill Rd

Bronx
Castle Hill & Starling Ave

Astoria
Crescent St & 30th Ave

Ozone Park
101 Ave & 86th St

Bellerose-LI
Hillside Ave & 258th St

Hillside-Parsons
161 St & Hillside Ave

Digital - Online
Available Everywhere

Call (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

CHURCH-MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
CHURCH MCDONALD 2005 MANCHESTER BUSINESS ASSOCIATION CMBBA
(Little Bangladesh)
16th Brooklyn Street Fair
পথ মেলা -২০২৬
Saturday June 6th, 2026
CMBBA
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন মেলা
McDonald Ave
(Between Church Ave & Ave C)
Brooklyn, NY 11218
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
Rafiqul Islam Patwary
President
917-217-5040
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
Mehedi Hasan Symon
929-331-3565
Megazine
Chief Editor:
M Ali
Editor
Mir Kasham
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
সহযোগিতায়
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK INC
বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনক

বিশ্বে প্রায় ১২০ কোটি মানুষ মানসিক

১২ পৃষ্ঠার পর

অধ্যাপক ড্যামিয়ান সান্তোমাউরো বলেন, ফলাফলের ব্যাপকতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তার মতে, এ পরিস্থিতির পেছনে বহু কারণ কাজ করছে এবং ঝুঁকির কারণগুলো মোকাবিলায় বৈশ্বিক নেতৃত্ব প্রয়োজন।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য মানসিক সমস্যার মধ্যে রয়েছে বাইপোলার ডিসঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, এডিএইচডি, অ্যানোরেক্সিয়া, বুলিমিয়া, ডিস্টাইমিয়া, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার ও অজ্ঞাত কারণে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা।

তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ সালের তুলনায় উদ্বেগজনিত সমস্যায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে ১৫৮ শতাংশ এবং বিষণ্নতা বেড়েছে ১৩১ শতাংশ। সবচেয়ে কম দেখা গেছে অ্যানোরেক্সিয়া, বুলিমিয়া ও সিজোফ্রেনিয়া। তবে ২০২৩ সালে এসব সমস্যায় আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৪০ লাখ, ১ কোটি ৪০ লাখ এবং ২ কোটি ৬০ লাখ।

গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, অধিকাংশ মানসিক সমস্যা নারীদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও অটিজম, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার, এডিএইচডি, ব্যক্তিত্বজনিত সমস্যা এবং অজ্ঞাত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতা পুরুষদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবও এতে স্পষ্ট হয়েছে। মহামারির আগেই উদ্বেগ ও বিষণ্নতা বাড়ছিল। তবে মহামারির সময় বিষণ্নতা আরও বেড়ে যায় এবং এখন পর্যন্ত তা আগের অবস্থায় ফেরেনি। উদ্বেগও ২০২৩ সাল পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে ছিল।

গবেষণাটি ২০২৩ সালের গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিজেস, ইনজুরিজ অ্যান্ড রিস্ক ফ্যাক্টরস স্টাডির তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইনস্টিটিউট ফর হেলথ মেট্রিকস অ্যান্ড ইভালুয়েশন পরিচালিত এই গবেষণা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিস্থিতি পরিমাপের অন্যতম বৃহৎ উদ্যোগ।

তরুণদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়ছে

গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক সমস্যা এখন ক্রমেই অক্ষমতার প্রধান কারণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে নারী ও ১৫ থেকে ৩৯ বছর বয়সীরা বেশি আক্রান্ত। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে মানসিক সমস্যার সর্বোচ্চ হার এবারই প্রথম দেখা গেছে। আগে সাধারণত মধ্যবয়সীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি ছিল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৈশোর ও তরুণ বয়স মস্তিষ্কের বিকাশ এবং সামাজিক দক্ষতা গড়ে ওঠার গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে মানসিক সমস্যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে।

তাদের মতে, মানসিক সমস্যা নিয়ে সামাজিক কলঙ্ক কিছুটা কমেছে, ফলে মানুষ এখন আগের তুলনায় চিকিৎসা নিতে বেশি আগ্রহী। একইসঙ্গে সমস্যা শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাও উন্নত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের দীর্ঘায়ুও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার পেছনে ভূমিকা রেখেছে।

তবে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, স্বাস্থ্যসেবার সীমাবদ্ধতা, পারিবারিক সহিংসতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য ও পরিবেশগত ঝুঁকিসহ নানা কারণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

গবেষকরা সতর্ক করে বলেছেন, মানসিক সমস্যার বোঝা বাড়লেও সেই অনুপাতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারিত হয়নি। তাদের মতে, বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এখন বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাশিয়ার তেল

১২ পৃষ্ঠার পর

আর ঠিক এমন সময়েই ভারত যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সামলাতে বিকল্প হিসেবে ভেনেজুয়েলার তেল আমদানিতে নজর দিয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরবের মতো বড় সরবরাহকারীদেরও পেছনে ফেলে দিয়েছে। মে মাসে ভেনেজুয়েলা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতের অপরিশোধিত তেলের তৃতীয় বৃহত্তম যোগানদাতা।

বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ভারত গত ১০ সপ্তাহের মধ্যে চার সপ্তাহ ধরে রাশিয়া থেকে দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেলের (বিপিডি) বেশি অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে। এর মধ্যে এপ্রিলে দৈনিক ১৮ লাখ ব্যারেল এবং মার্চে দৈনিক ১৬ লাখ ব্যারেল করে তেল নিয়ে রাশিয়ার জাহাজ ভারতের উদ্দেশ্যে ছেড়েছিল।

কিন্তু মার্কিন নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকির কারণে মে মাসে এই তেল তোলার হার ভয়াবহভাবে কমে যায়। তখন তা নেমে আসে দৈনিক ৭ লাখ ব্যারেলেরও নিচে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন তেলের নিষেধাজ্ঞায় আবার যে ৩০ দিনের বাড়তি ছাড় দিয়েছে, সেটি বাইরে থেকে একটি স্বস্তির খবর মনে হলেও, দেশীয় তেল পরিশোধকদের জন্য এতে খুব একটা সুখবর নেই। তাদের মতে, এবারের ছাড়ে নতুন কিছু নিয়ম যোগ করার ফলে এই সুযোগ তারা আর পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারবে না।

১৮ মের ওই নতুন নির্দেশনায় স্পষ্ট করে বলা হয় যে, আগামী ১৭ জুনের রাত ১২টা ০১ মিনিট পর্যন্ত রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল বা পেট্রোলিয়াম পণ্যের বিক্রি, সরবরাহ, অথবা খালাস করা অনুমোদন পাবে, যদি তা ১৭ এপ্রিল বা তার আগে কোনো জাহাজে (এমনকি অবরুদ্ধ বা ব্ল্যাকলিস্টেড করা জাহাজে হলেও) লোড করা হয়ে থাকে।

অর্থাৎ ১৭ এপ্রিলের আগে বোঝাই হওয়া পণ্যই কেবল ছাড়ের সুবিধা পাবে, নতুন কিছু নয়।

তবে কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা ওই পত্রিকাকে জানিয়েছেন, আগের ওই নিষেধাজ্ঞা থেকে বাঁচতে গত ১৭ এপ্রিলের আগে ওঠানো বেশিরভাগ তেলই আগে বিক্রি হয়ে গেছে। কারণ ১৭ মে সেই আগের ছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

সরকারি তথ্যের প্রাথমিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, গত বছরের তুলনায় এপ্রিলে তেলের জন্য ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি টাকা গুনতে হলেও, বাস্তবে ভারতে অপরিশোধিত তেলের আমদানি ৪.৩ শতাংশ কমেছে। দ্য হিন্দু জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সাথে ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে থাকায়, তেলের চালান আসাও বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আর এই সুযোগে ইকোনমিক টাইমসের খবর অনুযায়ী, মে মাসে ভেনেজুয়েলা সৌদি আরব এবং যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে ভারতের কাছে তেল বিক্রিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে!

কেন এই পরিবর্তন?

রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মতো ভারতের কিছু বড় তেল কোম্পানি একটু সস্তায় পাওয়া ভারি অপরিশোধিত তেল খুঁজছে। আর ভেনেজুয়েলা তাদের সেই সুযোগ দিচ্ছে।

এর মধ্যেই আমেরিকার সিনেটর মার্কো রুবিও এক অদ্ভুত ঘোষণা দিয়েছেন যে, ভেনেজুয়েলার নেতা শিগগিরই ভারত সফরে আসতে পারেন।

আর এর মাধ্যমেই বোঝা যাচ্ছে, আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো থেকে ভারতকে আরও বেশি অপরিশোধিত তেল কেনার দিকে এক প্রকার জোরাজুরি করছে।

ইকোনমিক টাইমসের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, শুধু মে মাসেই ভেনেজুয়েলা প্রতিদিন ভারতে প্রায় ৪ লাখ ১৭ হাজার ব্যারেল তেল বিক্রি করেছে। যেখানে এপ্রিলে এর পরিমাণ ছিল ২ লাখ ৮৩ হাজার ব্যারেল, আর তার আগের ৯ মাসে তারা ভারতের কাছে এক ফোঁটাও তেল বিক্রি করেনি!

তেলের ঘাটতি নেই, জানাল কোম্পানিগুলো

বিশেষজ্ঞরা আগেই সতর্ক করেছিলেন যে, আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়তে থাকলে রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানিগুলো তাদের লোকসান এড়াতে সাধারণের জন্য পেট্রোল আর ডিজেলের দাম আরও বাড়াতে পারে।

তবে, সরকারি তেল সরবরাহকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল এই সংকটের কথা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। তারা জানিয়েছে যে তাদের পেট্রোল পাম্পগুলোতে কোথাও তেলের অভাব নেই, এমনকি তেল কম দেওয়ার বা রেশনিং করারও কোনো নির্দেশ তারা দেয়নি।

বরং তারা মনে করে, এখন মাঠে ধান কাটার সময় বলে চারদিকে ডিজেলের চাহিদা বেশি, তাই চাপটা একটু বেশি লাগছে। তারা এও জানিয়েছে যে বেসরকারি তেলের পাম্পের চেয়ে তাদের দাম একটু কম বলে সবাই এখন তাদের ওপরেই বেশি ঝুঁকেছে।

অন্যদিকে আরেক তেল কোম্পানি অয়েল ইন্ডিয়া দাবি করেছে যে, সরকার রাস্তাঘাট আর অবকাঠামো বানাতে যে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে তারা যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছে।

কোম্পানির চেয়ারম্যান রঞ্জিত রথ দ্য হিন্দু পত্রিকাকে জানিয়েছেন, খুব শিগগিরই তারা তাদের তেল উৎপাদনের পরিমাণ ব্যাপক হারে বাড়ানোর কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

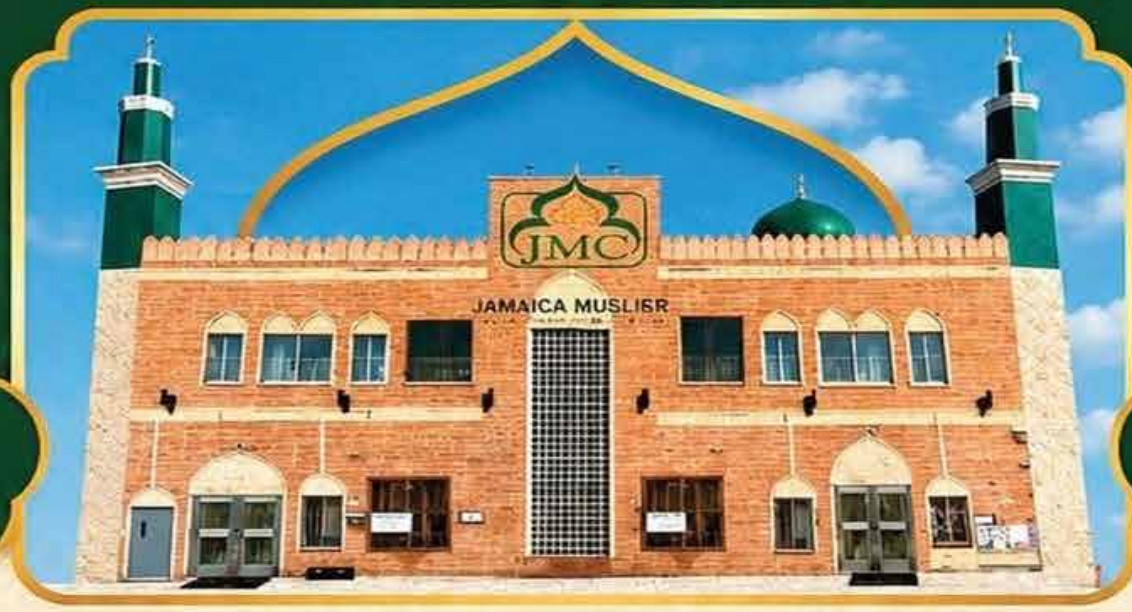

ঈদ মোবারক

ঈদ মোবারক

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার

খোলা মাঠে

ঈদুল আজহার

বৃহত্তম জামাত

স্থান:

টমাস এডিসন হাইস্কুল মাঠ

১৬৮ স্ট্রিট এবং ৮৪ এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২

Thomas A. Edison High School Field
168 Street & 84 Avenue, Jamaica, NY 11432

তারিখ: ২৭ মে বুধবার, ২০২৬

জামাত : সকাল ৮টা ৩০ মিনিট

আপনারা সপরিবারে আমন্ত্রিত

আবহাওয়া খারাপ হলে সকাল ৮, ৯ ও ১০ টায় তিনটি জামাত মসজিদ ভবনে অনুষ্ঠিত হবে

মুসল্লিদের বাসা থেকে ওজু করে এবং সাথে জায়ানামাজ নিয়ে আসার অনুরোধ করা হচ্ছে

মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা আছে

JMC

JAMAICA MUSLIM CENTER

85-37, 168TH STREET, JAMAICA, NY 11432
TEL: 718-739-3182 | FAX: 718-739-4768
Web: jamaicamuslimcenter.org

আগের কর্মসূচি থেকে বেরিয়ে এসে

১০ পৃষ্ঠার পর

নতুনভাবে ঋণ কর্মসূচি শুরু করার প্রস্তাব করে বাংলাদেশ।

এপ্রিলে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত আইএমএফের বোর্ড সভায় বাংলাদেশের ঋণের শর্ত বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে সংস্থাটি চলমান ঋণ কর্মসূচির আওতায় কিস্তি ছাড় করতে অনীহা প্রকাশ করে নতুন শর্তে নতুন করে ঋণচুক্তি করতে সরকারকে পরামর্শ দেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, ব্যাংক ও রাজস্ব খাতের সংস্কারে অনীহা এবং ভর্তুকি কমানোর কৌশল বের করতে না পারার কারণেই বর্তমান সরকার আইএমএফের চলমান কর্মসূচি থেকে বের হয়ে আসছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওই কর্মকর্তা বলেন, বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সরকার বর্তমান কর্মসূচিতে আর থাকতে চায় না। একইসঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচির সম্ভাব্য কাঠামো, সময়সীমা ও অর্থের পরিমাণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আইএমএফও এ বিষয়ে নীতিগত সম্মতি দিয়েছে। আগামী মাসের শুরুতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ আইএমএফকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দেবে।

সূত্রগুলো আরও জানিয়েছে, নতুন ঋণ কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে জুলাই বা আগস্টে আইএমএফের একটি মিশন ঢাকা সফর করবে। তখন ঋণের পরিমাণ, সময়সীমা ও শর্তাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

গত ১১ মে দৈনিক বণিক বার্তা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আইএমএফের চলমান ঋণ চুক্তির আওতায় যেসব শর্ত রয়েছে, তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য উপযুক্ত নয়।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নির্বাচিত সরকার। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরকার আইএমএফের সব কথা মানতে পারবে না। অনেক জায়গায় আইএমএফের সঙ্গে দ্বিমত হচ্ছে। কারণ আইএমএফ যে শর্ত দিচ্ছে ওটা আমার অর্থনীতির জন্য, জনগণের জন্য স্যুটেবল না। তিনি বলেন, বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহারের সঙ্গে বেশিরভাগ উন্নয়ন সহযোগীরা একমত। তারা আমার উন্নয়ন সহযোগী। ওরা যদি আমার সঙ্গে একমত না হয়, আমি তো এগোতে পারব না।

আইএমএফের শর্তের বিপক্ষে সরকারের অবস্থান জারি রাখার ব্যাখ্যায় আমির খসরু বলেন, আমরা নির্বাচিত সরকার। আমাদের জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা আছে। তাদের কথামতো আমরা তো সব করতে পারব না।

২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতি ছয় মাস অন্তর সাত কিস্তিতে আইএমএফ থেকে ৪.৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়ার চুক্তি করে। ইতিমধ্যে ওই ঋণের চারটি কিস্তি ছাড় হয়েছে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর এই ঋণ ছাড় নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সর্বশেষ পঞ্চম কিস্তি ছাড় করার কথা ছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু ওই সময় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ায় আইএমএফের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচিত সরকার এলেই তারা ঋণ ছাড় করা সিদ্ধান্ত নেবে।

বর্তমান নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এপ্রিলে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হয় আইএমএফ-বিশ্বব্যাংকের স্প্রিং মিটিং। ওই মিটিংয়ের ফাঁকে বাংলাদেশের সঙ্গে হওয়া এক বৈঠকে আইএমএফের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সংস্কার কার্যক্রমে সন্তোষজনক অগ্রগতি না হলে আর কোনো কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে না।

চলতি বছরের জুনের মধ্যে বিদ্যমান কর্মসূচির পঞ্চম ও ষষ্ঠ কিস্তি মিলিয়ে ১.৩ বিলিয়ন ডলার পাওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের। তবে সংস্কার অগ্রগতিতে অসন্তোষ থাকায় সেই অর্থ ছাড় অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

গত ১৯ এপ্রিল ওয়াশিংটন সফর শেষে দেশে ফিরে অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নেওয়া এই কর্মসূচিতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে, যা নতুন সরকারের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা নির্বাচিত সরকার। জনস্বার্থবিরোধী কোনো শর্ত আমরা মেনে নেব না।

সরকার ও আইএমএফের মধ্যে মতবিরোধের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে অভিন্ন ভ্যাট হার চালু, কর অব্যাহতি কমানো, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার, বিদ্যুৎ ও সারের ভর্তুকি হ্রাস, ব্যাংক খাত সংস্কার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) পুনর্গঠন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার আপাতত এসব কঠোর সংস্কারে যেতে আগ্রহী নয়।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, একটি সক্রিয় আইএমএফ কর্মসূচি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার সিল অভ অ্যাপ্রুভাল হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও অন্য উন্নয়ন অংশীদারদের কাছ থেকে বাজেট সহায়তা পাওয়া সহজ হয়।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী, বড় আকারের বাজেট বাস্তবায়ন ও নির্বাচনি অঙ্গীকার পূরণে আগামী কয়েক বছরে বার্ষিক ৩-৪ বিলিয়ন ডলারের বাজেট সহায়তা প্রয়োজন হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মনে করছেন, আইএমএফ থেকে বছরে অন্তত এক বিলিয়ন ডলার পাওয়া গেলে অন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকেও অর্থায়ন পাওয়া সহজ হবে।

চলমান কর্মসূচিতে যা ছিল

বাংলাদেশ ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আইএমএফের সঙ্গে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। পরে ২০২৫ সালে এর আকার বাড়িয়ে ৫.৫ বিলিয়ন ডলার করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ৩.৬৪ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে, বাকি রয়েছে ১.৮৬ বিলিয়ন ডলার।

তবে রাজস্ব আদায়, বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক খাত সংস্কারে সন্তোষজনক অগ্রগতি না হওয়ায় আইএমএফ উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছিল। সংস্থাটির এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণ শ্রীনিবাসন মার্চে ঢাকা সফরে এসে সরকারের কাছে তাদের অসন্তোষের বিষয়টি স্পষ্ট করেন।

এই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইএমএফ বাংলাদেশকে বেশ কয়েকটি কঠোর শর্ত দিয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা। এখনো পর্যন্ত সরকার বা বাংলাদেশ ব্যাংক সেটি করতে পারেনি।

ব্যাংক খাতের সংস্কার হলেও ব্যাংক রেজল্যুশন আইনে নতুন একটি ধারা যোগ করে বর্তমান সরকার একীভূত হওয়া দুর্বল ব্যাংকগুলোর সাবেক মালিকদের পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। আইএমএফ এই ধারাটি বাতিল করার পক্ষে মত দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া আইএমএফের শর্ত ছিল প্রতি বছর জিডিপির অন্তত ০.৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে এনবিআর ভেঙে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে দুটি পৃথক বিভাগ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এ-সংক্রান্ত অধ্যাদেশও জারি করা হয়। কিন্তু উদ্যোগটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি এবং নতুন সরকার পরে সেই অধ্যাদেশ বাতিল করে দেয়।

তবে আইএমএফ চাইছে, আগামী মাসের মধ্যেই এ-সংক্রান্ত আইন কার্যকর করা হোক।

অর্থ বিভাগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংক ও রাজস্ব খাত সংস্কারে নতুন সরকারের অবস্থান নিয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে। বিশেষ করে ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ সংশোধনের পর তারা একে আর্থিক খাত সংস্কারে পশ্চাৎমুখী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে। শুধু ব্যাংক খাত নয়, রাজস্ব খাত সংস্কার নিয়েও চাপ বাড়ছে। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি, অভিন্ন ১৫ শতাংশ ভ্যাট হার চালু, কর অব্যাহতি কমানো, টার্নওভার কর চালু এবং করপোরেট কর পুনর্বিন্যাসের মতো বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতি চাইছে দাতারা।

একই সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য খাতে ভর্তুকি সীমিত করার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে। দাতাদের মতে, সর্বজনীন ভর্তুকি অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি চাপ তৈরি করছে। এর পরিবর্তে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি চালুর সুপারিশ করা হয়।

তৃতীয় টার্মিনাল চালুর আগেই ঋণের

১০ পৃষ্ঠার পর

রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা আধুনিকায়ন এবং নেভিগেশন ও অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম সংগ্রহের কার্যক্রম চাপের মুখে পড়তে পারে।

লাবলুর রহমান বলেন, বেবিচক ঋণের কিস্তির অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয়কে দেবে, পরে সেখান থেকে তা জাপানি কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হবে।

এই পরিস্থিতি একটি বড় বাস্তবতাকে সামনে এনেছে-বাংলাদেশে বিদেশি ঋণে বাস্তবায়িত বড় প্রকল্পগুলোর নির্মাণ ব্যয় দ্রুত বাড়লেও সেগুলো থেকে আয় শুরু হতে দীর্ঘ সময় লাগছে। ফলে প্রকল্প চালুর আগেই ঋণ পরিশোধের চাপ তৈরি হচ্ছে।

তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণকাজ প্রায় ৯৯ শতাংশ শেষ হলেও ২০২৪ সালের মধ্যে এটি চালুর লক্ষ্য পূরণ হয়নি। মূল জট তৈরি হয়েছে টার্মিনালের ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে বেবিচক এবং জাপানি কনসোরটিয়ামের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায়।

এই কনসোরটিয়ামের সদস্য হচ্ছে জাপান এয়ারপোর্ট টার্মিনাল কোম্পানি, সুমিটোমো করপোরেশন, নিপ্পন কোই এবং নারিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করপোরেশন।

বেবিচক কর্মকর্তাদের ভাষ্য, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় চুক্তি আলোচনায় অগ্রগতি ধীর হয়ে পড়ে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত মার্চ থেকে আবার আলোচনা জোরদার হয়েছে।

২০১৯ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বেবিচকের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এম মফিদুর রহমান মনে করেন, আলোচনা দ্রুত এগিয়ে নিতে তখনকার প্রশাসনের সক্ষমতার ঘাটতি ছিল।

তবে সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক বিমান পরিবহন উপদেষ্টা এস কে বশির উদ্দিন দাবি করেন, তাদের সময়ও সমঝোতায় পৌঁছাতে একাধিক দফায় নিবিড় আলোচনা হয়েছিল।

এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ ও বিমান পরিচালনা পর্ষদের সাবেক সদস্য কাজী ওয়াহিদুল আলম বলেন, টার্মিনালের নির্মাণ শেষ হওয়ার পরপরই ব্যবস্থাপনা চুক্তি চূড়ান্ত করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, সেটা করা গেলে থার্ড টার্মিনালের নিজস্ব আয় থেকেই ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব হতো।

তবে এখন চুক্তি হলেও দ্রুত রাজস্ব আয় শুরু হওয়ার সুযোগ নেই।

সম্প্রতি বেবিচকের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক জানান, চুক্তিটি চূড়ান্ত করতে আরও অন্তত তিন মাস সময় লাগতে পারে।

এরপর 'অপারেশনাল রেডিনেস অ্যান্ড এয়ারপোর্ট ট্রান্সফার' (ওআরএটি) নামে বাধ্যতামূলক পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনায় আরও ছয় মাস থেকে এক বছর সময় লাগবে। ফলে টার্মিনালটির পূর্ণাঙ্গ উদ্বোধন ২০২৭ সালের আগে সম্ভব হচ্ছে না।

বিমানবন্দরের এই ঋণ দেশের সামগ্রিক বৈদেশিক ঋণের দ্রুত বৃদ্ধির চিত্রও সামনে আনছে। তিন বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২২ সালের জুনে যা ছিল ৪ লাখ ৯৫ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা, তা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর নাগাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৫৯ হাজার ৩১১ কোটি টাকায়।

একই সময়ে দেশের ঋণ-জিডিপি অনুপাত ৩৩ দশমিক ৭৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৮ দশমিক ৬১ শতাংশে পৌঁছেছে।

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ ছাড়ের গতিও ছিল ধীর। পুরো বছরের বাজেট লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১১ শতাংশ অর্থ ছাড় হয়েছে এই সময়ে।

এদিকে, দ্বিপাক্ষিক ঋণদাতাদের মধ্যে জাপান এখনো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অংশীদার। দেশের মোট বৈদেশিক দ্বিপাক্ষিক ঋণের ১৮ শতাংশই জাপানের।

বাংলাদেশের মোট বৈদেশিক ঋণের ২২ শতাংশ জাপানি ইয়েনে হওয়ায় ইয়েনের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ঋণ পরিশোধের প্রকৃত ব্যয় আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মোট ২১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টার্মিনালটি তৈরি করেছে অ্যাভিয়েশন ঢাকা কনসোরটিয়াম-যার সদস্য মিতসুবিশি করপোরেশন, ফুজিটা করপোরেশন ও স্যামসাং সিঅ্যান্ডটি করপোরেশন। ২০২৩ সালের অক্টোবরে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার টার্মিনালটির সীমিত উদ্বোধন করেছিল।

২ লাখ ৩০ হাজার বর্গমিটার আয়তনের এই টার্মিনালে রয়েছে ১১৫টি চেক-ইন কাউন্টার, ৬৬টি বহির্গমন ইমিগ্রেশন ডেস্ক, ৫৯টি আগমন ইমিগ্রেশন ডেস্ক ও তিনটি ভিআইপি ইমিগ্রেশন ডেস্ক।

টার্মিনালটি পুরোপুরি চালু হলে বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা বর্তমানের ৮০ লাখ থেকে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়বে। একইভাবে কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতাও ৫ লাখ টনের বেশি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আগামী এক বছরকে 'নজরুল বর্ষ'

৯ পৃষ্ঠার পর

ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে এ ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রায় দুই দশক পর ত্রিশালে আবারও জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন করতে পেরে সরকার গৌরব বোধ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ বছরের উদযাপনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- 'দ্রোহের কবি, প্রাণের কবি নজরুল'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কবি নজরুলের জীবন এবং কর্ম বিশ্বসাহিত্য দরবারে আরও বেশি ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। তার জীবনবোধ, দর্শন প্রজন্মের পর প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে। এরই অংশ হিসেবে আমাদের জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত ত্রিশালকে নজরুল সিটি হিসেবে ঘোষণা করা যায় কি না, এ ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এবং পর্যটন বিভাগের প্রতি আহ্বান জানাই।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও কাজী নজরুল ইসলাম এক অবিভাজ্য সত্তা। তিনি আমাদের জাতীয় সত্তার সার্থক প্রতিনিধি। আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতীক, আমাদের জাতীয়তাবাদের প্রতীক। নজরুল মানেই বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভোরের উদয় এবং রুচির বিপ্লব।'

একটি নিরাপদ মানবিক রাষ্ট্র এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবনে পুনরায় বাংলাদেশের আবহমানকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পুনর্জীবন ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রেও কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন এবং কর্ম আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক।'

নজরুল জন্মজয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন ত্রিশালের সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান এবং স্মারক বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিক মনজুর। অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কবিপৌত্রী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইন্সটিটিউট ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান খিলখিল কাজী এবং ইন্সটিটিউটের নির্বাহী পরিচালক মো. লতিফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার এবং সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, জেলা প্রশাসক মো. সাইফুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, বিভিন্ন সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কবি নজরুল গবেষণা ও কবির জীবন-দর্শনের নিয়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দুইজন গুণীর হাতে নজরুল পদক ও সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী। পরে নজরুল স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচনও করেন প্রধানমন্ত্রী।

নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৯৭৯ সালে তার পিতা শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিজ হাতে খনন শুরু করা 'দরিরামপুর ধরার খাল' পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করেন। ৪৭ বছর পর বাবার স্মৃতিধন্য এই খালে প্রধানমন্ত্রী নিজে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে শ্রমিকদের মাথায় তুলে দেন। স্থানীয় বয়োবৃদ্ধরা এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তারা এই খালের পাশের সড়কটি পাকা করণ ও একটি কমিউনিটি ক্লিনিকের দাবি জানালে প্রধানমন্ত্রী তা বিবেচনার আশ্বাস দেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে

১০ পৃষ্ঠার পর

এসে দখল করেছিল, এখন আর ফিজিক্যালি আসা লাগছে না। আমরা নিজেরাই তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।' সম্প্রতি দ্য পোস্টের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন শামসুল আলম।

দেশের জ্বালানিসংকট নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, 'রাশিয়ার তেল আমরা সরাসরি আনতে পারি, রাশিয়া যথেষ্ট কনসেশন মানে আপনার কনসেশনাল রেটে তেল দেয়। কিন্তু সেইটুকু নেওয়ার মতো যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করা যে সক্ষমতা ইন্ডিয়ার আছে সে সক্ষমতা তো আমাদের নেই।

'এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যচুক্তি বাধা কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে শামসুল আলম বলেন, 'মোটা দাগে তা বলা যায়। এই চুক্তি না হলেও যে সেন্সরশিপ আমেরিকা দিয়ে রেখেছে ইরান ও রাশিয়ার ওপরে সেই সেন্সরশিপের কারণেই আমি তাদের ত্রিসীমানায় যেতে পারতাম না।' তিনি বলেন, 'যে চুক্তি হলো সেটার মূল কথা হলো আমেরিকার কাছ থেকে অধিকাংশ পণ্য আমদানি করতে হবে। অন্য কোন দেশ থেকে পারব না। এটাই বলা যেতে পারে এই চুক্তির বাধ্যবাধকতা।

তার মধ্যে তো জ্বালানি পড়বেই।'

Eid Mubarak
Eid ul-Adha
FATEMA BROTHERS GROUP
FOR THE COMMUNITY FROM THE COMMUNITY • SERVING THE COMMUNITY SINCE 1990
SHAD
FATEMA BROTHERS INC
FATEMA GROCERY
Al Hamra COLLECTION
For All Your Lifestyle Needs
Hillside Fabric Plus
Trusted Name For All Your Fabric Needs
STAR CARE PHARMACY
175-20 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
• Specialty Pharmacy
• Free Delivery • Open 7 Days
Air Ticket,
Hajj | Umrah Package &
Much More
May the blessings of
Eid ul-Adha
bring peace, happiness,
and prosperity to you
and your loved ones.
ঈদুল আযহা'র পবিত্র
দিন আপনার জীবনকে
শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধিতে
ভরিয়ে দিক।
Eid Mubarak
Mohammed Islam Delwar
Community Organizer/Activist
General Secretary, Jamaica Muslim Centre (JMC)
Member
Community Board #8
Founder & President
Jamaica Bangladesh Friends Society, Inc. New York
Vice-President
Jamaica Hill Community Association (JHCA)
Board of Trustee Member
Bangladesh Society Inc
Founding Director
U.S. Bangladesh Chamber Of Commerce And Industry
President
American Bangladeshi Business Allince.

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্ট্রিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

স্বপ্নের গন্তব্যে
পরিবারকে নিয়ে
উড়ে চলুন
JFK ⇋ DHAKA
ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
www.digitaltraveltour.com
BOOK NOW 718-721-2012
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102

তাইওয়ানের কাছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি স্থগিত

১২ পৃষ্ঠার পর

স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির নৌবাহিনী প্রধান হাং কাও বৃহস্পতিবার সিনেটের এক শুনানিতে এ তথ্য জানান। আল জাজিরা বলছে, গত সপ্তাহে বেইজিংয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠকে এই অস্ত্র চুক্তি আলোচনার কেন্দ্রে ছিল।

সিনেট অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস সাবকমিটি অন ডিফেন্সে হাং কাও বলেন, 'এই মুহূর্তে আমরা কিছুটা বিরতি দিচ্ছি, যাতে "এপিক ফিউরি" অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত থাকে। আমাদের যথেষ্ট মজুত রয়েছে, তবে আমরা নিশ্চিত হতে চাই সবকিছু ঠিক আছে কি না।'

তিনি আরও বলেন, প্রশাসন প্রয়োজন মনে করলে পরবর্তীতে বিদেশে সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির কার্যক্রম আবার চালু হবে।

কাও জানান, তাইওয়ানের সঙ্গে এই অস্ত্র চুক্তি এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। অনুমোদন পেলে এটি হবে তাইওয়ানের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অস্ত্র বিক্রি।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেও এখনও স্থায়ী শান্তিচুক্তি হয়নি।

মার্কিন কংগ্রেস জানুয়ারিতে তাইওয়ানের জন্য অস্ত্র প্যাকেজ অনুমোদন করে। তবে চুক্তি কার্যকর করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রয়োজন। অনুমোদন পেলে এটি গত ডিসেম্বরে ট্রাম্প অনুমোদিত ১১ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র প্যাকেজের রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে।

তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী চো জুং-তাই শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, তাইপে অস্ত্র কেনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এফটিভি নিউজ এ তথ্য জানায়।

ক্রাইসিস গ্রুপের উত্তর-পূর্ব এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক উইলিয়াম ইয়াং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেন, এই স্থগিতাদেশ তাইওয়ানে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে উদ্বেগ ও সন্দেহ আরও বাড়াবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত প্রতিরক্ষা বাজেট অনুমোদন চাওয়াও তাইওয়ান সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়তে পারে।

যদিও শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অস্ত্র বিক্রির বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্প। গত সপ্তাহে ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই অস্ত্র প্যাকেজ অনুমোদন 'হতে পারে, আবার নাও হতে পারে'।

ট্রাম্প আরও ইঙ্গিত দেন, এই অস্ত্র প্যাকেজকে তিনি 'দরকষাকষির হাতিয়ার' হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। যদিও বেইজিংয়ের সঙ্গে অস্ত্র বিক্রি নিয়ে পরামর্শ না করার কয়েক দশকের কূটনৈতিক রীতি রয়েছে।

চীন স্বশাসিত তাইওয়ানকে নিজেদের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে এবং তাইপের প্রতি ওয়াশিংটনের চলমান অনানুষ্ঠানিক সমর্থনের বিরোধিতা করে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে তাইওয়ানকে স্বীকৃতি না দিলেও, ১৯৭৯ সালের তাইওয়ান রিলেশনস অ্যাক্ট অনুযায়ী দ্বীপটির আত্মরক্ষায় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। ওয়াশিংটন তাইপের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ওই আইনটি কার্যকর করা হয়।

তাইওয়ান ইস্যুতে ট্রাম্প আরও কিছু পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতে তিনি বলেন, অস্ত্র চুক্তি নিয়ে তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম লাই চিং-তের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন।

এ ধরনের পদক্ষেপ গত চার দশকের কূটনৈতিক প্রথা ভেঙে দেবে, যেখানে তাইওয়ানের নেতার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা এড়িয়ে চলা হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, এতে বেইজিংয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

২০১৬ সালে নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প তাইওয়ানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাই ইং-ওয়েনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন। তবে সেই আলোচনা হয়েছিল তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগেই।

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দেশেই রাখার নির্দেশ ইরানের সর্বোচ্চ

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি। ইরানের জ্যেষ্ঠ দুটি সূত্র রয়টার্সকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, সর্বোচ্চ নেতার এই সরাসরি নির্দেশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আরও ক্ষুব্ধ করতে পারে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ বন্ধের প্রক্রিয়াকেও এটি চরম অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। রয়টার্সকে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্প এর আগে ইসরায়েলকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উপযোগী ইরানের ইউরেনিয়ামের মজুদ দেশটি থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। যেকোনো শান্তি চুক্তিতে এই বিষয়টি একটি বাধ্যতামূলক ধারা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টার অভিযোগ তুলে আসছে। বিশেষ করে ইরানের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার বিষয়টিকে তারা উদ্বেগের চোখে দেখছে, যা বেসামরিক ব্যবহারের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি এবং অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ৯০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে ইরান বরাবরই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর আগে বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম ইরান থেকে অপসারিত না হচ্ছে, তেহরান তাদের প্রক্সি মিলিশিয়াদের সমর্থন বন্ধ না করছে এবং তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা নির্মূল না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই যুদ্ধ শেষ বলে বিবেচনা করবেন না।

বিষয়টির সংবেদনশীলতার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি ইরানি সূত্র জানায়, সর্বোচ্চ নেতার নির্দেশনা এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ঐকমত্য হলো-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুদ কোনোভাবেই দেশের বাইরে যাবে না।

ইরানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিশ্বাস, এই তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো বিদেশে পাঠিয়ে দিলে দেশটি ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সম্ভাব্য হামলার মুখে আরও বেশি অরক্ষিত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, ইরানের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয়ে সর্বোচ্চ নেতা খামেনির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

এই বিষয়ে হোয়াইট হাউস এবং ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

শীর্ষ ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে গভীর সংশয়

চলতি বছরের গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের মধ্যে সরাসরি সংঘাত শুরু হওয়ার পর বর্তমানে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি চলছে। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলি হামলার জবাবে ইরান মার্কিন ঘাঁটি থাকা উপসাগরীয় দেশগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল এবং লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের লড়াই শুরু হয়েছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রচেষ্টা চললেও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। ইরানের বন্দরগুলোতে মার্কিন অবরোধ এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল সরবরাহ রুট হরমুজ প্রণালীতে ইরানের নিয়ন্ত্রণ আলোচনার পরিবেশকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ইরানি সূত্রগুলো বলছে, তেহরানের ভেতরে গভীর সন্দেহ রয়েছে যে এই যুদ্ধবিরতি আসলে ওয়াশিংটনের একটি কৌশলগত প্রতারণা। তারা মনে করছে, নতুন করে বিমান হামলা শুরু করার আগে ওয়াশিংটন কেবল নিরাপত্তার একটি মেকি আবহ তৈরি করতে চাইছে।

ইরানের প্রধান শান্তি আলোচক মোহাম্মদ বাকের কলিবাফ বুধবার বলেছেন, শত্রুর প্রকাশ্য ও গোপন তৎপরতা এটাই প্রমাণ করে যে মার্কিনিরা নতুন হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

একই দিনে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইরান যদি শান্তি চুক্তিতে রাজি না হয় তবে যুক্তরাষ্ট্র ফের হামলা চালাতে প্রস্তুত। তবে সঠিক উত্তরের জন্য ওয়াশিংটন আরও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।

আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, দুই পক্ষ কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য কমিয়ে আনলেও পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে গভীর বিভক্তি রয়ে গেছে। বিশেষ করে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাগ্য এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে তেহরানের অধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে দুই পক্ষ অনড় অবস্থানে রয়েছে।

ডোনাল্ড লুর চাপে ইমরান খানকে অপসারণ করা হয়

১২ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক তদন্ত সংস্থা 'ড্রপ সাইট'।

এই বার্তা থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঞ্চল্যকর সত্য-ইমরানকে অপসারণের পেছনে ওয়াশিংটনের 'ভূমিকা' রয়েছে। ইমরান খান তার সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশি চক্রান্তের উদাহরণ হিসেবে বারবার এই সাইফারের উল্লেখ করেছেন। কেবল আই-০৬৭৮ নামে পরিচিত এই নথিতে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আসাদ মজিদ খান ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ডোনাল্ড লুর বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য আছে।

২০২২ সালের এপ্রিলে মেয়াদপূর্তির প্রায় দেড় বছর আগে ইমরান খানকে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর এই ঘটনার প্রায় এক মাসে আগে সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এনডিটিভি, হিন্দুস্তান টাইমস ও ইকোনমিক টাইমসসহ ভারতের একাধিক গণমাধ্যম এসব তথ্য জানানো হয়। 'ফাঁস' হওয়া তারবার্তায় পাওয়া তথ্য অনুসারে, ওয়াশিংটনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন ইমরান খান।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধে ইমরানের নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখার বিষয়টি ওয়াশিংটনের অসন্তুষ্টির মূল কারণ। বার্তা অনুযায়ী-ডোনাল্ড লু মত দেন, ইমরানকে সরিয়ে দেওয়া হলে ইসলামাবাদ-ওয়াশিংটনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও ভালো হতে পারে।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736

JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি

জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

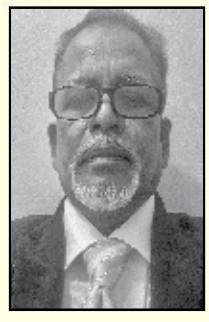

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

মর্টগেজ

এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন

স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই

SMG FUNDING

ডিরেক্ট লেন্ডার

কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না

এক বছর ট্যাক্স ফাইল (৯০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন

ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম

হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা

যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES
- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to **PCA & HHA** Care Giver

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

তেল আসা ‘বন্ধ’ করে দিয়েছে

১২ পৃষ্ঠার পর

ভোঁতা হয়ে যাবে।

যদিও ভগ্নপ্রায় পাওয়ার গ্রিড ও বেহাল অর্থনীতির কারণে কিউবার বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতি বেশ খারাণ। তাই বিশেষজ্ঞদের আরেকটি অংশের মতে, বর্তমান সংকটে পরিবেশবান্ধব শক্তি খুব সামান্যই কাজে আসবে। দেশটিতে দীর্ঘ ও ভয়াবহ ব্ল্যাকআউট অব্যাহত আছে; সৌরশক্তির এই প্রসারের সুফল সাধারণ কিউবাবাসীর কাছে এখনও পৌঁছয়নি।

ওয়াশিংটন ডিসির আমেরিকান ইউনিভার্সিটি-র কিউবান অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো টরেস বলেন, পরিবেশবান্ধব শক্তির বিপ্লব খাতায়-কলমে শুনতে ভালো লাগলেও, তার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও সম্পদ থাকা প্রয়োজন।

কিউবার বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মেরুদণ্ডই হলো তেল, যার বেশিরভাগই আমদানি করা হয়। ১৯৮০-র দশকে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে তেল আসত। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েতের পতনের পর ভেনেজুয়েলার দিকে ঝোঁকে কিউবা। দুই দেশের মধ্যে এক অভিনব চুক্তি হয়-তেলের বিনিময়ে ভেনেজুয়েলায় চিকিৎসাকর্মীদের পাঠাতে শুরু করে কিউবা সরকার।

চলতি বছরের জানুয়ারির গোড়ার দিকে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে নেওয়ার পর সেই তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর কদিন পরেই আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর হুমকি দেওয়ায় মেক্সিকোসহ অন্যান্য দেশ থেকেও কিউবায় তেল আমদানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

এর প্রভাব পড়েছে মারাত্মক। মার্চে গোটা দেশে তিনবার ব্ল্যাকআউট হয়। বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ জমে যায়, হাসপাতালগুলোতে অস্ত্রোপচার ব্যাহত হয়, আর রান্নার জন্য বাধ্য হয়ে কাঠ পোড়াতে শুরু করে মানুষ।

গত কয়েক দশকের মধ্যে এটাই কিউবার সবচেয়ে ভয়াবহ বিদ্যুৎ-সংকট। যদিও ব্ল্যাকআউট বহু বছর ধরেই দেশটির মানুষের নিত্যসঙ্গী। বিপুল চাহিদার চাপ সামলাতে না পেরে দেশের পুরনো ও জীর্ণ বিদ্যুৎ অবকাঠামো প্রায়ই মুখ থুবড়ে পড়ে।

২০২৪ সালে এই সংকট নতুন মাত্রা পায়। ওই বছর টানা কয়েক দিন ধরে দেশজুড়ে ব্ল্যাকআউট চলে। টরেস বলেন, সেটাই ছিল মোড় ঘোরানো মুহূর্ত। বিদ্যুৎ-সমস্যার সমাধানে কিউবা সরকার ওই বছর থেকেই সৌরশক্তির প্রসারে জোর দিতে শুরু করে।

এই সৌর-বিপ্লবের গতি চমকে দেওয়ার মতো। এমবারের তথ্যমতে, ২০২৩ সালে চীন থেকে কিউবায় প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলারের সোলার প্যানেল রপ্তানি করা হয়েছিল। ২০২৫ সালে তা এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় ১১৭ মিলিয়ন ডলারে।

এই পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকে ঝুঁকে পড়ার অন্যতম কারণ হল চীনের সঙ্গে কিউবার চুক্তি। ওই চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৮ সাল নাগাদ দেশজুড়ে ৯২টি সোলার পার্ক তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে মোট ২ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে, যা দিয়ে ১৫ লাখেরও বেশি বাড়িতে আলো জ্বলবে।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগুয়েল দিয়াজ-কানেল প্রথম সোলার পার্ক উদ্বোধন করেন। বর্তমানে গোটা দ্বীপরাষ্ট্রজুড়ে এমন প্রায় ৫০টি পার্ক চালু রয়েছে। শুধু গত ১২ মাসেই কিউবায় প্রায় ১ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞ গ্রাহাম বলেন, কিউবার আকারের দেশে সামগ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২৪ সালে কিউবায় মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ৩ শতাংশ আসত নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ শতাংশে। ২০৩০ সালের মধ্যে এই হার অন্তত ২৪ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে দেশটি।

কিউবার ক্ষেত্রে সৌরশক্তির সুফলগুলো স্পষ্ট। গ্রাহাম বলেন, সম্প্রতি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির খরচ অনেকটাই কমেছে। তাছাড়া সৌরবিদ্যুতের অবকাঠামো তুলনামূলকভাবে দ্রুত স্থাপন করা যায়। এই অবকাঠামো কয়েক দশক টেকে এবং একবার স্থাপন করা হয়ে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য শুধু সূর্যালোকেরই প্রয়োজন হয়।

ইউনিভার্সিটি অভ টেক্সাসের এনার্জি ইনস্টিটিউটের গবেষক হোর্হে পিনন বলেন, এতে চীনও লাভবান হচ্ছে, যা শুধু আর্থিক মুনাফার গণ্ডিতে আটকে নেই এর ফলে শুধু কিউবাতেই নয়, গোটা লাতিন আমেরিকাতেই চীনের প্রতি এক ধরনের সদিচ্ছা তৈরি হবে।

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, এই সৌর-বিপ্লবের প্রসারের পথে বেশ কিছু বড় বাধাও রয়েছে।

ব্যবহার দ্রুত বাড়লেও এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে সৌরবিদ্যুৎ মিলছে না। পিনন বলেন, কিউবার সোলার পার্কগুলো আকারে ছোট এবং ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া শুধু দিনের বেলাতেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ফলে সন্ধ্যায় যখন বিদ্যুতের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে, তখন সেই ঘাটতি মেটানো যায় না। ব্যাটারির সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। ব্যাটারি আমদানি বাড়লেও কিউবায় এখনও ব্যাপক হারে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার মতো অবকাঠামোর অভাব রয়েছে।

তবে সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত খরচ। সৌর-বিপ্লবের এই পথ মোটেও সস্তা নয়। পিননের বলেন, পুরনো, ভগ্নপ্রায় এবং জরাজীর্ণ একটি ব্যবস্থাকে প্রায় ঢেলে সাজাতে হবে।

এপ্রিলে প্রকাশিত ক্যাশম্যানের এক বিশ্লেষণ অনুসারে, কিউবার মোট বিদ্যুতের প্রায় ৯৩ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে উৎপাদন করতে খরচ পড়বে প্রায় ৮ বিলিয়ন ডলার। সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশটিকে আর তেল বা গ্যাস আমদানি করতে হবে না। আর সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে পরিবেশবান্ধব করতে খরচ হবে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রথম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারলে মার্কিন চাপের প্রধান হাতিয়ারটি ভোঁতা হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জিত হলে কিউবায় শক্তির রূপান্তর সম্পূর্ণ হবে।

হজ নিয়ে সতর্কবার্তার পর ইরানে হামলা স্থগিত করেন ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

উপসাগরীয় দেশগুলোতে সংকট তৈরি হবে। কারণ এতে লাখো হাজি যাত্রাপথে আটকে পড়বেন।

সূত্রগুলো আরও জানায়, ইসলাম ধর্মের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব ঈদুল আজহার আগে পবিত্র এই সময়ে হামলা চালানো হলে মুসলিম বিশ্বে ওয়াশিংটনের ভাবমূর্তি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও ট্রাম্পকে সতর্ক করা হয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ আলোচনা সম্পর্কে অবগত এক জ্যেষ্ঠ মার্কিন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, এ ধরনের আলোচনা হয়েছিল।

তিনি বলেন, ট্রাম্পকে তার নিজের কর্মকর্তারাও সতর্ক করেছিলেন যে, এখন আবার যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু করলে তারও ভাবমূর্তির বড় ধরনের ক্ষতি হবে।

এর আগে, যুক্তরাষ্ট্র রমজান মাসে ইরানে হামলা চালিয়েছিল। তবে হজের সময় হামলা চালালে সৌদি আরবের জন্য বড় ধরনের লজিস্টিক সংকট তৈরি হতো। কারণ প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ বিদেশি হাজি সেখানে সমবেত হন।

এই সংকট কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় বিমান যোগাযোগ কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও প্রভাব ফেলতে পারত, যেখান থেকে বিপুলসংখ্যক হাজি হজে অংশ নিতে যান।

চলতি বছরের হজ শুরু হওয়ার কথা ২৪ মে এবং ছয় দিনব্যাপী এটি চলবে। ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক হাজি সৌদি আরবে পৌঁছেছেন।

মিডল ইস্ট আয়ের সঙ্গে কথা বলা কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, হজ শেষ হওয়ার পর আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যুদ্ধ আবার শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়, অতীতে ইরানকে বিভ্রান্ত করতে যুক্তরাষ্ট্র ভুয়া সংকেত ও বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইরানে হামলার আগে জেনেভায় ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। এরপরই হামলা চালানো হয়।

এর আগে সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প নিজেই জানান, উপসাগরীয় নেতাদের অনুরোধে তিনি মঙ্গলবার রাতে পরিকল্পিত হামলা স্থগিত করেছেন।

বিশ্ব ‘জঙ্গলের শাসনে’ ফেরার

১২ পৃষ্ঠার পর

গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, নথিপত্রগুলোর মধ্যে ২৫ বছর আগে প্রথম স্বাক্ষরিত ‘চীন-রাশিয়া সুপ্রতিবেশীসুলভ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা চুক্তি’র মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর দেওয়া বক্তব্যে শি বলেন, বেইজিং ও মস্কোর সম্পর্ক এখন ‘ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারত্বের সর্বোচ্চ স্তরে’ রয়েছে। একই সাথে তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘সব ধরনের একতরফা আধিপত্যবাদ ও উৎপীড়নের’ বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য উভয় দেশের প্রতি আহ্বান জানান। শি জিনপিংয়ের এই বক্তব্য তাঁর আগের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি, যেখানে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন যে বিশ্ব আজও ‘জঙ্গলের শাসনে’ ফিরে যাওয়ার বিপদে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি আরও বলেন যে মধ্যপ্রাচ্যে আরও বৈরিতা বা যুদ্ধ বাড়ানো ‘অনভিপ্রেত’ এবং সেখানে একটি ‘ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতি এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি’। নিজ বক্তব্যের শুরুতেই পুতিন দুই দেশের সম্পর্ককে ‘নজিরবিহীন উচ্চতায়’ রয়েছে বলে অভিহিত করেন এবং চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংকটের মধ্যেও মস্কো চীনের জন্য ‘নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহকারী’ হিসেবে থাকবে বলে উল্লেখ করেন। পুতিন আগামী বছর শি জিনপিংকে রাশিয়া সফরের আমন্ত্রণও জানান।

ঘরোয়া চা চক্র

আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর শি জিনপিংয়ের পুতিনকে নিয়ে ঝংনানহাই-এ চা চক্রে মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে, যা একসময়ের রাজকীয় উদ্যান ছিল এবং বর্তমানে এটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদর দফতর। ২০২৪ সালের মে মাসে যখন চীনা নেতা পুতিনকে আতিথেয়তা দিয়েছিলেন, তখনও তাঁরা একইভাবে ঘরোয়া পরিবেশে আড্ডা দিয়েছিলেন। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই, যিনি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুতিন বেইজিংয়ে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভের সাথে বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে ধুঁকতে থাকা রুশ অর্থনীতির জন্য পুতিনের আলোচনার এজেন্ডায় পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ শীর্ষে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার চীন বর্তমানে মস্কোর তেল রপ্তানির প্রায় অর্ধেকই কিনে থাকে।

ট্রাম্পের সফরের সাথে তুলনা ও বৈশ্বিক কূটনীতি

ওয়াশিংটন ও বেইজিংয়ের মধ্যকার বৈরী সম্পর্কের বিপরীতে পুতিন ও শি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক গভীর ও উষ্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, যেখানে তাঁরা একে অপরকে ‘প্রিয়’ এবং ‘পুরোনো বন্ধু’ হিসেবে সম্বোধন করেন। বুধবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি; পুতিন এই সম্পর্ক প্রকাশ করতে একটি চীনা প্রবাদের উল্লেখ করে বলেন, ‘এমনকি যদি আমরা একদিনও একে অপরকে না দেখি, তবে মনে হয় যেন তিনটি শরৎ পার হয়ে গেছে।

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care

Ex-President & Chairman

Board of Trustee

Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

ইসরায়েলকে রক্ষায় যুক্তরাষ্ট্রের থাড

৭ পৃষ্ঠার পর

টাইমস অব ইসরায়েল। ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলায় ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনিসহ বেশি কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও কর্মকর্তা নিহত হন। ওই ঘটনার পর প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে ইরান।

মূলত এসব হামলা থেকে 'বন্ধু' ইসরায়েলকে বাঁচাতে এই গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রের মজুতের অর্ধেক খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত বৃহস্পতিবার দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলের দিকে ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ২০০টিরও বেশি থাড মিসাইল ব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

পাশাপাশি, বন্ধুকে বাঁচাতে আরও ১০০টি এসএম-থ্রি ও এসএম-সিক্স বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রও ব্যবহার করেছে ওয়াশিংটন।

অপরদিকে, নিজেদের সুরক্ষায় ১০০টিরও কম অ্যারো ক্ষেপণাস্ত্রে ব্যবহার করেছে ইসরায়েল।

এক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মার্কিন কর্মকর্তা ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান, নতুন করে যুদ্ধ আবারও শুরু হলে এই অস্ত্রের ব্যবহার আরও বাড়বে। কারণ, ইসরায়েলের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলো এ মুহূর্তে কার্যকর নেই। সেগুলো তারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠিয়েছে।

অপর এক কর্মকর্তা বলেন, 'একা কোনো যুদ্ধে লড়া বা জয়লাভের সক্ষমতা নেই ইসরায়েলের। কিন্তু কেউ এ বিষয়টি ভালো করে জানে না, কারণ কখনো এটি ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়নি।'

তবে ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে উল্লেখিত এসব বিষয় অস্বীকার করেছে পেন্টাগন।

তাদের দাবি, 'ইসরায়েলের বোঝা বহন করছে না যুক্তরাষ্ট্র'।

পেন্টাগন জানায়, 'ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আমাদের নানামুখী ও বিস্তৃত সামরিক সক্ষমতার একটি উপকরণ মাত্র'।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ইসরায়েলি দূতাবাস ওই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের আর কোনো অংশীদার ইসরায়েলের মতো সামরিক প্রস্তুতি, ইচ্ছাশক্তি, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার অঙ্গীকার বা সক্ষমতা রাখে না।'

ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই গুঞ্জন ওঠে, ইসরায়েলের আকাশ হামলা প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ইন্টারসেপ্টার মিসাইল ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়টি বরাবরই অস্বীকার করে আসলেও গত মাসে অ্যারো মিসাইলের উৎপাদন নাটকীয়ভাবে বাড়ানোর জন্য নতুন পরিকল্পনার অনুমোদন দিয়েছে জেরুসালেম।

যুদ্ধের শুরর দিকে কয়েকটি গণমাধ্যম জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ তাদের নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র মজুত বুঝেশুনে খরচ করা। তবে এর জবাবে ওয়াশিংটন জানায়, তাদের হাতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক ক্ষেপণাস্ত্র আছে।

আকাশ হামলা থেকে নিজেদের সুরক্ষা দিতে ইসরায়েল কয়েক ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে।

মূলত উচ্চতা ভেদে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হয়।

সবচেয়ে বেশি উচ্চতা থেকে ধেয়ে আসা ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে অ্যারো সিস্টেম ব্যবহার হয়। অ্যারো ২ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মহাকাশে কাজ করে। অপর দিকে, অ্যারো ৩ বায়ুমণ্ডলের ওপরে কাজ করে।

একটি অ্যারো ৩ মিসাইল নির্মাণের খরচ ২ থেকে ৩ মিলিয়ন ডলার। এটি নির্মাণ করতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়।

বিভিন্ন প্রতিবেদন মতে, যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অন্তত ৬৫০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে ইরান।

ইসরায়েলের সরকারী হিসাব মতে, এসব হামলায় ২১ জন নিহত হন।

অন্তত ১৬টি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের জনবহুল এলাকাগুলোতে আঘাত হানে। এতে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলোতে হাজারো কেজি প্রথাগত গোলাবারুদের ব্যবহার হয়। পাশাপাশি, ৫০টি গুচ্ছ বোমা বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রও আঘাত হানে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি

- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504

OPEN 6 Days (M-S)

Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

basharlaw.com

*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

'৬০ দিনের মধ্যে নতুন চাকরি খুঁজে নাও, নাহলে আমেরিকা ছাড়ো'; কঠিন পরিস্থিতিতে ভারতীয় টেক কর্মীরা

৬ পৃষ্ঠার পর

বদলে দিচ্ছে। খবর এনডিটিভির।

আমেরিকার টেক ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন করে চাকরিচ্যুতির ফলে মানুষ যে শুধু চাকরিই হারাচ্ছে তা নয়, বরং ভারতীয় কর্মীদের মধ্যে পুরোনো এক ভয় নতুন করে দেখা দিয়েছে। আর তা হলো- চাকরি হারালে হয়তো আমেরিকায় থাকার অধিকারও হারাতে হবে।

সিলিকন ভ্যালির অনেক কোম্পানি এখন খরচ কমানোর পথে হাঁটছে। মেটা এআই-তে বেশি বিনিয়োগ করতে গিয়ে প্রায় ৮ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে। অ্যামাজনও একের পর এক টিম কমাচ্ছে। লিংকডইনও এআই ও অটোমেশনের কারণে কর্মী কমিয়েছে।

ভারতীয় কর্মীদের জন্য এই ছাঁটাই শুধু সংখ্যার হিসাব নয়। তাদের জন্য এটি খুব ব্যক্তিগত ও ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। কারণ, আমেরিকায় চাকরি হারানো মানেই অনেক সময় দেশে ফিরে যাওয়ার ক্ষণগণনা শুরু হওয়া।

ভারতীয় কর্মীদের জন্য সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে

আমেরিকায় থাকা বেশিরভাগ ভারতীয় টেক কর্মী এইচ-১বি ভিসায় কাজ করেন। এই ভিসা সরাসরি চাকরিদাতার সঙ্গে যুক্ত। তাই চাকরি চলে গেলে সাধারণত মাত্র ৬০ দিনের মধ্যে নতুন কোম্পানি খুঁজে নিতে হয়। না হলে দেশ ছাড়তে হতে পারে।

এই চাপ পুরো পরিস্থিতি বদলে দেয়। একটি ছাঁটাই তখন হয়ে যায় সময়ের বিরুদ্ধে দৌড়, যেখানে ভিসার কাগজপত্র, বাড়ির ঋণ, সন্তানের স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবারের ভবিষ্যৎ সবকিছু জড়িয়ে যায়।

অনেক ভারতীয় বহু বছর ধরে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় আছেন। কারও সন্তান আমেরিকায় জন্মেছে, কেউ বাড়িও কিনেছেন। তারা ভেবেছিলেন দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকবেন। কিন্তু চাকরি হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই সব পরিকল্পনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

খবরে বলা হচ্ছে, ছাঁটাই হওয়া বহু ভারতীয় কর্মী এখন আমেরিকায় কিছুদিন বেশি থাকার জন্য অন্য উপায় খুঁজছেন। অনেকে বি-২ ভিজিটর ভিসায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন, যাতে কয়েক মাস বেশি থেকে নতুন চাকরি খোঁজার সুযোগ পাওয়া যায়।

এইচ-১বি এর ৬০ দিনের নিয়ম আসলে কী?

আমেরিকার ইউএসসিআইএস নিয়ম অনুযায়ী, এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীরা চাকরি হারানোর পর সাধারণত ৬০ দিনের গ্রেস পিরিয়ড পান। অথবা তাদের আইন-৯৪ স্ট্যাটাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সময় পান। এই সময়ের মধ্যে নতুন চাকরি, নতুন ভিসা বা দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই ৬০ দিন শুরু হয় চাকরির শেষ দিন থেকে, শেষ বেতন পাওয়ার দিন থেকে নয়।

এই নিয়ম করা হয়েছিল বিদেশি দক্ষ কর্মীদের কিছুটা সময় দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবে দুই মাস খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়, বিশেষ করে সেই সময়টাতে যখন পুরো টেক ইন্ডাস্ট্রিতেই নিয়োগ কম হয়।

নতুন স্পন্সর কোম্পানি পাওয়া সহজ নয়। ইন্টারভিউ, ভিসা ট্রান্সফার, কাগজপত্র - সবকিছুতেই সময় লাগে। তাছাড়া কোম্পানিগুলো এখন নতুন লোক নিতে আরও সতর্ক হচ্ছে।

এ কারণে অনেক ইমিগ্রেশন আইনজীবী আগে পরামর্শ দিতেন, সাময়িকভাবে বি-১ বা বি-২ ভিসায় পরিবর্তন করতে। এতে চাকরি খোঁজার জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় পাওয়া যেত।

এই সুযোগ এখনও আইনিভাবে আছে। তবে সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এখন আমেরিকান কর্তৃপক্ষ এসব আবেদন আরও কঠোরভাবে যাচাই করছে। অতিরিক্ত কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে এবং বেশি প্রশ্ন করা হচ্ছে। ফলে কর্মীদের মধ্যে ভয় বাড়ছে যে, বিকল্প পরিকল্পনাগুলোও হয়তো আর যথেষ্ট নিরাপদ নয়। আর এই ভয় আরও বাড়ছে টেক ইন্ডাস্ট্রির বড় আকারের ছাঁটাইয়ের কারণে।

সিলিকন ভ্যালিতে ব্যাপক ছাঁটাই

লেঅফ.এফওয়াইআই অনুযায়ী, শুধু এই বছরেই এক লাখ ১০ হাজারের বেশি টেক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন। এর বড় অংশই বিদেশি কর্মী, বিশেষ করে ভারতীয়। কারণ এইচ-১বি ভিসার সবচেয়ে বড় ব্যবহারকারী তারাই। আমেরিকার সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে অনুমোদিত এইচ-১বি ভিসার বেশিরভাগই ছিলেন ভারতীয়। এখন এই অনিশ্চয়তা বহু ভারতীয়কে তাদেরও আমেরিকান ড্রিম নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
Weekly Parichoy
পরিচয়
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
IRS e-file
INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
তারেক হাসান খান, সিইও
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY
TAX SERVICES INC
KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল
Register today to ensure your place in the class!
Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!
কেন এই কোর্স করবেন?
কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
উচ্চ আয়ের সুযোগ
কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না
Mohammed Hasem MBA
President and CEO
আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com
Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know
Join Us To Grow & Succeed
Designed By BrandClamp

হোয়াইট হাউসের ‘চাপে’ ট্রাম্প প্রশাসনের প্রধান গোয়েন্দা

৭ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে ন্যাশনাল সিকিয়োরিটি কাউন্সিলে কর্মরত ছিলেন।

ট্রাম্প বলেন, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক পদে তুলসীর কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তবে স্বামীর ক্যানসার ধরা পড়ার পর তিনি সঙ্গত কারণেই তার পাশে থাকতে চেয়েছেন। কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনাই এখন তার লক্ষ্য।

তবে বিষয়টির সম্পর্কে একটি সূত্র জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস তুলসী গ্যাবার্ডকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ডেভিস ইঙ্গল এক্স-এ বলেছেন, স্বামীর অসুস্থতার কারণেই পদ ছাড়ছেন তুলসী।

এর আগে ইরান প্রসঙ্গে তুলসীর সঙ্গে মতবিরোধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। গত মার্চে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন, তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তার তুলনায় তুলসীর মনোভাব অনেকটাই নমনীয়। এপ্রিলেই একাধিক সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছিল, ট্রাম্পের মন্ত্রিসভায় বড়সড় রদবদল হতে পারে; তাতে পদ হারাতে পারেন তুলসী। ওই সময় হোয়াইট হাউসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছিলেন, গত কয়েক মাস ধরে তুলসীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন ট্রাম্প।

এ বিষয়ে সরাসরি অবগত আরেকটি সূত্র জানিয়েছে, গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে তুলসীর যোগ্য বিকল্প কে হতে পারেন, সে ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ মহলে মতামতও জানতে চেয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে বিতর্কিত কার্যকাল

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাবেক কংগ্রেস সদস্য তুলসীকে যখন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক করেছিলেন ট্রাম্প, তখন গোয়েন্দা বিভাগে তার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় আল কায়েদার হামলার পরেই দেশের ১৮টি গোয়েন্দা সংস্থার তদারকির জন্য এই জাতীয় গোয়েন্দা দপ্তর তৈরি করা হয়েছিল। হাওয়াই ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য তুলসী ২০০৪ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ইরাকে কর্মরত ছিলেন। পরে তিনি সেনা কর্মকর্তা হন। এরপর ইউএস আর্মি রিজার্ভ-এ যোগ দিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদেও উন্নীত হন।

মার্কিন কংগ্রেস থেকে বিদায় নেওয়ার পরে রক্ষণশীল রাজনৈতিক অবস্থান নিতে দেখা যায় তুলসীকে। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে সমর্থন জানানোর পাশাপাশি রিপাবলিকান পার্টিতেও যোগ দেন তিনি।

২০২২ সালে ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের জন্য ন্যাটোকেই কাঠগড়ায় তুলেছিল মস্কো। তুলসীর কথায়ও কার্যত একই সুর শোনা যাওয়ায় ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দুই দলেরই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয় তাকে। এছাড়া ২০১৭ সালে দামেস্ক সফরে গিয়ে সিরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যও তিনি সমালোচিত হন। সে সময় সিরিয়ায় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ চলছিল এবং আসাদ রাশিয়া ও ইরানের সমর্থন পাচ্ছিলেন।

গোয়েন্দা প্রধান হওয়ার পর ডেমোক্র্যাটরা অভিযোগ তোলেন, গ্যাবার্ড তার পদটিকে ট্রাম্পের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছেন। তাদের দাবি, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পদটিকে ব্যবহার করছিলেন তুলসী। এমনকি ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কারচুপির জেরে ট্রাম্পকে হারতে হয়েছিল-এই ভিত্তিহীন দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতেও করতেও তুলসী নিজের পদের অপব্যবহার করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে না, এমন একটি মূল্যায়ন করেছিলেন তুলসী। কিন্তু গত জুনে ট্রাম্প বলেন, তুলসীর ওই মূল্যায়ন ভুল। মূলত এরপর থেকেই হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েনের ইঙ্গিত মিলতে শুরু করে।

সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক আলোচনাগুলোতে ট্রাম্প ও তার শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের বৈঠক থেকে বাদ পড়ছিলেন তুলসী। ভেনিজুয়েলার সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মার্কিন সামরিক অভিযান, ইরান যুদ্ধ ও কিউবা-সংক্রান্ত বিষয়গুলোর আলোচনায় তিনি জায়গা পাননি।

গ্যাবার্ডের বিদায়ের বিষয়ে অবগত সূত্রটি রয়টার্সকে বলেছে, হোয়াইট হাউস তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। হোয়াইট হাউস বেশ কিছুদিন ধরেই তার ওপর অসন্তুষ্ট ছিল।

ওই সূত্রের আরও দাবি, প্রশাসনের এই অসন্তোষের অন্যতম কারণ ছিল তুলসীর তৈরি ডিরেক্টরস ইনিশিয়েটিভস গ্রুপ নামক টাস্কফোর্সের বেশ কিছু পদক্ষেপ। সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির হত্যা-সংক্রান্ত গোপন নথি প্রকাশ্যে আনা, ভোটযন্ত্রের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা ও করোনার উৎস অনুসন্ধানের মতো বিষয়ে কাজ করছিল দলটি। ওই সূত্র জানায়, হোয়াইট হাউসের সঙ্গে তুলসীর দ্বন্দ্বের আরও একটি কারণ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গত আগস্টে ৩৭ জন বর্তমান ও সাবেক মার্কিন কর্মকর্তা সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বাতিল করেছিলেন তুলসী। এর ফলে বিদেশে গোপন অভিযানে নিযুক্ত এক মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম প্রকাশ্যে চলে আসে। গোয়েন্দা বিভাগকে রাজনীতিমুক্ত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তুলসী। সিআইএর সাবেক পরিচালক জন ব্রেনান-সহ একাধিক সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছিলেন তিনি।

রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনার মার্কিন

৭ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন বিচার বিভাগ। ওভাল অফিসে দেওয়া এক কড়া হুঁশিয়ারিতে ট্রাম্প স্পষ্ট জানিয়েছেন, যেকোনো উপায়ে কিউবাকে ‘স্বাধীন বা অধিগ্রহণ’ করতে পারে মার্কিন প্রশাসন। এরই মধ্যে সামরিক নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও সিআইএর গোপন বার্তার মাধ্যমে দ্বীপরাষ্ট্রটির ওপর সর্বোচ্চ চাপ সৃষ্টি করেছে ওয়াশিংটন।

এদিকে কিউবাকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি ‘জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। দেশটির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ চুক্তির সম্ভাবনা ‘খুব বেশি নেই’ বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাউল কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যা মামলার অভিযোগ গঠনের এক দিন পরই তিনি এই মন্তব্য করলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মার্কো রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সঙ্গে একটি কূটনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে আগ্রহী। তবে বর্তমান কিউবান নেতৃত্বের চরিত্র বিবেচনায় সেই সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। তিনি আরো অভিযোগ করেন, কিউবা এ অঞ্চলের ‘সন্ত্রাসবাদের অন্যতম বড় মদদদাতা’। সাংবাদিকদের রুবিও বলেন, ‘আমি আপনাদের সঙ্গে সৎ থাকতে চাই, আমরা এখন যাদের মোকাবেলা করছি, তাদের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা খুব বেশি নয়।’

অনলাইনে পরিচয় পড়তে স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

MLS
York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President
- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880
We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals
718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York
NOTARY PUBLIC
TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES
AUTHORIZED e-file PROVIDER
37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com
Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই
- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com
CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering
Professional, compassionate care -
we are ready to help you to Enroll
PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the
LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

১৯৯৬ সালে দুটি বিমান ভূপাতিত

৬ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছেন। মিয়ামির ফ্রিডম টাওয়ারে দেওয়া এক বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্লাঞ্চ ঘোষণা করেন যে বিমান ধ্বংসের পাশাপাশি আরমান্দো আলেহান্দ্রে জুনিয়র, কার্লোস আলবার্তো কস্তা, মারিও ম্যানুয়েল দে লা পেনা এবং পাবলো মোরালেসের মৃত্যুর ঘটনায় কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে হত্যার চারটি পৃথক অভিযোগ আনা হবে।

ব্লাঞ্চ বলেন,ওযুক্তরাষ্ট্র এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার নাগরিকদের কখনো ভোলে না, আর ভবিষ্যতেও ভুলবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের আদালতেই এই অভিযোগগুলোর ওপর যুক্তি-তর্ক হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডও হতে পারে। খুনের প্রতিটি অভিযোগের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে কিউবার ওপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা এবং তেল সরবরাহে অবরোধ আরোপ করেছে। এর ফলে দেশটিতে ব্যাপক ব্ল্যাকআউট (বিদ্যুৎবিপর্যয়) এবং খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে।

আমেরিকান ইউনিভার্সিটির লাতিন আমেরিকান রাজনীতি বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম লিওগ্র্যান্ড বলেন,ওআমার মনে হয়, আমেরিকার কৌশল হলো ধীরে ধীরে চাপ বাড়ানো, যাতে কিউবা সরকার একপর্যায়ে হার মেনে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়।

কিউবার জনগণের প্রতি রুবিওর বার্তা

বুধবার কিউবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশটির জনগণের উদ্দেশে একটি বার্তা দেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। তিনি বলেন, ওপ্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও একটি পরিবর্তিত কিউবার মধ্যে এক নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব দিচ্ছেন।

রুবিও দেশটির নাগরিকদের বলেন, কিউবার সামরিক বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিতওগ্যাসা নামের একটি করপোরেশনই মূলত তাদের ব্ল্যাকআউট ও খাদ্যসংকটের জন্য দায়ী। বন্দর থেকে শুরু করে পেট্রলপাম্প এবং পাঁচতারা হোটেল-কিউবার অর্থনীতির সবচেয়ে লাভজনক খাতগুলো মূলত এই গ্যাসা-র মালিকানাধীন বা তাদের দ্বারা পরিচালিত।

অন্যদিকে কিউবার প্রেসিডেন্ট দিয়াজ-ক্যানেল যুক্তরাষ্ট্রকে মিথ্যাবাদী এবং কিউবার জনগণের ওপরওসামষ্টিক শাস্তি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, বিমান ভূপাতিত করার ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তথ্য বিকৃত করছে। তার দাবি, ওই ঘটনায় কিউবা নিজেদের জলসীমার মধ্যে বৈধ আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল।

কাস্ত্রোকে কি ধরে আনবে যুক্তরাষ্ট্র?

কাস্ত্রোকে কি বিচারের মুখোমুখি করতে যুক্তরাষ্ট্রে আনা হতে পারে? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ব্লাঞ্চ বলেন, কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রোকে ধরে আনার চেষ্টা করবে কি না, তা তিনি নিশ্চিত করেননি। তিনি বলেন,ওআমরা আশা করছি যে, তিনি নিজের ইচ্ছায় হোক বা অন্য কোনো উপায়ে হোক, এখানে উপস্থিত হবেন।

বিশেষজ্ঞ লিওগ্র্যান্ড মনে করেন, কিউবানরা যদি আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি না হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র কাস্ত্রোকে ধরে আনতে পারে।

বিচার বিভাগ নিকোলাস মাদুরোকে অভিযুক্ত করার পর গত জানুয়ারি মাসে মার্কিন সামরিক বাহিনী এক অভিযান চালিয়ে ভেনিজুয়েলার এই সাবেক প্রেসিডেন্টকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে আসে।

এই ঘটনাটি ওয়াশিংটনের সঙ্গে ভেনিজুয়েলার সম্পর্ককে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। তবে লিওগ্র্যান্ড সতর্ক করে বলেছেন, কিউবার ক্ষেত্রে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ কাস্ত্রো প্রায় এক দশক আগেই রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন।

অবশ্য ব্লাঞ্চ জানিয়েছেন, তিনি কাস্ত্রো এবং মাদুরোর মামলার মধ্যে ওকোনো তুলনা করবেন না।

৯৪ বছর বয়সী রাউল কাস্ত্রো, যিনি প্রয়াত কিউবান নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর ভাই, এখনো দেশটিতে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাকে কিউবান বিপ্লবের একজন নেতা হিসেবে এখনো সম্মান করা হয়।

বুধবারের এই মামলার রাজনৈতিক দিক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন,ওকিউবান-আমেরিকানদের সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাদের সাহায্য করতে চাই।

মিয়ামিতে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসে প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করা আইনজীবী লিন্ডসে লাজোপলোস ফ্রিডম্যান বিবিসিকে বলেন,ওযদি কাস্ত্রো এই মামলায় উপস্থিত হন, তবে অন্য যেকোনো আসামির মতো তাকেও সমান আইনি অধিকার দেওয়া হবে, যার মধ্যে জুরি ট্রায়াল অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ইরান যুদ্ধ: সমঝোতার আশায়

৭ পৃষ্ঠার পর

হামলা শুরু হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মার্কো রুবিও বলেন, আমি মনে করি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদল আজ তেহরান সফরে যাবে। আশা করছি, এর ফলে আলোচনা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

গত ৮ এপ্রিল কার্যকর হওয়া এক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের শুরু করা কয়েক সপ্তাহের যুদ্ধের অবসান ঘটে। তবে ইসলামাবাদে আয়োজিত ঐতিহাসিক মুখোমুখি বৈঠকসহ এ পর্যন্ত নেওয়া নানা উদ্যোগ কোনো স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে।

এদিকে, পাকিস্তানের প্রভাবশালী সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি গত বুধবার এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ইরান সফর করেছেন।

ইরানের সংবাদমাধ্যমগুলো নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছিল, পাকিস্তানি সেনাপ্রধান মুনির সম্ভবত বৃহস্পতিবার তেহরান সফর করতে পারেন। যদিও পাকিস্তান সরকার তার এই সফরের পরিকল্পনার বিষয়ে কোনো নিশ্চিত তথ্য দেয়নি। এর মধ্যেই বেইজিং জানিয়েছে, শনিবার চীন সফরে যাচ্ছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। যুদ্ধ থামানোর লক্ষ্যে মধ্যস্থতার প্রচেষ্টায় বেইজিংও অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

পরিস্থিতি এক নাজুক সন্ধিক্ষণ

যদিও সরাসরি যুদ্ধ এবং পারস্য উপসাগরজুড়ে পাল্টাপাল্টি হামলা কিছুটা কমে এসেছে, তবে বিদ্যমান অচলাবস্থা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এপ্রিল মাসে পাকিস্তানেই একমাত্র সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের মধ্যস্থতায় আয়োজিত সেই বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের কর্মকর্তারা অংশ নিয়েছিলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আলোচনা সফল হয়নি। তেহরানের অভিযোগ ছিল, ওয়াশিংটনওবাড়তি ও অহেতুক দাবি উত্থাপন করেছে। এর পর থেকে উভয় পক্ষ একাধিক প্রস্তাব দিলেও নতুন করে সংঘাত শুরুর আশঙ্কা সবসময়ই বিরাজ করছে।

বুধবার সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, বিশ্বাস করুন, পরিস্থিতি এখন একদম চূড়ান্ত পর্যায়ে বা এক নাজুক সন্ধিক্ষণে রয়েছে। যদি আমরা সঠিক উত্তর না পাই, তবে পরিস্থিতি খুব দ্রুত অন্যদিকে (যুদ্ধের দিকে) মোড় নেবে। আমরা সবদিক থেকে প্রস্তুত আছি।

তিনি আরও জানান, একটি সমঝোতা 'খুব দ্রুত' বা 'কয়েক দিনের মধ্যেই' হতে পারে। তবে তিনি তেহরানকে সতর্ক করে বলেন, তাদের 'শতভাগ সন্তোষজনক জবাব' দিতে হবে। এদিকে, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানানোয় ন্যাটো মিত্রদের কড়া সমালোচনা করেছেন রুবিও। তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট তাদের সৈন্য মোতায়েন করতে বলছেন না, কিংবা যুদ্ধবিমান পাঠাতেও বলছেন না। তা সত্ত্বেও তারা কোনো ধরনের সহায়তা করতেই নারাজ। বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন করেছে।'

আক্রান্ত হলে কঠোর জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইরানের

নতুন করে সশস্ত্র সংঘাতের আশঙ্কায় তেহরান এখন সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। ইরানের প্রধান মধ্যস্থতাকারী মোহাম্মাদ বাগের গালিবাফ বুধবার ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ইরান আক্রান্ত হলে তার 'কঠোর জবাব' দেওয়া হবে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

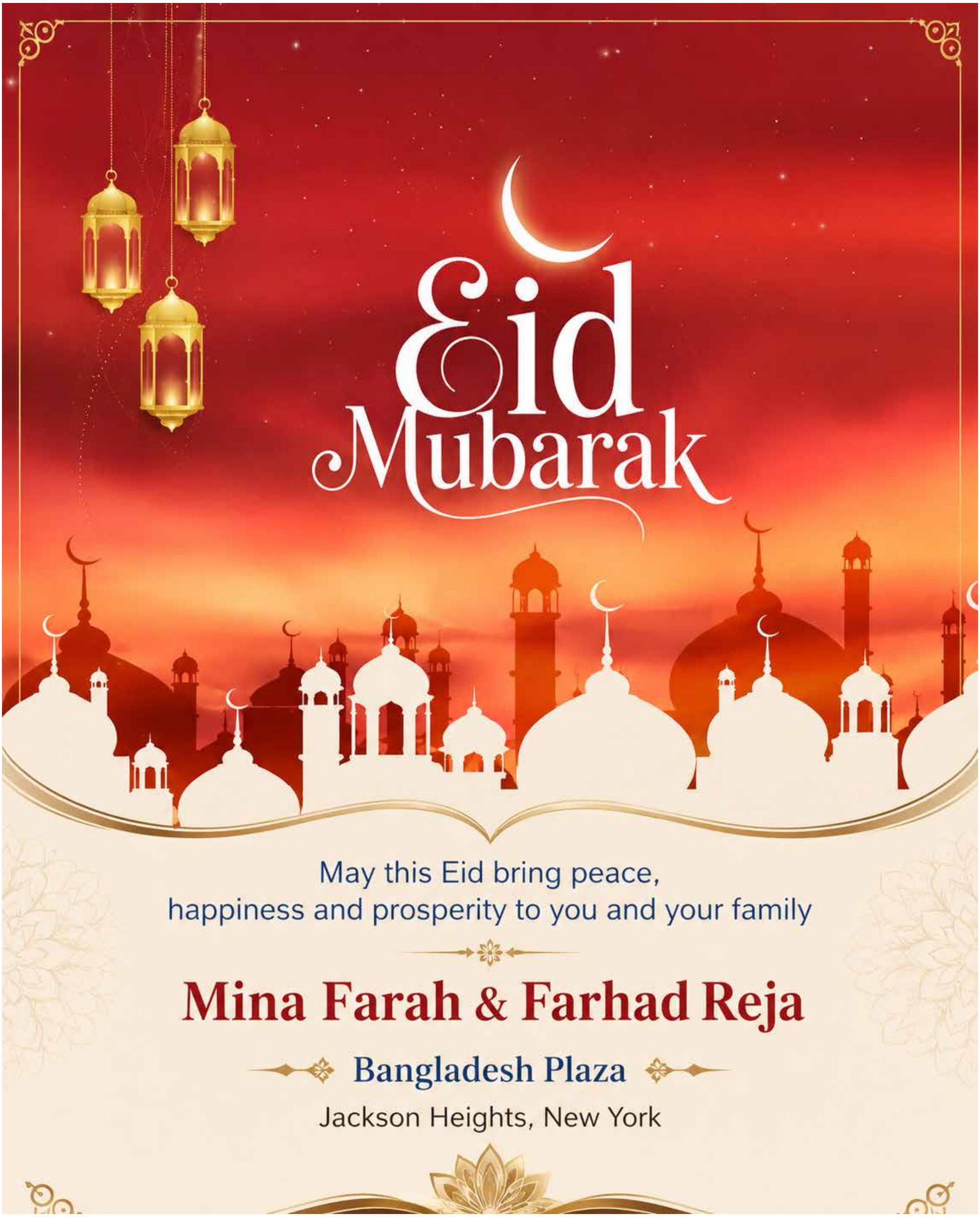
Eid
Mubarak
May this Eid bring peace,
happiness and prosperity to you and your family
Mina Farah & Farhad Reja
Bangladesh Plaza
Jackson Heights, New York

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-350-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

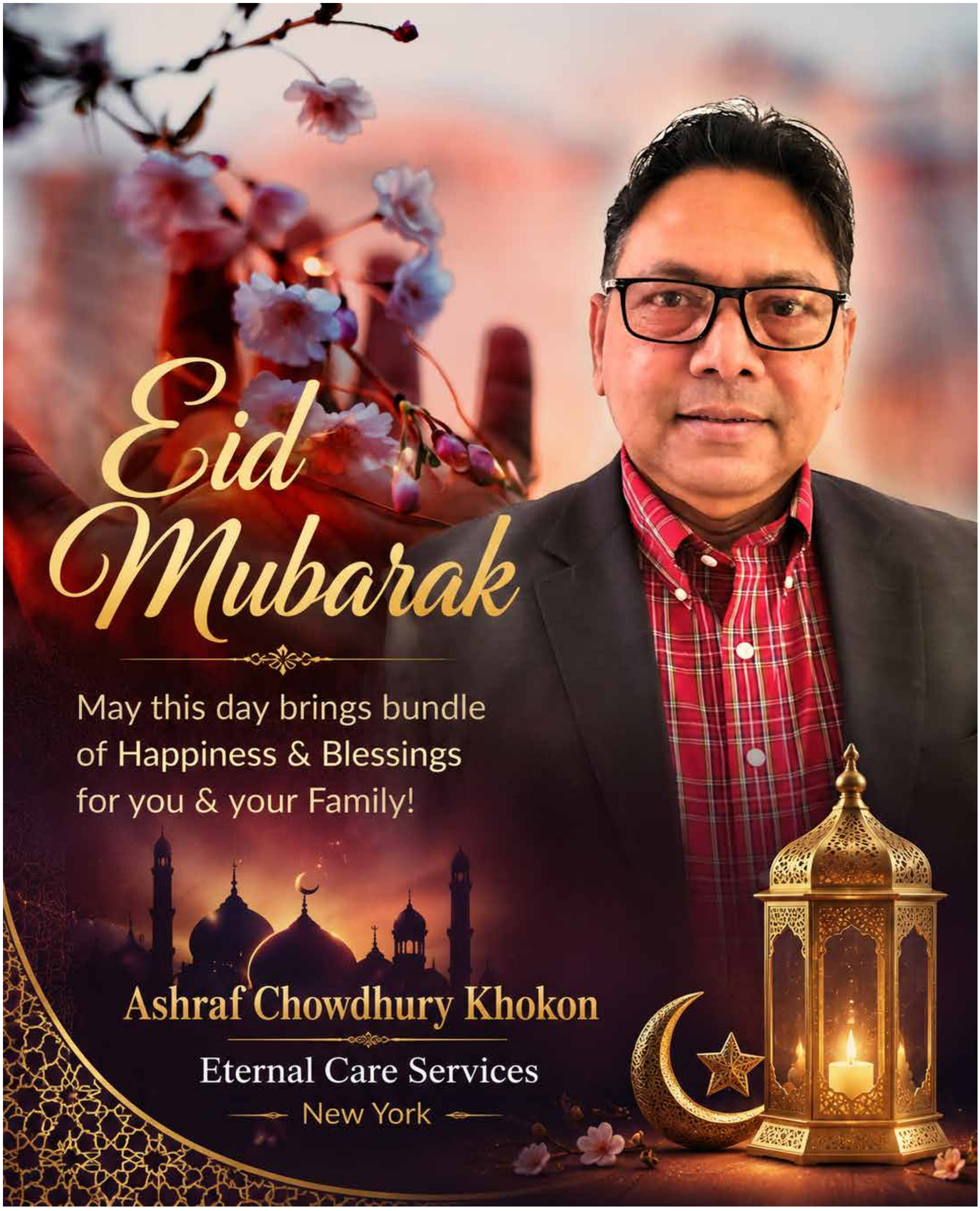
Eid Mubarak
May this day brings bundle
of Happiness & Blessings
for you & your Family!
Ashraf Chowdhury Khokon
Eternal Care Services
New York

যুদ্ধের শুরুতেই আহমাদিনেজাদকে ইরানের ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল

৬ পৃষ্ঠার পর

হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও শীর্ষ কর্মকর্তারা নিহত হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন, ইরানের নেতৃত্ব ভেতরের কারো হাতে গেলেই ভালো হবে।

পরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল শুরু থেকেই নির্দিষ্ট একজনকে সামনে রেখে পুরো পরিকল্পনা করেছিল। তিনি হলেন সাবেক ইরানি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ, যিনি কট্টর ইসরায়েলবিরোধী ও আমেরিকাবিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত।

মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলিদের তৈরি করা এই পরিকল্পনা নিয়ে আহমাদিনেজাদের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল। তবে পরিকল্পনাটি দ্রুতই ভেস্তে যায়।

মার্কিন কর্মকর্তারা ও আহমাদিনেজাদের এক সহযোগী জানান, যুদ্ধের প্রথম দিন তেহরানে তার বাড়িতে ইসরায়েলি হামলা চালানো হয়। ওই হামলার উদ্দেশ্য ছিল তাকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা। হামলায় তিনি আহত হলেও বেঁচে যান। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পাওয়ার পর নেতৃত্ব পরিবর্তনের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন।

এরপর থেকে তাকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি। বর্তমানে তিনি কোথায় আছেন বা তার শারীরিক অবস্থা কী, তা জানা যায়নি।

আহমাদিনেজাদকে এই পরিকল্পনার জন্য বেছে নেওয়া ছিল একেবারে অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তার বিরোধ বাড়ছিল এবং ইরানি কর্তৃপক্ষ তাকে কঠোর নজরদারিতে রেখেছিল। তবু ২০০৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনিও ইসরায়েলকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার আহ্বানের জন্য তিনি সুপরিচিত।

তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির জোরালো সমর্থক, যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচক এবং ভিন্নমত দমনে কঠোর অবস্থানের জন্যও পরিচিত।

কীভাবে আহমাদিনেজাদকে এই পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয়েছিল, তা এখনও জানা যায়নি।

এর আগে প্রকাশ না পাওয়া এই পরিকল্পনা ছিল ইরানের ধর্মভিত্তিক সরকার উৎখাতে ইসরায়েলের বহু ধাপের কৌশলের অংশ। এতে বোঝা যায়, ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু যুদ্ধ শুরুর সময় শুধু নিজেদের লক্ষ্য কত দ্রুত অর্জন করা যাবে তা ভুলভাবে মূল্যায়নই করেননি, একই সঙ্গে ইরানে নেতৃত্ব পরিবর্তনের একটি ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনার ওপরও কিছুটা নির্ভর করেছিলেন।

এমনকি ট্রাম্প প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তাও পরিকল্পনাটিকে অবাস্তব মনে করেছিলেন। বিশেষ করে আহমাদিনেজাদকে আবার ক্ষমতায় ফেরানোর পরিকল্পনা কার্যকর হবে কি না, তা নিয়ে মার্কিন কর্মকর্তাদের মধ্যে সংশয় ছিল।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আনা কেলি বলেন, অপারেশন এপিক ফিউরির লক্ষ্য নিয়ে শুরু থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প স্পষ্ট ছিলেন। লক্ষ্য ছিল ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস, উৎপাদন স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া, নৌবাহিনীকে অকার্যকর করা এবং তাদের প্রক্সি শক্তিগুলোকে দুর্বল করা। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী তাদের সব লক্ষ্য পূরণ করেছে, বরং কিছু ক্ষেত্রে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি সফল হয়েছে। এখন আমাদের আলোচকরা এমন একটি চুক্তির জন্য কাজ করছেন, যা স্থায়ীভাবে ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতার অবসান ঘটাবে।

ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের এক মুখপাত্র এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

যুদ্ধের শুরুর দিনগুলোতে মার্কিন কর্মকর্তারা ইসরায়েলের সঙ্গে তৈরি করা এমন একটি পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল ইরানে এমন একজন বাস্তববাদী নেতাকে খুঁজে বের করা, যিনি দেশটির নেতৃত্ব নিতে পারবেন।

কর্মকর্তারা দাবি করেন, ইরানি শাসকগোষ্ঠীর ভেতরে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী হতে পারেন। যদিও তাদের মধ্যপন্থি বলা যাবে না।

ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার মার্কিন অভিযানের সাফল্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ইরানেও নেতৃত্ব পরিবর্তনের পরিকল্পনা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল।

ট্রাম্প মনে করেছিলেন, এই মডেল অন্য দেশেও প্রয়োগ করা সম্ভব। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদকে নতুন নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল বলে জানিয়েছে মার্কিন কর্মকর্তারা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আহমাদিনেজাদ ইরানের শাসকগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়ান এবং তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তার আনুগত্য নিয়েও নানা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।

তাকে একাধিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়, তার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং পূর্ব তেহরানের নারমাক এলাকায় নিজের বাড়ির মধ্যেই তার চলাচল ক্রমশ সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

মার্কিন ও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা তাকে ইরানে নতুন সরকারের সম্ভাব্য নেতা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এতে বোঝা যায়, ফেব্রুয়ারির যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তেহরানে আরও নমনীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আশায়। যদিও ট্রাম্প ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা বলেছেন, যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল কেবল ইরানের পারমাণবিক, ক্ষেপণাস্ত্র ও সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করা।

কীভাবে আহমাদিনেজাদকে ক্ষমতায় বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং যে বিমান হামলায় তিনি আহত হন, সেই ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি কী ছিল-তা এখনও স্পষ্ট নয়।

মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর চালানো ওই হামলার উদ্দেশ্য ছিল আহমাদিনেজাদের ওপর নজর রাখা প্রহরীদের হত্যা করা। তাকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই হামলা চালানো হয়েছিল।

যুদ্ধের প্রথম দিনেই ইসরায়েলি হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি। মধ্য তেহরানে খামেনির কম্পাউন্ডে চালানো ওই হামলায় বৈঠকরত কয়েকজন ইরানি কর্মকর্তা প্রাণ হারান। এসময় এমন কয়েকজন কর্মকর্তা নিহত হন, যাদের সরকার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী বলে মনে করত হোয়াইট হাউস।

সে সময় ইরানের গণমাধ্যমে প্রাথমিকভাবে এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছিল যে, নিজের বাড়িতে হামলায় নিহত হয়েছেন আহমাদিনেজাদ। হামলায় তার বাড়িটি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও গলির প্রবেশমুখে থাকা নিরাপত্তা চৌকি ধ্বংস হয়ে যায়। স্যাটেলাইট ছবিতে ওই ভবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত দেখা গেছে।

পরবর্তী কয়েক দিনে সরকারি সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করে যে আহমাদিনেজাদ বেঁচে আছেন। তবে তার দেহরক্ষীরা নিহত হয়েছেন। বাস্তবে তারা ছিলেন ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের সদস্য, যারা একই সঙ্গে তাকে পাহারা দিচ্ছিলেন এবং গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন।

মার্চে দ্য আটলান্টিকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে আহমাদিনেজাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের বরাতে বলা হয়, তার বাড়িতে হামলার পর সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে সরকারি নজরদারি থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিবেদনে ঘটনাটিকে কার্যত গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়।

ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর আহমাদিনেজাদের এক সহযোগী নিউ ইয়র্ক টাইমসকে নিশ্চিত করেন, আহমাদিনেজাদ হামলাটিকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা হিসেবেই দেখেছিলেন।

ওই সহযোগী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আহমাদিনেজাদকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছিল, যিনি ইরানের নেতৃত্ব দিতে পারবেন এবং ইরানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সক্ষমতা রাখেন।

তিনি আরও বলেন, নিকট ভবিষ্যতে আহমাদিনেজাদ ইরান্তে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতেন।

ওই সহযোগীর দাবি, যুক্তরাষ্ট্র তাকে অনেকটা ভেনেজুয়েলার ডেলসি রদ্রিগেজের মতো বিকল্প নেতা হিসেবে বিবেচনা করছিল। মার্কিন বাহিনী নিকোলাস মাদুরোকে আটক করার পর ডেলসি রদ্রিগেজ ক্ষমতায় আসেন এবং পরে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন।

প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আহমাদিনেজাদ কট্টর নীতি ও বিতর্কিত বক্তব্যের জন্য পরিচিত ছিলেন। তিনি হলোকাস্ট অস্বীকার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন, ইরানে কোনো সমকামী ব্যক্তি নেই। তেহরানে জায়নবাদবিহীন বিশ্ব শীর্ষক এক সম্মেলনেও বক্তব্য দিয়েছিলেন তিনি।

পশ্চিমা গণমাধ্যম ও ব্যঙ্গবিদদের কাছেও তিনি আলোচিত চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। এমনকি মার্কিন টেলিভিশন অনুষ্ঠান স্যাটারডে নাইট লাইভ-এও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র তৈরি করা হয়েছিল।

তার শাসনামলেই ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নেয়, যা ভবিষ্যতে পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২০০৭ সালে মার্কিন গোয়েন্দা মূল্যায়নে বলা হয়েছিল, ইরান কয়েক বছর আগে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কার্যক্রম স্থগিত করলেও এমন পারমাণবিক জ্বালানি সমৃদ্ধকরণ চালিয়ে যাচ্ছিল, যা চাইলে অস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা সম্ভব।

ক্ষমতা ছাড়ার পর ধীরে ধীরে আহমাদিনেজাদ ধর্মভিত্তিক সরকারের সমালোচকে পরিণত হন, অথবা অন্তত আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়।

২০১৭, ২০২১ ও ২০২৪ সালে তিনি আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করেন। তবে প্রতিবারই ইরানের গার্ডিয়ান কাউন্সিল তার প্রার্থিতা বাতিল করে দেয়। এই কাউন্সিলে বেসামরিক ও ইসলামি আইনজ্ঞরা রয়েছেন।

আহমাদিনেজাদ ইরানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও দুর্বল শাসনের অভিযোগ তোলেন এবং তেহরানের সরকারের সমালোচকে পরিণত হন। যদিও তিনি কখনও প্রকাশ্য ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন না, তবু শাসকগোষ্ঠী তাকে অস্থিতিশীলতা তৈরির সম্ভাব্য ব্যক্তি হিসেবে দেখতে শুরু করে।

পশ্চিমাদের সঙ্গে আহমাদিনেজাদের সম্পর্ক আরও জটিল ছিল। ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা করেন এবং ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়নের পক্ষে মত দেন।

আহমাদিনেজাদ বলেন, মিস্টার ট্রাম্প কাজের মানুষ। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তাই তিনি লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম।

আহমাদিনেজাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা কিংবা ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও ওঠে।

তার সাবেক চিফ অব স্টাফ এসফানদিয়ার রহিম মাশাইয়ের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে বিচার শুরু হয়। ওই মামলার বিচারক প্রকাশ্যে তার সঙ্গে ব্রিটিশ ও ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে এ অভিযোগ প্রচার করাও হয়েছিল।

গত কয়েক বছরে আহমাদিনেজাদের বিদেশ সফর নিয়েও নানা জল্পনা তৈরি হয়।

২০২৩ সালে তিনি গুয়াতেমালা সফর করেন। এরপর ২০২৪ ও ২০২৫ সালে হাঙ্গেরি যান। নিউ লাইনস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব সফরের তথ্য উঠে আসে। দেশ দুটি ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত।

সে সময় হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন। হাঙ্গেরি সফরের সময় আহমাদিনেজাদ অরবানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেন।

গত জুনে ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরু করার কয়েক দিন আগেই তিনি বুদাপেস্ট থেকে ফেরেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি জনসমক্ষে খুব কমই দেখা দেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মাত্র কয়েকটি পোস্ট করেন। ইসরায়েলকে দীর্ঘদিন ধরে ইরানের প্রধান শত্রু হিসেবে দেখা আহমাদিনেজাদের এই নীরবতা ইরানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকের নজর কাড়ে।

জনমত বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ফিল্টারল্যাবসের এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, আহমাদিনেজাদের মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর তাকে নিয়ে ইরানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা বেড়ে যায়। তবে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে সেই আলোচনা কমে আসে এবং মূলত তার অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তিই আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

অভিযান পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত দুই ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, শুরুতে ইসরায়েল যুদ্ধকে কয়েকটি ধাপে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এর প্রথম ধাপে ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ বিমান হামলা, ইরানের সর্বোচ্চ নেতাদের হত্যা এবং ইরানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কুর্দিদের সক্রিয় করা।

এরপর দ্বিতীয় ধাপে ইসরায়েলের পরিচালিত প্রভাব বিস্তারমূলক প্রচারণা এবং কুর্দি হামলার মাধ্যমে ইরানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি ও সরকার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে-এমন ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপে রাজনৈতিক চাপ ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে সরকার পতনের পর একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল।

তবে বাস্তবে বিমান হামলা ও সর্বোচ্চ নেতাকে হত্যার বাইরে পরিকল্পনার অধিকাংশই সফল হয়নি। পরে দেখা যায়, ইরানের প্রতিরোধক্ষমতা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার সক্ষমতা সম্পর্কে বড় ধরনের ভুল ছিল এই পরিকল্পনায়।

যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস পরও ইরানের ধর্মভিত্তিক সরকার টিকে থাকার পরও কিছু ইসরায়েলি কর্মকর্তা সরকার পরিবর্তনের পরিকল্পনা সফল হবে বলে বিশ্বাস প্রকাশ করেন।

মোসাদপ্রধান ডেভিড বার্নিয়া বিভিন্ন আলোচনায় তার ঘনিষ্ঠদের বলেছেন, ইরানে কয়েক দশকের গোয়েন্দা তৎপরতার ভিত্তিতে তৈরি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের অনুমোদন পেলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি ছিল বলে তিনি এখনও মনে করেন।

বিগত ২০ বছর ক্রীড়াঙ্গন ছিলো

৮ পৃষ্ঠার পর

দুপুরে যশোরের শামসুল হুদা একাডেমিতে এএফসি গ্রাসরুট ফুটবল ডে ও ওয়ার্ল্ড ফুটবল ডে ২০২৬ন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি এই মন্তব্য করেন। দিনব্যাপী 'এএফসি গ্রাসরুটস ফুটবল ডে উপলক্ষে যশোর সদরের হামিদপুরে শামস-উল-হুদা ফুটবল একাডেমিতে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ৮০০ ক্ষুদে ফুটবলারের পদচারণায় রঙিন হয়ে উঠে। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এখানে এসে আমি আমার তারুণ্যের দিনগুলিতে ফিরে গেলাম ছোট বাচ্চাদের দেখে। আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর যশোরে। আমি যশোর ক্যান্টমেন্টে যুদ্ধ করেছিলাম। যশোরে আড়াই বছর চাকরি করেছি শুরুতে। শামসুল হুদার নামে স্টেডিয়াম হওয়ায় আমি খুশি। তার নামে এখন একাডেমি হয়েছে বাংলাদেশে এমন নজির নেই।' 'নাসের জাহেদীর মতো এমন ১০ জন ক্রীড়ামোদি থাকলে আমরা এতদিন বিশ্বকাপের কাছাকাছি থাকতাম। জাহেদী সাহেব এই উদ্যেগ চালিয়ে যাবেন প্রত্যাশা এমন। পাকিস্তান এবং আর্জেন্টিনার বন্ধু এসেছে তাদের ধন্যবাদ। আশা করি যশোরের ফুটবলের মান উন্নত হবে সঙ্গে বাংলাদেশের। বাংলাদেশ এশিয়ার ফুটবল ম্যাপে আরো এগিয়ে যাবে এশিয়ার মধ্যে সেরা দল হবে বাংলাদেশ।'

অনুষ্ঠানে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, দেশের গ্রাসরুট ফুটবল উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। তাবিথ আওয়াল বলেন, আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে কোচ আনার। যারা ভালো খেলবে, তাদের আর্জেন্টিনায় পাঠানোর বিষয়ও ভাবা হচ্ছে।'

অনুষ্ঠানে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলো চার্লোসও একাডেমির সুযোগ-সুবিধা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিশুদের অংশগ্রহণ ও আগ্রহ দেখে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এখান থেকেই উঠে আসবে বাংলাদেশের আগামী দিনের ফুটবল তারকারা। তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবলের প্রসার ও ভবিষ্যৎ ফুটবল তারকাদের গড়ে তুলতে এই ধরণের ব্যতিক্রমধর্মী এই আয়োজন বলে জানিয়েছে আয়োজকরা।

এদিকে বিকালে বাফুফের উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী এ ফেস্টিভ্যালে ক্ষুদে খেলোয়াড়দের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে বাবুফের সহ সভাপতি ও একাডেমির পরিচালক নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, পাকিস্তানের ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এ্যাটাচি জায়ান আজিজ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশেক হাসান, পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক দেলোয়ার হোসেন খোকন, প্রেস ক্লাব যশোরের সভাপতি জাহিদ হাসান টুকুনসহ বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে নাসের জাহেদী তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, 'আজকের দিনটি অনেক আনন্দের। তবে আজকের দিনটি ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে স্পিকার আমাদের মাঝে এসেছেন। তার আগমনে এই একাডেমিসহ সব ফুটবলাররা অনুপ্রাণিত হবে। আশা করি এই ধারা চলতে থাকবে।' এদিকে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূত মার্সেলোর চোখেমুখে লেগে ছিল হাসির আভা। একাডেমির সুযোগ সুবিধা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন তিনি। আশা করেন এখান থেকে বেড়ে উঠবে আগামীর তারকারা। যশোর শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে হামিদপুরে অবস্থিত এই একাডেমি মন কাড়তে বাধ্য হবে ভক্ত-ক্রীড়াপ্রেমীদের। আগামীর ফুটবলাররা এখান থেকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে হয়ে উঠতে পারবেন লাল-সবুজের প্রতিনিধিও।

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা

দুলাল বেহেদু

প্রেসিডেন্ট

ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক

সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের

৮ পৃষ্ঠার পর

মতিঝিল, ডেমরা, শ্যামপুর, সূত্রাপুর, পল্টন ও সবুজবাগসহ ঢাকার কয়েকটি এলাকার জোন ইনচার্জদের পাঠানো হয়। কামরুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই চিঠির একটি অনুলিপি দ্য ডেইলি স্টারের হাতে এসেছে।

চিঠিতে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের নিজ নিজ এলাকার সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে গতকালের মধ্যে জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ১৪ মে ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স শাখা থেকে দেওয়া আগের এক নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে চিঠিটি পাঠানো হয়। পুলিশকে নাম-ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজনৈতিক পরিচয় বা সংশ্লিষ্টতা, সাংবাদিকতার বাইরে অন্য কোনো পেশায় □যুক্ত কি না, পরিবারের রাজনৈতিক পটভূমি এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্টসহ বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে কোনো নেতিবাচক তথ্য থাকলে সেটিও তালিকাভুক্ত করতে বলা হয়েছে। চিঠি পেয়েছেন এসবির এমন কয়েকজন কর্মকর্তা ডেইলি স্টারকে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক জোন ইনচার্জ বলেন, 'আমরা চিঠি পেয়েছি, তবে এখনো তালিকা জমা দিইনি। কারণ এটি খুবই জটিল কাজ।' 'তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে,' বলেন তিনি।

দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে

৯ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বিষয়ে যা-ই বলছেন না কেন, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বিষয়টিকে স্ট□্যান্টবাজি হিসেবে দেখছেন।

তারা মনে করছেন, এটি দলের কর্মীদের চাঙ্গা রাখার কৌশল মাত্র। আসলে তিনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশে ফিরবেন না।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতা হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী ও গণহত্যা মামলায় ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ফাঁসির রায় দিয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম টাইমস অব বাংলাদেশকে বলেন, 'শেখ হাসিনা দেশে দ্রুত সময়ে ফিরতে চান। সে জন্য যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার, তা আমরা করছি। তিনি যেভাবে ভারতে গিয়েছেন সেভাবেই বীরদর্পে দেশে ফিরবেন।'

এ ধরনের বক্তব্যের আসলে বাস্তবতা আছে, নাকি কর্মীদের চাঙা করার কৌশল-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'একটু অপেক্ষা করুন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরা উপলক্ষে বিপুল জনসমাগম করতে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।'

তিনি আরো বলেন, 'এই মুহূর্তে দলের অসহায় নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়াতেই দেশে ফিরবেন শেখ হাসিনা।

সম্প্রতি শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপ আওয়ামী লীগের এক নেতা। নাম প্রকাশ না করার শর্তে টাইমসকে তিনি বলেন, 'সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরে বিচারের মুখোমুখি হতে চান। তার এই মনোভাবের কথা ভারত সরকারকে জানানো হয়েছে। এমনকি তিনি আগামী ১৫ আগস্টের আগেই দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে ট্রাভেল পাসও চাইতে পারেন।'

সম্প্রতি দলের নেতাদের সঙ্গে টেলিগ্রামের একটি গ্রুপ কলে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'তার এখন যে বয়স, তাতে আর সর্বোচ্চ কয়েক বছর বাঁচতে পারেন। দেশে এসে গণতন্ত্রের জন্য যদি তাকে ফাঁসির মঞ্চেও যেতে হয়, তাতেও তার কোনো কষ্ট থাকবে না', বলেন ইউরোপ আওয়ামী লীগের ওই নেতা।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এর পর থেকেই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বহু নেতা দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার গত বছরের ২৭ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত করে। পরে চলতি বছরের এপ্রিলে জাতীয় সংসদে আইন পাসের মাধ্যমে দলটির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করলে আরো চাপে পড়ে আওয়ামী লীগ।

তৃণমূল নেতাকর্মীদের বড় অংশ এখন মামলা, গ্রেপ্তার আতঙ্ক ও আর্থিক সংকটে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমন প্রেক্ষাপটে আসলেই শেখ হাসিনার দেশে ফেরার বক্তব্য কী শুধু বক্তব্যেই সীমাবদ্ধ নাকি দলটির এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করেছে টাইমস।

দলটির কয়েক ধাপের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে অবস্থান করলেও সেখানে তিনি নিয়মিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করছেন।

শেখ হাসিনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ভারত সরকার তার সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের বৈঠক করারও সুযোগ করে দিচ্ছে। সেখানে তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন।

দলীয় প্রধানের এমন দৃঢ় মনোভাবের পর দলের মাঠের নেতাকর্মীদের প্রস্তুত করতে দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সারা দেশে এখন নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাম্প্রতিক ইস্যুতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো তাকে (শেখ হাসিনা) ফেরত চাই, আইনিভাবে চাই। ভারতের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে অনুরোধ করেছি শেখ হাসিনাকে ফেরত চাই। আমরা চাই তিনি মামলা ফেস করুক।'

তবে এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রত□্যর্পণ ইস□্যুতে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের সাড়া না মিললেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্য বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী বলেন, 'ক্ষমতার শেষ ১৫ বছরে মুখের জোরে শেখ হাসিনা টিকে ছিলেন। এখনো মুখের জোরে কর্মীদের চাঙ্গা করতে চাইছেন তিনি। শেখ হাসিনা দেশে ফিরবেন তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো উপাদান দেখছি না।'

দিলারা চৌধুরী বলেন, 'শেখ হাসিনা কবে আসতে চান সেটি বড় কথা নয়। বরং তাকে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করা সরকারের দায়িত্ব।'

আওয়ামী লীগের নেতারা মনে করছেন, শেখ হাসিনা যেদিন দেশ ছেড়েছিলেন নিরাপত্তার শঙ্কায় তাকে ভারতে পাঠানো হয়েছিল। এখন দেশে একটি নির্বাচিত সরকার রয়েছে। তাই এখন দেশে ফিরলে তার জীবনের নিরাপত্তার শঙ্কা নেই। তিনি আইন-আদালত ফেস করতে পারবেন। এ ছাড়া, বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারলে আওয়ামী লীগকে প্রাসঙ্গিক করা সম্ভব বলেও মনে করছে দলটি।

ফাঁসির রায়, দেশে ফিরলে যা মোকাবেলা করতে হবে

গত বছরের ১৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। রায়ে শেখ হাসিনাকে গণহত্যা, হত্যার নির্দেশ ও উসকানির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। পরে পূর্ণাঙ্গ রায়ে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্তের নির্দেশও দেওয়া হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বর্তমানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি), দুদক এবং হত্যা-গুমসহ একাধিক মামলা বিচারাধীন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, দমন-পীড়ন ও আন্দোলন দমনের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে আইসিটি মামলার বিচার হয়। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ও পূর্বাচল প্লট কেলেঙ্কারির মামলাও রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক চিফ প্রসিকিউটর ও সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী তাজুল ইসলাম বলেন, 'শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে তাকে প্রথমেই আইসিটি মামলায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। এ ছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধ, গুম-খুন ও দুর্নীতির মামলাগুলো মোকাবেলা করতে হবে।'

দেশে ফিরলে ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা আপিল করতে পারবেন কি না প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে আপিল করার নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। তিনি আপিল করতে পারবেন কি না সেটি সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত দেবে।'

তাজুল ইসলাম বলেন, 'তিনি মামলাগুলো ফেস করলেন না অথচ এখন ফাঁসির আদেশ নিয়ে দেশে এসে মামলা ফেস করবেন, এটির সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। এটি শেখ হাসিনার পলিটিক্যাল স্ট্যান্টবাজি। তিনি দেশে এসে ফেস করতে চাইলে সেটি ভালো কথা।'

সূত্র : টাইমস অব বাংলাদেশ

১৮ মাসে অন্তর্বর্তী সরকার দেশকে

৯ পৃষ্ঠার পর

জানান, কোরবানির পর নগর পরিষ্কার করতে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ৭৫টি ওয়ার্ডে ৪৬ টন ব্লিচিং পাউডার ও ২১০ গ্যালন বা ১ হাজার ৫০ লিটার স্যাভলন দেওয়া হবে। এছাড়া, কোরবানির পশুর বর্জ্য ফেলার জন্য পুরো ঢাকা শহরে ১ লাখ ৪০ হাজার পিস ব্যাগ দেওয়া হবে।

আগামী ২-৩ বছর পরে স্লটার হাউসে কোরবানির ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি।

সালাম বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার ১৮ মাসে সিটি করপোরেশন ডুবিয়ে দিয়েছে। আমি বলি যে, ১৮ মাসে ১৮ বছর পিছিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশকে। এই যে দেখেন, হামে বাচ্চারা মারা যাচ্ছে, এই দায়িত্বটা কার? এই দায়িত্বটা ওদের। সেই সময় টিকা আনে নাই।'

'আজকে ঢাকা শহরে দেখেন রিকশার জ্যাম হয়। এই রিকশা কখন আসছে? ৫ আগস্টের পরে আসছে। আজকে পুরো রাস্তাঘাট সয়লাব। আজকে হকারে সব রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে তো চলতে পারে না! একটা সিস্টেম হতে হবে,' যোগ করেন তিনি।

সালাম আরও বলেন, 'ওই ১৮ মাস তারা কিছুই করে নাই। বরং দেশটা আরও পিছিয়ে দিয়েছে।'

এ সময় বিরোধীদলের সমালোচনা করেন এই বিএনপি নেতা। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাত্র তিন মাসে অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছেন। আজকে বিরোধীরা বলে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকার ফেলে দেবে। 'ফেলে দেওয়ার কী হলো! জনগণ ভোট দিয়ে (বিএনপিকে ক্ষমতায়) এনেছে।'

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'জুলাই সনদ কোত্থেকে এলো? আমাদের ১৭ বছরের আন্দোলনেই তো জুলাই সনদ। আমরা তো সেটার বাইরে না! আর সবচেয়ে বড় কথা, জনগণের জন্য কাজ করছে কি না সরকার-এটা দেখতে হবে।'

জনগণ বিএনপিকে ৫ বছর সময় দিয়েছে, সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন বিএনপির এই নেতা।

বিরোধীরা আন্দোলন করলে বিএনপি ঘরে বসে থাকবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, 'আন্দোলনের কথা বলে দেশটাকে আর পিছিয়ে দিয়েন না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে আজকে তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় সারা পৃথিবীতে একটা অর্থনৈতিক মন্দা, বাংলাদেশও সেটার বাইরে না। কিন্তু আপনারা যদি এখন আবার একটা বিশৃঙ্খলা করেন, দেশটা তো আরও রসাতলে যাবে। কাজেই ধৈর্য ধরেন, একটু সময় দেন। দুই-তিন বছর সময় দেন।'

তিনি বলেন, 'দেখেন না-তারেক সাহেব কতটুকু পারে, কী পারে না। তারপর না পারলে তো পাবলিকই বলবে। আপনারা তো পাবলিক না! আপনারা তো জামায়াতের লোক। আপনারা তো অমুক দলের ছাত্রদের লোক। আপনারা তো পাবলিক না, পাবলিক কী বলে সেটা শোনেন।'

'দেশ চালানো অত সহজ না। আস্তে আস্তে চালাতে দেন, তারেক রহমানকে চালাতে দেন, গণতন্ত্রটা রাখেন। আবার নির্বাচন করবেন, নির্বাচনে যদি জনগণ তারেক রহমানকে পছন্দ না করে, আপনাদেরকে পছন্দ হলে আপনাদের ভোট দেবে। এত সহজ না তো। আপনাদের চরিত্র একাত্তরে তো মানুষ দেখেছে। ভুলে গেছে? ভোলার কথা না তো,' যোগ করেন তিনি।

মেয়র নির্বাচিত হলে আগামী দুই বছরের মধ্যে ঢাকা শহরের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, এলিফ্যান্ট রোড এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধানে নতুন প্রকল্প আসছে।

তিনি আরও জানান, এই এলাকার পানি ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গায় ফেললে জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান হবে।

এলিফ্যান্ট রোডের ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চেয়ে সালাম বলেন, 'ময়লাটা যেখানে ফেলার, সেখানে ফেলতে হবে। যত্রতত্র না ফেলে একটা ডাস্টবিন বা গার্বেজ বক্স বা টিন, যেটাই আমরা ব্যবহার করতে পারি, অন্তত বাড়ির ময়লাগুলো...সব দোকান থেকে যদি ঝাড়ু দিয়ে এনে রাস্তার মধ্যে ফেলে দেয়, তাহলে তো রাস্তায় আবর্জনা হবেই এবং সারাদিন দেখা যায় যে, এই আবর্জনার মধ্যে গাড়ি-ঘোড়া চলে, আবর্জনাগুলো ছড়িয়ে যায়। এইগুলোতে আপনাদের শৃঙ্খলা আনতে। এগুলো (শৃঙ্খলা) আনার জন্য কিন্তু সিটি করপোরেশন পাহারা দিতে পারবে না।'

সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। সালাম আরও জানান, নগর পরিচ্ছন্নতায় সমন্বিতভাবে কাজ করতে ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রামিসা হত্যার বিচার আগামী এক

৯ পৃষ্ঠার পর

হয়। সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম, পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম, সংস্কৃতি সচিব কানিজ মওলা, জেলা পরিষদ প্রশাসক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক লতিফুর রহমান শিবলী, ইনস্টিটিউটের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কবিপৌত্রী খিলখিল কাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তারিখ মনজুর, ময়মনসিংহ-৭ আসনের সংসদ সদস্য মাহবুবুর রহমান লিটন এবং জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে শিশুদের ওপর বর্বরতায় স্তম্ভিত

৮ পৃষ্ঠার পর

' একইসঙ্গে শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে অপরাধীদের পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন।

শুক্রবার ইউনিসেফের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, চলতি বছর এ পর্যন্ত বাংলাদেশে নারী এবং শিশুদের ওপর নির্মম ও যৌন সহিংসতার খবর যেভাবে বাড়ছে, তাতে দেশব্যাপী শিশু ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি) প্রতিরোধব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

প্রতিরোধ, অভিযোগ দায়ের, প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা, শিশুবান্ধব পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা এবং সামাজিক সেবার ঘাটতিগুলো দ্রুত দূর করতে হবে।

শিশু, নারী, পরিবার ও সমাজের যেকোনো সহিংসতা বা নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে মুখ খোলার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, সমাজে নীরবতা বজায় থাকলে সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়ে।

এই ধরনের পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সেবা পেতে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮-এ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

এ ছাড়া নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের মর্যাদার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাদের ছবি ও ভিডিও শেয়ার না করার আহ্বান জানিয়েছে ইউনিসেফ।

বিবৃতিতে বলা হয়, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের ছবি, ভিডিও বা ব্যক্তিগত তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা একধরনের নতুন নির্যাতন। যারা এগুলো শেয়ার করেন, তারা মূলত ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের মানসিক কষ্ট আরও বাড়িয়ে দেন এবং ভুক্তভোগীদের প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন করেন।

'ভায়োলেন্স' চাইলে আমাদের

৯ পৃষ্ঠার পর

ভুলটা শেখ হাসিনা করেছিলেন। আশা করি, এই ভুলটা তারেক রহমান করবেন না। আমাদের সহযোদ্ধাদের ওপর যারা হামলা করেছেন, ভিডিও ফুটেজ ও ছবিতে সবার পরিচয় এসেছে। আজ রাতের মধ্যে তাদের সবাইকে অবশ্যই গ্রেফতার করতে হবে। যদি গ্রেফতার না করা হয়, আপনারা যদি ভায়োলেন্স বেছে নেন, আমাদেরকেও ভায়োলেন্স বেছে নিতে বাধ্য হতে হবে।'

ড. ইউনূস সরকারের মুখোশ উন্মোচন

৮ পৃষ্ঠার পর

ইউনূস সরকারের বিদায়ের পর বিভিন্ন মহল তাঁর নানান কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন। বিশেষ করে হামের টিকা প্রদানে অবহেলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সারা দেশ সমালোচনায় মুখর। কিন্তু ইউনূস সরকারের একজন উপদেষ্টা এই প্রথম ওই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললেন, যিনি অন্তর্বর্তী সরকারের অংশ ছিলেন।

তা ছাড়া এর আগে কেউ ইউনূস সরকারের আদর্শিক অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। মাহফুজ আলম ইউনূস সরকারের নৈতিক এবং আদর্শিক অবস্থান নিয়ে কথা বললেন। তাঁর এ পোস্টটি বুঝিয়ে দিল, কেন '২৪-এর গণ অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ এ পোস্টে মাহফুজ যা লিখেছেন তা ইতোমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। এ পোস্টের প্রতিটি অংশই ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

মাহফুজ তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'লীগ সেদিনই ব্যাক করেছে, যেদিন '২৪-কে '৭১-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল স্বাধীনতার বিরুদ্ধের শক্তি।'

ইউনূস সরকার এবং তাঁর কয়েকজন প্রভাবশালী উপদেষ্টা ক্ষমতা নেওয়ার পরই '৭১-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। সারা দেশে মুক্তিযুদ্ধের স্থাপনা ভাঙচুর, মুক্তিযুদ্ধকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা ছিল ইউনূস শাসনের দেড় বছরের চিত্র। ড. ইউনূসের জাতির উদ্দেশে ভাষণে '৭১ এবং মুক্তিযুদ্ধকে রীতিমতো অবহেলা করা হয়েছিল।

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

ঢাকার লেকের মাছে ও পানিতে

৮ পৃষ্ঠার পর

সবচেয়ে বেশি গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, গুলশান লেকের উপরিভাগের পানিতে প্রতি লিটারে ৩৬টি এবং তলানির কাদার প্রতি কেজিতে ৬৭টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। গবেষকরা এর প্রধান কারণ হিসেবে লেকটিতে মাত্রাতিরিক্ত শিল্পবর্জ্য এবং পয়োনিষ্কাশন লাইনের সরাসরি সংযোগকে দায়ী করেছেন।

গবেষণায় বলা হয়েছে, গুলশান ও হাতিরঝিল লেক মূলত মাইক্রোপ্লাস্টিকের কসিঙ্কন বা আধার হিসেবে কাজ করছে। কারণ বিপুল পরিমাণ নগর-বর্জ্য এখানে এসে জমা হলেও পানি বের হওয়ার পর্যাপ্ত পথ নেই। অন্যদিকে, আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় ধানমণ্ডি লেকের পানি ও তলানিতে দূষণের মাত্রা তুলনামূলক কম দেখা গেছে।

মাছে মাইক্রোপ্লাস্টিক: ধানমণ্ডি লেক সবচেয়ে ভয়াবহ

গবেষণার সবচেয়ে আতঙ্কের দিক হলো লেকের মাছের নমুনা পরীক্ষা। তেলাপিয়া, কাতলা ও শোলসহ সাতটি প্রজাতির মোট ৯০টি মাছ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ৯৩ শতাংশ মাছের শরীরেই মাইক্রোপ্লাস্টিক রয়েছে।

তবে, পানির তুলনায় মাছের শরীরে দূষণের ক্ষেত্রে ধানমণ্ডি লেক শীর্ষে রয়েছে। এই লেকের একটি তেলাপিয়া মাছের ভেতরে সর্বোচ্চ ১৭টি প্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। গড়ে ধানমণ্ডি লেকের প্রতিটি মাছে ৮.২টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা মিলেছে।

বিশেষজ্ঞের সতর্কতা:কবিনামূল্যে দিলেও এই মাছ খাবেন নান

দেশের প্রখ্যাত পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত এ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে টিবিএস-কে বলেন,কমানুষের উচিত ঢাকার এই দূষিত লেক ও নদীর মাছ খাওয়া বন্ধ করা। কেউ যদি আপনাকে ধানমণ্ডি, গুলশান বা বুড়িগঙ্গার মাছ বিনামূল্যেও দেয়, দয়া করে তা খাবেন না। এসব জলাশয় চরম দূষিত ও বিষাক্ত।ন

তিনি আরও বলেন, মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণ ইতিমধ্যে একটি বড় পরিবেশগত বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে। পলিথিন এখন সবখানে। পানির নিচে স্তরে স্তরে পলিথিন জমে আছে। এমনকি উপকূলীয় এলাকাগুলোতেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে জনসচেতনতা অত্যন্ত জরুরি।

ভয়াবহতার উৎস ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

উন্নত রাসায়নিক বিশ্লেষণ (এফটিআইআর) পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষকরা মাছ ও পানিতে উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন (এইচডিপিই), পিভিসি, পলিকার্বোনেট এবং পলিপ্রোপিলিনের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন, যা সাধারণত দুধের প্যাকেট, ডিটারজেন্ট বোতল ও গৃহস্থালি প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, গুলশান লেকের পানির গুণমান জলজ প্রাণীর বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা গ্রহণযোগ্য সীমার নিচে নেমে গেছে।

বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে, মাইক্রোপ্লাস্টিক যখন মাছের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে, তখন এটি মারাত্মক প্রদাহ এবং কোষের ক্ষতি করতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এটি ক্যানসারসহ নানা জটিল রোগের কারণ হতে পারে।

প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা

গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দৈন্যদশা ফুটে উঠেছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করলেও এর অপব্যবহার থামেনি। ধারণা করা হচ্ছে, প্রতি মাসে ঢাকার পরিবেশে প্রায় ৮ হাজার বিলিয়ন মাইক্রো-বিডস নির্গত হচ্ছে।

ঢাকার প্রাণকেন্দ্রের এই লেকগুলোকে বাঁচাতে এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষা করতে এখনই কঠোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা হয়ে গেছেন

৫ পৃষ্ঠার পর

শুকনো মুখে উদ্বেগ ও হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন।

অনেকেই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন নবগঠিত বিজেপি সরকারকে এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করছেন ঙজেন জ্বি নেটিজেনরা এই পরিস্থিতিকে একটিঙউনো রিভার্স্ব মুহূর্ত বলে অভিহিত করছেন-যা জনপ্রিয় একটি কার্ড গেমের রেফারেন্স, যেখানে হঠাৎ করে সব ভূমিকা উল্টে যায়। অনলাইনে এই সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। একটি আঞ্চলিক সংবাদমাধ্যমেরঙগরু সংকট্ব নিয়ে করা প্রতিবেদন মাত্র এক দিনে ইউটিউবে ১০ লাখ এবং ফেসবুকে ৩০ লাখ ভিউ ছাড়িয়েছে।

যে প্রজ্ঞাপন থেকে সংকটের শুরু

গত ১৩ মে নবগঠিত বিজেপি সরকারঙপশ্চিমবঙ্গ গবাদিপশু জবাই নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫০ৃ কঠোরভাবে কার্যকরের ঘোষণা দেয়। এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে:

১. গবাদিপশু কেবল তখনই জবাই করা যাবে যদি সরকারি সনদ থাকে যে পশুর বয়স ১৪ বছরের বেশি অথবা সেটি স্থায়ীভাবে কাজের অনুপযুক্ত।
২. জবাই কেবল সরকারি অনুমোদিত কসাইখানায় করা যাবে।
৩. জনসমক্ষে পশু জবাই নিষিদ্ধ।
৪. এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে ছয় মাসের কারাদণ্ড, ১,০০০ রুপি জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

প্রজ্ঞাপন জারির পর হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এবং পুলিশ রাস্তায় গবাদিপশু পরিবহনকারীদের থামিয়ে হয়রানি করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। গত ১৬ মে হিঙ্গলগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক রেখা পাত্র একটি গরুর ট্রাক থামিয়ে গরুরঙজন্ম সনদ্ব দাবি করেন-যা দ্রুত জাতীয় সংবাদমাধ্যমের নজরে আসে। এর পরপরই মুসলিম সংগঠনগুলো ঈদের জন্য গরু কেনা বয়কটের প্রচারণা শুরু করে। সেই মুহূর্ত থেকেই বাংলার হিন্দু গবাদিপশু ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ঈদের আগে খাঁ খাঁ করছে গরুর হাট

সাধারণত ঈদের আগে বাংলার গরুর হাটগুলোতে উপচেপড়া ভিড় থাকে। শত শত গরু ও মহিষ সারিবদ্ধভাবে বাঁধা থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাঁকডাকে রাতভর মুখরিত থাকে হাট। কিন্তু এ বছর অনেক হাটই ভূতুড়ে নিস্তব্ধ। গত রবিবারের এক সান্ধ্যকালীন হাটে যেখানে সাধারণত ২০০-৩০০ পশু বিক্রি হয়, সেখানে মাত্র দুটি গরু ছিল। মুসলিম ক্রেতাদের দেখা ছিল না বললেই চলে।

পরিবর্তে একদল চিন্তিত হিন্দু খামারিকে দাঁড়িয়ে ঋণ এবং টিকে থাকার লড়াই নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। ৪২ বছর বয়সী খামারি সুরজিৎ ঘোষ বলেন, “আমরা যদি বিক্রি করতে না পারি, তবে আমরা শেষ। আমাদের পরিবার কয়েক প্রজন্ম ধরে দুধের ব্যবসার ওপর টিকে আছে। গরু যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়, আমরা তা বিক্রি করে দিই। সাত-আট বছর পর গরু আর বাচ্চা দেয় না এবং দুধও দেয় না। এখন এই পশুগুলো নিয়ে আমরা কী করব? যদি এগুলো বিক্রি করতে না পারি, তবে আমার ১৫-১৬ লাখ টাকা লোকসান হবে। আমি প্রচণ্ড মানসিক চাপে আছি।চ

৩৫ বছর বয়সী বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, অনেক কৃষক চড়া সুদে ঋণ নিয়েছেন, গয়না বন্ধক রেখেছেন অথবা জমি জমা দিয়ে পশু পালন করেছেন। “আমার একারই ১ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ আছে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।চ

২২টি গরুর মালিক ৩৩ বছর বয়সী ভাস্কর ঘোষ বলেন, “আমাদের এখন এমন পশুদের খাইয়ে যেতে হচ্ছে যারা আর কোনো আয় দিচ্ছে না। আমি এখনই ফিড এবং ওষুধ সরবরাহকারীদের কাছে ৮ লাখ টাকা ঋণী, আর আমার মোট ঋণের পরিমাণ প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এটা চলতে থাকলে আত্মহত্যা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ থাকবে না।চ

৬৭ বছর বয়সী গোবিন্দ ঘোষের ১৫টি গরু এবং ১৫০টি মহিষ রয়েছে। নিজের গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, “আমার ২ কোটি টাকার ব্যাংক লোন আছে। এখানে ১২ জন শ্রমিক কাজ করে। প্রত্যেকের বেতন ২২ হাজার টাকা এবং সাথে খাওয়ার খরচ। যদি কোনো সমাধান না হয়, তবে আমার পুরো পরিবারকে মরতে হতে পারে।চ

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং টানা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

১৯৩১ সালে নির্মিত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং হলো একটিঙআর্ট ডেকো্ব শৈলীর আকাশচুম্বী অট্টালিকা, যঙকিং কঙ্ব এবংঙস্লিপলেস ইন সিয়াটল্ব-এর মতো চলচ্চিত্রগুলোর পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

এটি ১,৪৫৪ ফুট উঁচু এবং এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে ৪১০ দিন সময় লেগেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে থেকে

৬৪ পৃষ্ঠার পর

স্ট্যাটাস’ এখনও বিদ্যমান। মানুষ এখনও যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারে।

টঝঈঔঝ যা বলছে তা হলো:

‘অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস’ কোনো স্বয়ংক্রিয় অধিকার নয়। এটি বিবেচনামূলক। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে আপনি যোগ্য হলেও, টঝঈঔঝ সম্পূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে আপনি এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কি না।

আর যে অংশটি মানুষ বুঝতে পারছে না তা হলো: এটা আগে থেকেই সত্যি ছিল। এটি কোনো একেবারে নতুন ধারণা নয়। অভিবাসন আইনের অধীনে ‘অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস’ সবসময়ই একটি বিবেচনামূলক সুবিধা ছিল। এখন পার্থক্যটা হলো বলার ধরণে। টঝঈঔঝ খুব স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে কর্মকর্তাদের এই বিবেচনার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত। তারা বলছে যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি হলো কনস্যুলার প্রসেসিং অর্থাৎ বিদেশে অবস্থিত মার্কিন কনস্যুলেটের মাধ্যমে আপনার অভিবাসী ভিসা পাওয়া।

স্ট্যাটাস অ্যাডজাস্টমেন্ট হলো একটি ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা, যা কাউকে সেই প্রক্রিয়াটি এড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকেই স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সুযোগ দেয়। তাই না, এর মানে এই নয় যে “সবাইকে চলে যেতে হবে।” তবে হ্যাঁ, এর মানে হলো দুর্বল আবেদনগুলো আরও অনেক বেশি যাচাই-বাছাইয়ের সম্মুখীন হতে পারে। যেমন:

১: যদি কেউ ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও থেকে যায়।
২: অনুমতি ছাড়া কাজ করে।
৩: নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়।
৪: গোপনে অভিবাসনের পরিকল্পনা করার সময় ট্যুরিস্ট ভিসায় প্রবেশ করে।
৫: নিজের স্ট্যাটাস লঙ্ঘন করে।
৬: অথবা অন্য কোনো নেতিবাচক বিষয় থাকে।

এই ধরনের আবেদনগুলোর জন্য এখন পরিস্থিতি অনেক বেশি কঠিন হতে পারে।

কিন্তু যার রেকর্ড পরিষ্কার, স্ট্যাটাস বৈধ, পারিবারিক বা কর্মসংস্থানের সম্পর্ক দৃঢ় এবং কোনো জালিয়াতির বিষয় নেই, তাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলা হচ্ছে না। এটাই পার্থক্য। ইন্টারনেট আতঙ্ক ছড়াতে চায়। এই মেমোটি একটি সতর্কবার্তার মতো।

টঝঈঔঝ বলছে: আপনি যোগ্য হলেই যে অনুমোদন নিশ্চিত, তা নয়। অভিবাসন আইন সবসময় এভাবেই লেখা হয়েছে। আসল পরিবর্তনটা আইনে নয়। আসল পরিবর্তন হলো, ইউএসসিআইএস (টঝঈঔঝ) কতটা কঠোরভাবে এটি প্রয়োগ করতে পারে।

সুতরাং, না। ‘অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস’ শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু এটিকে হয়তো আর চোখ বন্ধ করে অনুমোদন দেওয়ার মতো করে দেখা হবে না। আর আপনার মামলায় যদি কোনো জটিলতা থাকে, তবে ঠিক এই জায়গাতেই একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ অভিবাসন আইনজীবীর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গত জানা দরকার -এই সমস্ত কিছুই বর্তমান আইন এবং নজির আইনের (পধংব ষধ) ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে।

নিজেকে ‘মেধাবী স্বৈরশাসক’ আখ্যা

৫ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্প এর আগেও একাধিকবার কগনিটিভ পরীক্ষায় ‘চমৎকার ফল’ করার দাবি করেছেন। গত মাসে সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্টদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে প্রত্যেক প্রার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে কগনিটিভ পরীক্ষা দিতে হবে।

তিনি আরও দাবি করেন, ‘আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনবার এই পরীক্ষা দিয়েছি এবং প্রতিবারই অসাধারণ ফল করেছি। চিকিৎসকদের মতে, এমন অর্জন খুব কমই দেখা গেছে।’

টাফটস ইউনিভার্সিটির সাইকিয়াট্রি বিভাগের ইমেরিটাস বিভাগের অধ্যাপক হেনরি ডেভিড আব্রাহামের মতে, অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনবার এই পরীক্ষা দেয়া উদ্বেগজনক হতে পারে। ট্রাম্প যে মন্ট্রিয়াল কগনিটিভ অ্যাসেসমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দাবি করেছেন, সেটি মূলত ডিমেনশিয়া শনাক্তের একটি স্ক্রিনিং পরীক্ষা।

জন গার্টনার নামের এক সাবেক অধ্যাপক বলেন, ট্রাম্পের মানসিক সক্ষমতার ‘ধীরে ধীরে অবনতি’ হচ্ছে, এমন লক্ষণ পরিষ্কার। তিনি বলেন, ‘যার চোখ, কান ও মস্তিষ্ক আছে... এবং যে অন্ধ সমর্থকে পরিণত হয়নি, সে সহজেই বুঝতে পারবে যে এই ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা অবনতির দিকে যাচ্ছে।’সূত্র: এনডিটিভি

কূটনৈতিক অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে

৫ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তান। এর জন্য টানা তৃতীয় দিনের মতো তেহরানে অবস্থান করছেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নাকভি।

বার্তা সংস্থা আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে তেহরানের কর্মকর্তাদের দাবি, দুই পক্ষের মধ্যে কিছু অগ্রগতি হলেও এখনো বেশ কয়েকটি বড় মতপার্থক্য রয়ে গেছে।

সফরকালে মহসিন নাকভি ইরানের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের মূল লক্ষ্য হলো এমন একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করা, যা ইসলামাবাদ হয়ে ওয়াশিংটনের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে কূটনৈতিক সূত্রগুলো।

তেহরানের রাজনৈতিক মহলে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সম্ভাব্য সফর।

স্থানীয় কর্মকর্তাদের মতে, আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোলে আসিম মুনির নিজেও তেহরান সফরে যেতে পারেন।

বিশ্লেষকদের ভাষ্য, যদি আসিম মুনিরের সফর বাস্তবে হয়, তবে সেটি হবে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতার পথে ‘গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির’ সবচেয়ে শক্তিশালী ইঙ্গিত।

এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আগামীকাল চীন সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তেহরানের কূটনৈতিক মহলের ধারণা, তিনি ইরানের বার্তা নিয়ে বেইজিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, পাকিস্তান এখন একসঙ্গে একাধিক শক্তিধর পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা, অন্যদিকে আঞ্চলিক শক্তি ও চীনের সঙ্গে সমন্বয়-সব মিলিয়ে ইসলামাবাদ জটিল কূটনৈতিক সমীকরণের কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

জ্বালানি বেচতে হঠাৎ করেই ভারত

৫ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান শান্তি আলোচনায় চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে প্রণালিটি বন্ধ রেখেছে ইরান।

ভারত তাদের মোট জ্বালানি চাহিদার ৮০ শতাংশের বেশি আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে। ১৪০ কোটির বেশি জনসংখ্যার দেশ ভারত রান্নার গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যসহ দৈনন্দিন জ্বালানির জন্য বিদেশি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। তাই বর্তমান সংকটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি ভারত।

এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতের এই সংকটের বিষয়টি আগেই স্বীকার করেছেন রুবিও।

তিনি বলেন,কভারত যত জ্বালানি কিনতে চায়, আমরা ততই বিক্রি করতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে উৎপাদন ও রপ্তানির ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উচ্চতায় রয়েছে।ন

দিল্লিও যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি আমদানি বাড়াতে আগ্রহী। এতে ভারতের পক্ষে থাকা বাণিজ্য ঘাটতি কিছুটা কমবে, যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়াদিল্লির ওপর বিরক্ত।

২০২৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৫৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৪ সালের তুলনায় ২৭ দশমিক ১ শতাংশ বেশি।

তবে বিষয়টি এতটা সহজ নয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতে জ্বালানি আনার পথ দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান ঘাটতি পূরণে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করা ভারতের জন্য যৌক্তিক হবে না।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তরাষ্ট্রবিষয়ক সহযোগী অধ্যাপক বিনীত প্রকাশ বলেন,কএই সফরের মূল বিষয় হবে জ্বালানি নিরাপত্তা। কারণ ইরান সংকট দ্রুত সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা নেই।ন

তিনি আরও বলেন,করাশিয়ার তেল কেনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ভারতকে ছাড় দিয়েছে। তবে দিল্লি আরও সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে।ন

এর আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ভারত ৫০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

বাণিজ্য আলোচনা এবং গত বছরের স্বল্পস্থায়ী ভারত-পাকিস্তান সংঘাত মীমাংসা নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবির কারণে দিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্কে যে টানাপোড়েন চলছে, সেই প্রেক্ষাপটেও রুবিওর এই সফর গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় স্বার্থ নিশ্চিত না করে যুক্তরাষ্ট্র

৯ পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে গণমাধ্যমে আসা সংবাদের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন,কপ্রতিরক্ষা চুক্তির সিদ্ধান্ত কেবল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আসে না। সংশ্লিষ্ট আরও অনেক সংস্থা রয়েছে যেখানে এ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই মুহূর্তে বিষয়টি ঠিক কোন পর্যায়ে আছে, তা মন্ত্রণালয় থেকে বলা সম্ভব নয়।'

সম্প্রতি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনায় থাকা দুটি প্রাথমিক চুক্তি জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট (জিএসওএমআইএ) এবং অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনা এগোচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ব্যাখ্যা করে বলেন,কআমি আবারও বলছি- যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য যেকোনো দেশের সঙ্গে যেকোনো চুক্তি কেবল তখনই সই করা হবে, যখন সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত হবে যে এটি দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষা করছে। এর বাইরে কোনো চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।'

কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা ইউএনবি জানিয়েছে, কজিএসওএমআইএ হলো একটি দ্বিপক্ষীয় সরকারি চুক্তি। এর মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের গোপনীয় সামরিক তথ্য বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। এটি একটি আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন চুক্তি, যা উভয় দেশকে স্পর্শকাতর সামরিক তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দায়বদ্ধ করে।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সংক্ষিপ্ত সফরে প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও আটলান্টিক কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেন।

সফরের অংশ হিসেবে তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ব্যুরোর সহকারী সচিব এস পাল কাপুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ইতিবাচক গতিধারা নিয়ে উভয় পক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বাণিজ্য, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা, রোহিঙ্গা সংকট, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার অঙ্গীকার করেন তারা। ক্রমবর্ধমান এই সম্পর্কের ধারা বজায় রাখতে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের সংলাপের গুরুত্বের ওপরও তারা জোর দেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী জনসংখ্যা, শরণার্থী ও অভিবাসন বিষয়ক ব্যুরোর (পিআরএম) সহকারী সচিব অ্যান্ড্রু ভেপরেকের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান প্রতিমন্ত্রী। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের টেকসই ও নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে দুই পক্ষই একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

বিক্রি থেকে প্রাপ্ত রপ্তানি আয় কমেছে ১৯ দশমিক ২৬ শতাংশ।

তথ্য ইউরোস্ট্যাটের। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিসময়ে ইউরোপের বাজারে প্রধান তৈরিপোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীনের রপ্তানিসংকোচন হয়েছে ৪ শতাংশ।

চলতি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দুই মাসে রপ্তানিহয়েছে ৪২০ কোটি ইউরো। আগের বছরেদেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি থেকে আয় করে ৪৩৮ কোটি ইউরো। চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সময়েপোশাক আমদানি কমিয়েছে ইইউ। এ সময়েইইউর মোট পোশাক আমদানির পরিমাণদাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৩৮৩ কোটি ইউরো, যাআগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১দশমিক ২৭ শতাংশ কম। আগের বছরেরএকই সময়ে আমদানি হয়েছে ১ হাজার ৫৫৯কোটি ইউরো।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রথমত, সার্বিক রপ্তানিকমে যাওয়া; আমদানির পরিমাণ ৬ দশমিক২৩ শতাংশ কমে যাওয়া এবং গড় ইউনিটমূল্য ৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ কমায় এই রপ্তানিসংকোচন ঘটেছে।

এছাড়া ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায়২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশেররপ্তানি কমেছে ১২ দশমিক ৩৯ শতাংশ, রপ্তানি পরিমাণে ৩ দশমিক ৩০ শতাংশ এবংইউনিট মূল্যে ৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ পতনহয়েছে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি চীন, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াসহঅন্যান্য রপ্তানিকারক দেশেও নেতিবাচকপ্রবণতা দেখা গেছে।

ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাকের সার্বিকআমদানি কমে যাওয়ার পাশাপাশি প্রতিযোগীদেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পিছিয়েগেছে বলে মন্তব্য করেছেন তৈরি পোশাকপ্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল।

তিনি বলেন, লজিস্টিকসাপোর্টের অভাব, ই-কমার্সে পিছিয়ে থাকাএবং এলডিসি উত্তরণ নিয়ে ক্রেতাদেরঅনিশ্চয়তাই বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ার মূলকারণে রপ্তানি কমেছে।

ইউরোপের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কেমহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'সার্বিকভাবেইউরোপের আমদানিই কমে গেছে। আমদানি১১-১২ শতাংশ কমে যাওয়াটা কিন্তু স্বাভাবিককোনো বিষয় নয়। যুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণেইউরোপের সার্বিক অবস্থাই ভালো না; তারাএখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।" তিনি বলেন, বছরের শুরুর দিকের তথ্যেইযদি এই অবস্থা হয়, তবে পরবর্তীমাসগুলোতেও হঠাৎ করে পরিস্থিতির খুববেশি উন্নতির আশা করা যায় না। ভিয়েতনাম ও চীনের ভালো করার কারণব্যাখ্যা করে বিজিএমইএর সাবেক এইপরিচালক বলেন, 'ভিয়েতনামের সঙ্গে আগেথেকেই ইউরোপের বিভিন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি রয়েছে। তারা অনেক শক্তিশালী অবস্থানেআছে, তাই বিপদের সময় ইউরোপ তাদেরকাছেই অর্ডার বাড়াবে-এটাই স্বাভাবিক।অন্যদিকে আমেরিকার কারণে চীনইউরোপের বাজারে অনেক বেশি আগ্রাসী হয়ে উঠেছে।'

চীনের লজিস্টিক সক্ষমতার কথা তুলে ধরেতিনি আরও বলেন, 'লজিস্টিক, প্রাইসিং এবংছোট পরিমাণের অর্ডারের ক্ষেত্রে চীন যেধরনের সাপোর্ট দিতে পারে, আমরা তা পারিনা। তাদের অন্যান্য চাইনিজ ব্র্যান্ডের মাধ্যমেছোট ছোট পার্সেল আসে। চীনে ই-কমার্সেরযে সাপোর্ট রয়েছে, আমাদের দেশে তা নেই।এছাড়া চীনের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকদ্রুত, তাদের রেল যোগাযোগও আছে। তাইতারা বাজার ধরে রাখতে পারছে, কিন্তুআমাদের সেই জায়গাগুলো এখনো অতটাউন্নত নয়।'

সবশেষে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়ারঅভ্যন্তরীণ কারণগুলো তুলে ধরে মহিউদ্দিনরুবেল বলেন, 'বাংলাদেশের এলডিসিগ্র্যাজুয়েশনের পর বাণিজ্য সুবিধা থাকবে কিনা, তা নিয়ে বায়ারদের (ক্রেতা) মধ্যে একটিঅনিশ্চয়তা রয়েছে। বিষয়টি পরিষ্কার হলেহয়তো রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াবে।'

শিল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি

১০ পৃষ্ঠার পর

ফল আসেনি। পরবর্তী বাজেটে এ সুযোগও আর রাখা হয়নি।

আগামী ১১ জুন সংসদে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন

ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অভ বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন এই উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন।

তিনি বলেন,কদেশে এখন বিনিয়োগের খরা চলছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপির ২২ শতাংশের মধ্যে আটকে আছে, যা ২৮ শতাংশ হওয়া দরকার।' তিনি আরও বলেন,কপাচার হওয়া অর্থ যদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়, তা বিনিয়োগ ও কমসংস্থানে গতি আনতে সহায়ক হবে বলে মনে হয়।' অবশ্য আরেক ব্যবসায়ী নেতা, ঢাকা চেম্বার অভ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকীন আহমেদ মনে করেন, পাচার হওয়া অর্থ বিনা প্রশ্নে দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ না দিয়ে বরং সরকারের উচিত পুঁজি পাচার ঠেকানোতে গুরুত্ব দেওয়া।

ইসরায়েলকে সহায়তা দেওয়ার

৫ পৃষ্ঠার পর

শতাংশ, যা প্রমাণ করে মার্কিন ভোটারদের কাছে ইসরায়েল এখন কতটা অজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বুধবার (২১ মে) প্রকাশিত এই জরিপে আরও দেখা গেছে যে, ডেমোক্রেটিক ভোটারদের প্রায় অর্ধেক মনে করেন তাদের দল ইসরায়েলকে একটু বেশিই সমর্থন করে ফেলছে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই ভোটারদের ৯৫ শতাংশই ইরান-ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধের ঘোর বিরোধী।

গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে আগ্রাসী সামরিক অভিযানের প্রতি আমেরিকার মানুষের ক্ষোভ কিভাবে বাড়ছে, এই জরিপ মূলত তারই সবশেষ প্রতিফলন।

ঐতিহাসিকভাবেই ইসরায়েল সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সামরিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন পেয়ে এসেছে। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে, বিশেষ করে ডেমোক্র্যাট এবং প্রগতিশীল অংশের কাছে ইসরায়েলের জনপ্রিয়তা যেন বালির বাঁধের মতো ধসে পড়ছে।

জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ৬০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ভোটার বলেছেন যে তারা ইসরায়েলের চেয়ে ফিলিস্তিনিদের প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল, যেখানে মাত্র ১৫ শতাংশ ইসরায়েলের পক্ষে তাদের সমর্থনের কথা জানিয়েছেন।

আমেরিকায় এখন ইসরায়েলকে যারা সমর্থন দিচ্ছেন, তাদের বেশিরভাগই বয়সে প্রবীণ।

গত এপ্রিলে পিউ রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত এক জরিপে দেখা গেছে, ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটদের ৮৪ শতাংশ এবং রিপাবলিকানদের ৫৭ শতাংশই ইসরায়েলের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা রাখেন। অন্যদিকে, ৫০ বা তার চেয়ে বেশি বয়সী ভোটারদের ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক হার ছিল যথাক্রমে ৭৬ এবং ২৪ শতাংশ।

কিন্তু জনসাধারণের এই বড় পরিবর্তনের কোনো আঁচ ডেমোক্রেটিক দলের ওপর মহল বা নীতিনির্ধারকদের গায়ে লাগেনি। হাউজ লিডার হেকিম জেফরিজ এবং সেনেট লিডার চাক শুমারের মতো নেতারা এখনো ইসরায়েলকে জোরালো সমর্থন দিয়েই যাচ্ছেন।

এদিকে, বর্তমান রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেই তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের চাওয়া পূরণ করে, তারা ইরানের বিরুদ্ধে একসঙ্গে যুদ্ধেও নামেন।

মার্কিন রাজনীতিতে ট্রাম্পের কমেক আমেরিকা গ্রেট এগেইনন আদর্শে বিশ্বাসীদের একটি বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও ইসরায়েলকে এমন নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার কড়া সমালোচনা করেছে। কিন্তু তারপরেও পিউ জরিপ বলছে যে, ৭৩ শতাংশ রিপাবলিকান বিশ্বাস করেন-ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সঠিক সিদ্ধান্তই নেবেন।

ভেনেজুয়েলার তেল থেকেই ইরান

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রচারণায় অংশ নিয়ে সমর্থকদের সামনে তিনি এই দাবি করেন।

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযানের ফলে সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, কভেনেজুয়েলায় আমরা কেমন করেছি? খুব একটা খারাপ না। আমরা সেখান থেকে এত বেশি পরিমাণ তেল সংগ্রহ করেছি যে, তা দিয়ে ইরান যুদ্ধের পুরো খরচের অন্তত ২৫ গুন উঠে এসেছে।' ট্রাম্পের এই বক্তব্যে উপস্থিত সমর্থকরা উল্লাসে ফেটে পড়েন।

যদিও ইরান যুদ্ধের প্রকৃত ব্যয়ের সঠিক পরিসংখ্যান এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি, তবে পেন্টাগনের ধারণা অনুযায়ী, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি সামরিক ব্যয় হয়েছে ২৫ থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে, অর্থনীতিবিদ এবং প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাব এবং সামরিক সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬৩০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

ইরানের সাথে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেই ট্রাম্প এই মন্তব্য করলেন। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প জানিয়েছিলেন যে, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতাদের অনুরোধে তিনি ইরানে পরিকল্পিত একটি হামলা স্থগিত করেছেন।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কট্রুথ সোশ্যাল-এ এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, বর্তমানে কগুরুতর আলোচনা চলছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যস্থতায় এমন একটি চুক্তি সম্ভব যা যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের জন্য কঅত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে।

তবে ট্রাম্প সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেন, যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানের ওপর কপূর্ণ মাত্রার এবং বৃহৎ পরিসরে সামরিক হামলা চালানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রস্তাবের জবাব দিয়েছে তেহরান। ইরানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাগাই জানিয়েছেন, ইরানের পক্ষ থেকে বিদেশে আটকে থাকা ইরানি সম্পদ অবমুক্ত করা এবং দেশটির ওপর থেকে সব ধরণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়েছে।

বাগাই বলেন, আলোচনার প্রতিটি পর্যায়ে ইরানি প্রতিনিধি দল এই দাবিগুলো দৃঢ়ভাবে তুলে ধরছে। এছাড়া ইরান মার্কিন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে তাদের বন্দরগুলো অবরোধ মুক্ত করা, লেবাননে যুদ্ধ বন্ধ এবং যুদ্ধের কারণে হওয়া ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণও দাবি করেছে।

অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সামনে প্রধানত দুটি শর্ত রেখেছে-ইরানকে অবশ্যই তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে হবে।

নিউ ইয়র্কে অসাম্প্রদায়িক চেতনার

৫৫ পৃষ্ঠার পর

দিলওয়ার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব, আমরা শিশুদের সঙ্গী, জয় বাংলা পাঠাগার, শব্দগুচ্ছ, বই বিনিময়, মহসীন'স বুকসসহ অনেকগুলো বুকস্টল। ছিল আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটসের পাঁচটি স্টল।

রাজনীতির খোলামঞ্চ, আমেরিকা-বাংলাদেশ গোপন বাণিজ্য চুক্তি ও খাদ্য সংকট, লেখক বঙ্গবন্ধু, অভিবাসী সাহিত্যের প্রতিকূলতা, লেখক প্রকাশক মুখোমুখি ইত্যাদি সেমিনারে অংশ নেন ড. নুরুন নবী, ড.এ কে এ মোমেন, ড. এ বি এম নাসির, দস্তগীর জাহাঙ্গীর, রানা হাসান মাহমুদ, মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপক হোসনে আরা, মিনহাজ আহমেদ, স্মৃতি ভদ্র, মিয়া জাকির, শামসুদ্দিন আজাদ, খুরশীদ আনোয়ার বাবলু, মিলটন আহমেদ, ড. এনামুল হক, মইনুল ইসলাম, ময়নুজামান চৌধুরী, ইফজাল চৌধুরী, জাকারিয়া চৌধুরী, আব্দুল কাদের মিয়া, রাফায়েত চৌধুরী, বেলাল বেগ, রেদওয়ানুর জুয়েল, সুব্রত তালুকদার, সিরাজ উদ্দিন সোহাগ, শাখাওয়াত আলী প্রমুখ।

ইনস্পায়ারিং মোমেন্টস উইথ ক্যারোলিন রাইট সেমিনারে অংশ নেন এই প্রজন্মের নাহিয়ান ইলিয়াস ও জনম সাহা। স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি ও গানের আরও কয়েকটি পর্বে অংশ নেন আনোয়ারুল লাভলু, আবু নাসের মানিক, শুক্লা রায়, শ্রেয়া সেন, হাফসা ইমাম, মাহের আব্দুল্লাহ, গীতা রায়, প্রিয়াংকা দাশ, ক্রিস্টিনা রোজারিও, কাওসারী মালেক রোজী, শহীদ উদ্দিন, মিশুক সেলিম, খালেদ সরফুদ্দীন, আনোয়ার সেলিম প্রমুখ।

শনি ও রবিবার শিশু কিশোরদের অনুষ্ঠানের পুরো সমন্বয় করেন পারভীন সুলতানা। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনায় ভ্যানগার্ডের মতো কাজ করেছেন গোপাল সান্যাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, মিলটন আহমেদ,স্বপ্না ইমাম, সুতপা মন্ডল, মনিরা আকঞ্জি, শাহরিয়ার সালাম, পিনাকী তালুকদার, জয়তূর্য চৌধুরী, ঝর্ণা চৌধুরী প্রমুখ।

মেলার শেষদিন রবিবারের শেষ শিল্পী ছিলেন খ্যাতিমান বাউল শিল্পী কালা মিয়া। পদকর্তা রাধারমণ, শাহ আব্দুল করিম ও ফকির ইলিয়াসের গান পরিবেশন করেন তিনি। তার ধামাইল গানের তালে তালে মঞ্চে উঠে তখন নৃত্য করতে থাকেন উপস্থিত দর্শক শ্রোতার একাংশ। রাত তখন ১১ টা ছুঁইছুঁই। এই মেলার আহ্বায়ক ড. নুরুন নবী অভিবাসী সমাজ, শিল্পীবৃন্দ, স্পনসর, পৃষ্ঠপোষক, প্রকাশক, স্বেচ্ছাসেবক, ফাউন্ডেশনের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। আমন্ত্রণ জানান আগামী বছর তৃতীয় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলায় যোগদানের জন্যে।

গ্র্যান্ড স্পনসরদের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, আগামী বছরগুলোতে আরও বড় পরিসরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা' অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। এবারের মেলায় খাবারের স্টল নিয়ে এনেছিল জ্যাকসন হাইটসের প্রখ্যাত- কথা রেস্টুরেন্ট।

মেলায় একক লেখক হিসেবে সবচেয়ে বেশি বই যাদের বিক্রি হয়েছে তারা হলেন লেখক স্মৃতি ভদ্র, কবি ফকির ইলিয়াস, কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি, ও লেখক ইশতিয়াক রুপু। স্টল হিসেবে সময় প্রকাশন, কালিক ও বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাবের স্টলে বই বিক্রি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ, একুশের চেতনা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা বইয়ের প্রতি অভিবাসী প্রজন্মের আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি, যা সবার নজর কাড়ে।

এবারের বঙ্গবন্ধু বইমেলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপুলসংখ্যক বংলাদেশীর সরব উপস্থিতি থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অনেক নেতা-কর্মীকে মেলা প্রাঙ্গণে দেখা যায়নি।

যত বই তত প্রাণ' স্লোগান নিয়ে

৫৪ পৃষ্ঠার পর

তিক পরিবেশনা এবং লেখক-পাঠক আড্ডা। বিশেষ আয়োজন হিসেবে থাকবে বাংলা সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য, প্রবাসী সংস্কৃতি ও নতুন প্রজন্মের পাঠাভ্যাস নিয়ে আলোচনা। ২৩-২৫ মে, শনি রবি ও সোমবার সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত মেলার কার্যক্রম চলবে। মেলার ২৫টির বেশি স্টলে থাকবে ৫,০০০ এর বেশী নতুন বই।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হওয়া এই বইমেলা আজ উত্তর আমেরিকায় বাংলা বইয়ের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। আয়োজকরা বলছেন, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের ধারাবাহিকতাকে আরও শক্তিশালী করাই এবারের বইমেলার মূল লক্ষ্য। নতুন প্রকাশিত বই, গবেষণাগ্রন্থ, প্রবাসভিত্তিক সাহিত্য এবং শিশু-কিশোর বইয়ের বিশাল সংগ্রহ পাঠকদের জন্য আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

বৃষ্টি উপেক্ষা করে দ্বিতীয় দিনে মানুষের উপচেপড়া ভীড়

৩৫ তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা'র দ্বিতীয় দিন অতিবাহিত হলো। বৃষ্টি উপেক্ষা করে বইমেলা'র দ্বিতীয় দিনে মানুষের উপচেপড়া ভীড় পরিলক্ষিত হয়েছে। একে একে সম্পন্ন হয়েছে মেলার সকল কর্মসূচী। বিশেষ করে শিশু-কিশার-কিশোরীদের প্রতিযোগিতা, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, স্বরচিত কবিতা পাঠ (কাব্যের কোলাহল) ও আবৃতি আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। দিনের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো- বইয়ের স্টল উদ্বোধন, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, মহাশ্বেতা দেবী ও তপর রায় চৌধুরী জন্ম শতবার্ষিকীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নতুন বই নিয়ে আলোচনা, 'বাউল : বাংলার সাংস্কৃতিক বাহক ও বর্তমান সংকট' শীর্ষক আলোচনা, মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেমিনার, 'কলম ও কৌতুক' শীর্ষক আলোচনা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকবরী নাটক মঞ্চায়ন, পল্লীকবি জসিম উদদীনের গান নিয়ে আলেখ্য নৃত্য 'সুজন মাঝি', 'প্রবাস জীবন-বাঙালীকে দিয়েছে বাণিজ্যিকতা, কেড়ে নিয়েছে আন্তরিকতা শীর্ষক বিতর্ক অনুষ্ঠান আর শিল্পী অদিতি মহসিনের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান 'সীমার মাঝে অসী'। তবে দিনভর বৃষ্টির কারনে বইয়ের স্টলে তেমন ভীড় পরিলক্ষিত না হলেও মূলমঞ্চের অনুষ্ঠানগুলো দেখতে ভীর ছিলো দর্শক-শ্রোতাদের। আর স্টলগুলোতে কথা সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন ছিলেন বইপ্রেমীদের মধ্যমনি। লেখকের বই ক্রয়ের পাশাপাশি তার অট্রোগ্রাফ নিতেও দেখো যায় অনেককে। তবে বই বিক্রি হয়েছে কম। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, আমন্ত্রিত অতিথি সাংবাদিক রোকেয়া হায়দার ও তৌফিক ইমরোজ খালিদী, বিজ্ঞানী ও লেখক দীপেন ভট্টাচার্য এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন সহ লেখক ফেরদৌস সাজেদীন, মোস্তফা সারোয়ার, আশরাফ কায়সার আশিক মুস্তাফা, সৌরভ শিকদার, আবদুর নূর, সুবোধ সরকার, নসরাত শাহ আজাদ, শামীম রেজা, রাজিয়া নাজমী, কৌশিক সেন, অভিনেত্রী শিরিন বকুল ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ অংশ নেন।

এদিন প্রবাসী লেখকদের মধ্যে আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু ও সাঈদ তারেক-এর উপস্থিতি ও তাদের বইয়ের ক্রয়ের প্রতি পাঠকদের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

উল্লেখ্য, মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত চারদিনের '৩৫ তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা' শুক্রবার (২২ মে) থেকে শুরু হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) ছিলো মেলার দ্বিতীয় দিন। মেলার কর্মকান্ড সফল করতে মূল কমিটি, বিভিন্ন উপ কমিটি গঠনের পাশাপাশি মেলা স্থল জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের মূল মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে 'শামসুদ্দীন আবুল কালাম মঞ্চ. মহাশ্বেতা দেবী মঞ্চ, কাজী নজরুল মঞ্চ ও তপন রায় চৌধুরী মঞ্চ' এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের নামকরণ করা হয়েছে 'লালন মঞ্চ'।

উদ্বোধনী দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন রোববার (২৪ মে) তার ফেসবুক পেইজে লিখেছেন- '৩৫ তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। মঞ্চে তখন কিংবদন্তি অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. রেহমান সোবহান, বিশ্ববিখ্যাত কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. রওনক জাহান, চ্যানেল আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা বিভাগের প্রথম নারী প্রধান রোকেয়া হায়দার, কবি সুবোধ সরকার সহ অসংখ্য গুণী মানুষ। এর আগেরবার নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ লেখক হিসেবে এর ৩৪ তম আসর উদ্বোধন করেছিলাম আমি। সেদিন আমি জানতাম যে মঞ্চে আমাকে বক্তব্য রাখতে হবে। কিন্তু এবার জানতাম না। আগেভাগে কিছু বলাও হয়নি। তাছাড়া সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে সর্বোচ্চ এক বা দুজন মানুষের হয়তো বক্তব্য দেয়ার সুযোগ থাকবে। স্বভাবতই সবচেয়ে কনিষ্ঠ হিসেবে তাতে আমার নাম থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাকে হতচকিত করে দিয়ে ড. রওনক জাহানের শুভেচ্ছা বক্তব্যের পরই মাইকে ঘোষণা করা হলো আমার নাম। এরপর উপস্থিত অতিথিদের মধ্য থেকে আর মাত্র দুজন কথা বলবেন। অধ্যাপক ড রেহমান সোবহান ও লেখল ইমদাদুল হক মিলন। এতো এতো অতিথিদের ভিড়ে বক্তব্যের তালিকায় হঠাৎই নিজের নাম শুনে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলাম আমি। কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। গলা কাঁপছিল। এতোটা অপ্রস্তুত ও নার্ভাস বোধহয় কখনো লাগেনি। তারপরও কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কী কী যেন বললাম। সেসব শুনে হলভর্তি দর্শকেরা তুমুল করতালিও দিলেন। দু মিনিটের এই বক্তব্য নিয়ে অনুষ্ঠান শেষেও দারুণ সব প্রতিক্রিয়া শুনে মনে হলো, জীবনের এইসব অভাবিত প্রাপ্তি আসলে মন্দ নয়।'

সাদাত হোসাইন-এর মন্তব্য : একই দিন এর আগের পোষ্টে কথা সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন তার ফেসবুক পেইজে লিখেন- 'প্রচন্ড বৃষ্টি, ঠান্ডা ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করেও নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলায় যেসকল পাঠক গতকাল উপস্থিত হয়েছিলেন, বই কিনেছিলেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা। ঠান্ডা সবসময়ই আমার জন্য ভীতিকর। গতবার এসেই ভয়াবহ জ্বরে পড়েছিলাম। এবার এখন পর্যন্ত তাই আগাম সতর্কতায় জবুথবু হয়ে আছি। যাদের কাছে বইমেলার মুক্তধারা স্টল থেকে বই সংগ্রহের বা মঞ্চে আমার আলোচনার ছবি ও ভালো ভিডিও আছে, তাদের দয়া করে ইনবক্সে পাঠানোর অনুরোধ করছি। দেখা হবে আজ ও আগামীকালও। এরপর দেখা হবে ভার্জিনিয়ায়। ডিসি বাংলা সাহিত্য উৎসবে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ২৯-৩০ মে।'

যুক্তরাষ্ট্রে থাকা নন ইমিগ্র্যান্ট

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এমন একটি নতুন নীতি ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর মাধ্যমে গত অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে চলে আসা একটি নিয়মের আমূল পরিবর্তন করা হলো।

ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) এর মুখপাত্র জ্যাক কালার এক বিবৃতিতে বলেছেন, এখন থেকে বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া, অস্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা কোনো বিদেশি নাগরিক যদি গ্রিন কার্ড পেতে চান, তবে তাকে অবশ্যই আবেদন করার জন্য তার নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। বিদেশি নাগরিকরা যখন তাদের নিজ দেশ থেকে আবেদন করবেন, তখন স্থায়ী বসবাসের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করার পর যারা গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যায় এবং অবৈধভাবে বসবাস করে, তাদের খুঁজে বের করে বিতাড়িত করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাবে।

এই ঘোষণাটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিদেশিদের জন্য বৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়া সীমিত করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রশাসনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার সবশেষ পদক্ষেপ। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে থাকা লাখ লাখ বিদেশি নাগরিক-যারা মার্কিন নাগরিকদের বিয়ে করেছেন, স্টুডেন্ট ও ওয়ার্ক ভিসাধারী, এবং শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থী-তারা দেশ না ছেড়েই গ্রিন কার্ডের পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন।

তবে নতুন নীতিমালার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যারা অ-অভিবাসী ভিসায় (বিশেষ করে শিক্ষার্থী, সাময়িক কর্মী এবং পর্যটক) যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তারা খুব অল্প সময়ের জন্য এবং নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্যে আসেন। ইউএসসিআইএস এই পরিবর্তনকে আইনের মূল উদ্দেশ্য ফিরিয়ে আনা এবং আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করা হিসেবে বর্ণনা করেছে।

Eid Mubarak

ঈদ মুবারক

হারুন ভুঁইয়া

প্রেসিডেন্ট

জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) নিউ ইয়র্ক

যত বই তত প্রাণ’ স্লোগান নিয়ে ৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু, উদ্বোধক ইমদাদুল হক মিলন ও আজীবন সম্মাননা পেলেন অধ্যাপক রেহমান সোবহান

পরিচয় ডেস্ক: ‘যত বই তত প্রাণ’ স্লোগানকে সামনে রেখে নিউইয়র্কে শুরু হঠেভ ‘৩৫তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা’। শুক্রবার (২২ মে) বিকেল থেকে শুরু হওয়া চারদিনে এই বইমেলা চলবে ২৫ মে সোমবার পর্যন্ত। মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এবারের বইমেলার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন। উদ্বোধনী দিনে মেলার প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ রেহমান সোবহান-কে আজীবন সম্মানা প্রদান করা হয়। মেলায় আমন্ত্রিত অতিথি থাকছেন অধ্যাপক ড. রওনক জাহান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও শিশু সাহিত্যিক চ্যানেলসন আই এর ফরিদুর রেজা সাগর, আমেরিকান কবি বব কোলম্যান, ভারতীয় কবি সুবোধ সরকার, বাংলাদেশের লেখক ফারুক মঈনউদ্দীন, সাংবাদিক ও বিডিনিউজ২৪.কম এর তৌফিক ইমরোজ খালিদী, বিজ্ঞানী ও লেখক দীপেন ভট্টাচার্য এবং জনপ্রিয় সাহিত্যিক সাদাত হোসাইন, সুবোধ সরকারসহ আরো অনেকে।

২২ মে শুক্রবার বিকেলে বর্ণাঢ্য র‍্যালীর পর জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টার ভবনের সামনে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পর কথা সাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন সহ অতিথিরা বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এরপর প্রবাসী শিল্পীরা দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর মূলমঞ্চে আমন্ত্রিত অতিথিগণ একে একে ৩৫টি মোমবাতি জ্বালিয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে মেলার কর্মকান্ড শুরু হয়। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ভয়েব অব আমেরিকার সাবেক প্রধান রোকেয়া হায়দার।

খবর ইউএনএ’র।

এবারের বইমেলায় উদ্বোধনী দিনের বক্তৃতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, গত ৩৫ বছরে বাংলাদেশিরা আমেরিকায় একটি দৃশ্যমান জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে; আগামী ৩৫ বছরে বাংলাদেশিরা এ দেশের সমাজ-সংস্কৃতির অপরিহার্য অংশ হয়ে উঠবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আমেরিকায় তাঁর প্রথম সফরের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিতিই ছিল তাঁর প্রধান সম্বল। আজকের প্রজন্মের কাছে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং এ নিয়ে বিতর্কের অবসানের আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সঠিক ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বহু বিতর্কিত বিষয়ে ঐকমত্যের প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানমঞ্চেদেওয়া বক্তৃতায় অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, আমাদের প্রজন্মের কাছে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের ধারণা ছিল ভিত্তিমূলের মতো দৃঢ়। তিনি বলেন, আজকের বাংলাদেশে নতুন প্রজন্মের একটি অংশকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন জানাতে দেখা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

দুই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের এই আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন বইমেলার আহ্বায়ক ড. নজরুল ইসলাম।

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন বলেন, বাংলা গ্রন্থ অনুবাদের একটি বড় উদ্যোগ নেওয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। তিনি নিউইয়র্ক বইমেলায় বাংলাদেশের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের অংশগ্রহণের স্মৃতিচারণ করেন।

এর আগে অনুষ্ঠানমঞ্চে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা বইমেলায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কথ াসাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। তাঁকে প্রদান করা হয় ‘মুক্তধারা সুকৃতজ্ঞ সম্মাননা’ ও আজীবন সম্মাননা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চিন্তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে তাঁর অবদান অসামান্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রওনক জাহান, ফরিদুর রেজা সাগরসহ আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি। এছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে আগত বহু লেখক, কবি, গবেষক ও শিল্পী অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

প্রাক-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় ঢোলের বাদ্য এবং রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে। ছিল আবৃত্তি, সংগীত, নৃত্য ও বিশেষ স্মরণানুষ্ঠান। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মহাশ্বেতা দেবী, আবুল কালাম শামসুদ্দিন এবং তপন রায়চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মেলায় অংশ নিয়েছে অনন্যা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথমা প্রকাশন, আহমেদ পাবলিশার্স, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশসহ বাংলাদেশ ও কলকাতার বহু খ্যাতিমান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। নতুন প্রকাশিত বই, গবেষণাগ্রন্থ, প্রবাসভিত্তিক সাহিত্য, শিশু-কিশোর বই এবং বিশ্বসাহিত্যের নানা প্রকাশনা পাঠকদের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে।

চারদিনব্যাপী এই আন্তর্জাতিক আয়োজনে প্রতিদিন থাকবে বই বিক্রি, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, লেখক-পাঠক আড্ডা এবং প্রবাসী সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বইপড়ার সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেওয়াই এবারের বইমেলার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূঁইয়া বলেন, দেশ থেকে দূরে থেকেও বাংলাদেশিরা বাংলা বইয়ের টানে এই মেলায় যোগ দেন। সুস্থ সংস্কৃতি ও মননশীলতার বিকাশে এ বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বইয়ের ঘ্রাণ, প্রিয় মুখের হাসি, বাংলা ভাষার আবেগ আর প্রবাসের মাটিতে শেকড়ের টানউসব মিলিয়ে নিউইয়র্কে আবারও প্রমাণ হলো, বাংলা বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এখনও অটুট, এখনও প্রাণবন্ত। “যত বই তত প্রাণ”উএই উচ্চারণে চারদিনের জন্য যেন প্রবাসের হৃদয়ে গড়ে উঠেছে এক টুকরো বাংলাদেশ।

উদ্বোধনী পর্ব ছাড়াও বইমেলার প্রথম দিনের কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো প্রাক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ‘আজি দখিন-দুয়ার খোলা’, শুভেচ্ছা বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও ড. রওনক জাহান-কে নিয়ে বিশেষ প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন এবারের মেলার আহবায়ক ড. নজরুল ইসলাম। অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও এযাবৎ অনুষ্ঠিত ৩৫টি মেলাকে সদস্য সচিব বিশ্বজিৎ সাহা। কবিতা পাঠ করেন কবি শামস আল মমিন, ড. মোস্তফা সারোয়ার ও কবি সুবোধ সরকার। এদিন উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্যাঞ্জলীর শিল্পরা। নির্দেশনায় ছিলেন চন্দ্রা ব্যানার্জী। শুক্রবার মেলার কর্মকান্ড চলে বিকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। এদিন বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা মেলায় অংশ নেন।

এবারের বইমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ঢাকার অনন্যা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, প্রথমা প্রকাশন, বিডি নিউজ টোয়েন্টফোর, আহমেদ পাবলিশার্স, ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশসহ বাংলাদেশ ও কলকাতার কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা। বইমেলার সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে। মূল কর্মকান্ডের মধ্যে থাকবে বই বিক্রি, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন, সাহিত্য আলোচনা, কবিতা পাঠ, শিশু-কিশোর অনুষ্ঠান, সাংস্কৃ *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্কে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপুলসংখ্যক বংলাদেশীর সরব উপস্থিতিতে তিন দিনের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলার সফল সমাপ্তি

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সমাজে বাঙালি জাতির মহান নেতা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চিরজাগ্রত রাখতে প্রবাস প্রজন্মের সমন্বয়ে নিউইয়র্কে তিনদিনের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলার সফল সমাপ্তি ঘটেছে।

গত ১৭ মে বইমেলার সমাপনী দিবসে এবারের সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হয় ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে। 'বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বইমেলা ও নবী-জিনাত ফাউন্ডেশন সাহিত্য পুরস্কার'র অর্থমূল্য দুই হাজার ডলার ও একটি ক্রেস্ট।

মবাক্রান্ত বাংলাদেশ ছেড়ে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বর্তমানে অন্য একটি দেশে অবস্থান করছেন। তাঁর পক্ষে এই সম্মানি গ্রহণ করেন 'নিউ ইয়র্ক এর একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন'র সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া।

এবারের সাহিত্য পুরস্কারের জন্য বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন বিশিষ্ট লেখক তাজুল মোহাম্মদ (কানাডা), বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ড. আতাউল করিম (যুক্তরাষ্ট্র), বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সালমা বাণী (কানাডা), বিশিষ্ট লেখক ডা. সেজান মাহমুদ (যুক্তরাষ্ট্র), একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবী, মেলা কমিটির সদস্য সচিব স্বীকৃতি বড়ুয়া (পদাধিকার বলে) এবং কবি ফকির ইলিয়াস। নিউইয়র্কে লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টারের বিশাল মিলনায়তনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপুলসংখ্যক বংলাদেশীর সরব উপস্থিতিতে বাংলা ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির জয়গানে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের পাশাপাশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মুহম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ভয়ংকর পরিণতি নিয়েও ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। এছাড়া ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে আবারো জঙ্গিরাষ্ট্রে পরিণত করার চলমান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল বাঙালিকে সজাগ থাকার উদাত্ত আহবানও উচ্চারিত হয়েছে এই মেলা থেকে। মিলনায়তনের বাইরে বসেছিল বইয়ের ২২টি দোকান। নবীন-প্রবীণ লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয় মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই।

১৫ মে শুক্রবার অপরাহ্নে মেলার উদ্বোধনী পর্বটি ছিল একেবারেই ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রধান অতিথি মার্কিন কবি ও অনুবাদক ক্যারোলিন রাইটকে স্বাগত জানালেন বইমেলার আহ্বাক বিজ্ঞানী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন নবী। ফুলের পাপড়িতে অতিথিদের বরণের পর লাল ফিতা কেটে উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতায় আরো ছিল একদল বাদ্যযন্ত্রীর ঢোল, মন্দিরা আর নাচে মুখরিত করিডোর। এরপর মূল মিলনায়তনের প্রবেশের পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সশস্ত্র অভিবাদন পুরো আয়োজনে ভিন্ন মাত্রা এনে দেয়। অভিবাদনে নেতৃত্ব দেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমাম। সেখান থেকে সুসজ্জিত হলে আসন গ্রহণ করেন অতিথিরা, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সাথে গ্র্যান্ড স্পন্সরদের কয়েকজন।

আহ্বায়ক ড. নুরুন নবীর সাথে প্রধান অতিথি ক্যারোলিন রাইট, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাজুল ইমামসহ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি ফরিদা ইয়াসমিন, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি মো. কাদের মিয়া, ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম,ব্যবসায়ী ময়নুজ্জামান চৌধুরী, ব্যবসায়ী আতিকুল ইসলাম জাকির, রাজনীতিক জাকারিয়া চৌধুরী ও ইফজাল চৌধুরী, সমাজ সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার মো. ফজলুল হক আসন গ্রহণ করেন। প্রবাসের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক সংগঠন 'বিপা'র শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে গায় উদ্বোধনী সংগীত। এরপরই গাওয়া হয় বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সংগীত। ফুল আর উত্তরীয় পরিয়ে অতিথিদের বরণ করে নেয়া হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন ড. নুরুন নবী, ড. এ কে এ মোমেন ও ক্যারোলিন রাইট।

বাইরে বইয়ের প্রায় ২২টি স্টল। প্রথম দিনে বইয়ের বেচা-বিক্রি কিছুটা কম হলেও সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল

সমৃদ্ধ নান্দনিকতা। এভাবেই শুরু হয় তিনদিনের বইমেলা। 'বই হোক একাত্তরের শাণিত বর্ম' স্লোগানে উজ্জীবিত ছিল এবারের বইমেলা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লেখক প্রকাশকরা এসেছিলেন নিউইয়র্কে। অনেকেই অবস্থান করছিলেন পাশের হোটেলগুলোতে। এই আয়োজনে অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন খ্যাতিমান রবীন্দ্রকন্যা শ্রেয়া গুহঠাকুরতা ,বিখ্যাত লোকসংগীত শিল্পী জয় শংকর, শিল্পী দীনাত জাহান মুন্নী, বাউল শিল্পী কালা মিয়া, নতুন প্রজন্মের শিল্পী আলভান চৌধুরী প্রমুখ।

গান গেয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পী -তাজুল ইমাম, বিপ্লব মুখার্জি, রাজীব ভট্টাচার্য, সেলিমা আশরাফ, শাহ মাহবুব, নীলুফার জাহান, অনিন্দিতা চৌধুরী, মেলাল করিম, করিম হাওলাদার,পন্ডিত কৃশান মহারাজ,মোরশেদ খান অপু, সেজান মাহমুদ, দিনার মনি, মোহাম্মদ শাহীন, তাহমিনা শহীদ, স্বপন দত্ত, ফাহমিদা এনি, সুকন্যা শৈলী, তপন মোদক, শারমিন আক্তার, সাগ্নিক মজুমদার, মুনমুন সাহা, শীতেশ ধর, শুক্লা রায়, প্রতিমা বসু, বসুনিয়া সুমন, পারভীন সুলতানা, সুতপা মন্ডল, ক্রিস্টিনা রোজারিও প্রমুখ।

তরুণ প্রজন্মের নাহিয়ান ইলিয়াস, জনম সাহা, দানিয়া সৈয়দ দিয়া, গুঞ্জরী সাহাসহ অনেকেই অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন পর্বে। একইসঙ্গে ছিল বিশিষ্ট আলোকচিত্রী পাভেল রহমানের একক উপস্থাপনা। নৃত্যে এনি ফেরদৌস ছিলেন বিশেষ পরিবেশনা নিয়ে। বিপা, উদীচী, আনন্দধ্বনি, তালতরঙ্গ, মিথান ড্যান্স একাডেমি, কৃষ্টি, বিকেপিএ ইত্যাদি সংগঠন অংশ নিয়েছে তিনদিনের প্রোগ্রামে। তরুণ প্রজন্মের জন্য ছবি আঁকা, নাচ গান আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ছিল শেষ দুই ছিল শনি ও রবিবার।

পরিচালক নাদিম ইকবাল ও শামীম আল আমীন প্রদর্শন করেছেন কয়েকটি সদ্য নির্মিত ডকুমেন্টারি। এতে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ, দখলদার ইউনূসের মবশাসন, দেড় বছরের জুলুম উঠে এসেছে।

এবারের তিনদিনের বইমেলায় বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি সেমিনার, নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও বই পরিচিতি, প্রকাশকদের মুখোমুখি,স্বরচিত কবিতা, আবৃত্তি, নবীন-প্রবীণ যাপনচিত্রের অভিজ্ঞতা, মায়েদের কথা- প্রবাসের প্রতিকূলতা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রোগ্রাম ছিল খুবই সুবিন্যস্ত। সবকিছুতেই বইমেলায় মুখ্য ছিলেন 'বঙ্গবন্ধু'।

বিশিষ্ট উপস্থাপক স্বাধীন মজুমদারের নেতৃত্বে তাহরীন প্রীতি, পিংকি চৌধুরী, বিথী রায় প্রমুখের একটি অভিজ্ঞ সমন্বয়ক ও সঞ্চালক টিম পুরো অনুষ্ঠানমালা প্রক্ষেপণ করেছেন পুরো তিন দিন। শনি ও রবিবার নবীন-প্রবীণ অনুষ্ঠান মালা ও মায়েদের অভিজ্ঞতা বড় দুটি আয়োজন উপস্থাপনা করেছেন বিশিষ্ট শব্দজন মনজুর কাদের। কবিতা পাঠ ও বই নিয়ে প্রোগ্রামটি ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব। আবু সাঈদ রতনের সমন্বয় সাধনে এর একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন কবি ফারহানা ইলিয়াস তুলি।

বইমেলা উপলক্ষে একটি চমৎকার ম্যাগাজিন 'উত্থান' প্রকাশিত হয়েছে। এটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন আসলাম আহমাদ খান। একটি সম্পাদনা পরিষদ নিরলস কাজ করেছে এই ম্যাগাজিনে। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী তাজুল ইমাম। শব্দ সংযোগ ও গ্রাফিক্স বুনন প্রকাশন, বাংলাদেশ। ছাপা- প্রিন্ট মিডিয়া, নিউইয়র্ক। বিশিষ্ট শিল্পী লুৎফুন নাহার লতা ও খ্যাতিমান শব্দজন মিথুন আহমেদ পরিবেশন করেছেন একক পর্ব দুটি। সবমিলিয়ে, একাত্তরের প্রহরী ফাউন্ডেশন বইমেলার সূচি ছিল বর্ণাঢ্য, যার পুরো কো-অর্ডিনেট করেছেন উত্তর আমেরিকার বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী গোপন সাহা ও তার টিম।

প্রথম দিন শুক্রবার ৬ টা থেকে রাত ১১ টা এবং শনি ও রবিবার সকাল ১০ টা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত ছিল বইমেলা। এবারের বইয়ের স্টল ছিল সময় প্রকাশন, নালন্দা, বাতিঘর, অন্বয়, বিদ্যাপ্রকাশ, কবি প্রকাশনী, কালিক, মুক্তমনা, কবি *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশ ডে প্যারেড অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ডে প্যারেড। গত রোববার (১৭ এপ্রিল) দুপুরে এই প্যারেডের আয়োজন করা হয়। প্যারেডে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। ফলে জ্যাকসন হাইটস হয়ে উঠে এক খন্ড বাংলাদেশ। হাতে হাতে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা, মুখে মুখে দেশের গান, ঢাকা-ঢোলের বাজনা আর বাঙালী শিল্প-সংস্কৃতির প্রতিকৃতি ধারণ করে পুরো বাংলাদেশকেই তুলে ধরা হয় বর্ণাঢ্য প্যারেডে। অংশ নেন জনপ্রিয় চিত্র নায়িকা মৌসুমী ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শুভ্রদেব সহ দেশের জনপ্রিয় তারকারা। আরো ছিলো একদল হিসপানিক কমিউনিটির শিল্পীদের নৃত্য। বিপুল সংখ্যক দেশী-বিদেশী জনতা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে প্যারেড উপভোগ করেন।

তবে পুরো প্যারেড অনুষ্ঠানে শৃঙ্খলার কিছুটা অভাব ছিলো। এছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির কোন কোন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিলেও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির অনুষ্ঠানিক অংশগ্রহন না থাকায় নানা প্রশ্ন উঠেছে কমিউনিটিতে।

প্যারেডে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ইউএস কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং ও টম সোয়াজি, ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান স্টেভেন রাগা, অ্যাসেম্বীওম্যান জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, নিউইয়র্ক সিটির কাউন্সিলম্যান কৃষ্ণান শেখর সহ আরো অনেক জনপ্রতিনিধি প্যারেড শুরুর প্রাক্কালে সমাবেশ প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকলেও প্যারেডে অংশ গ্রহণ করেন নি। আসেন নি নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানি। গত বছরের প্যারেডে অবশ্য মেয়র এরিক এডামস অংশ নিয়েছিলেন ।

সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্যারেডের কর্মসূচী থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগে থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশীরা প্যারেড শুরুর স্থানে এসে সমবেত হতে থাকেন। গ্রীষ্মকালের গরম হাওয়া উপেক্ষা করে সর্বস্তরের প্রবাসীরা রং বে রং-এর পোশাক পড়ে, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে নিজ নিজ সংগঠনের ব্যানার নিয়ে অনুষ্ঠান স্থলে পৌছেন। বেলা ১১টার দিকে প্যারেড শুরুর স্থল কানানায় কানায় ভরে যায়। এরই মধ্যে সিটি ও ষ্টেট প্রশাসনের জনপ্রতিনিধিরা এসে সমবেত হন এবং ট্রাকের ভাসমান মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এবারের প্যারেডের চীফ গ্র্যান্ড মার্শাল ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি এম আজীজ ও ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের সাবেক এমপি এম এম শাহীন।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে প্যারেডের কর্মকান্ড শুরু হয়। এদিকে প্যারেড শুরুর প্রক্কালে আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়াও প্যারেড কমিটির কনভেনর গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান এটর্নী মঈন চৌধুরী, গ্র্যান্ড মার্শাল লায়ন শাহ নেওয়াজ সহ অন্যান্য মার্শাল, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াদুদ ভুইয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি ওয়াসী চৌধুরী, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন-এর পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসাসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সরকার, পৃষ্ঠপোষক ডা. বর্ণালী হাসান, সারাহ কেয়ার ইউএসএ'র প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও ডা. শাহজাদী পারভীন সারাহ, অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান শিফা ভুইয়া, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিএ)-এর সাবেক সভাপতি আবুল ফজল দিদারুল ইসলাম ও জাকারিয়া মাসুদ জিকো, ঢাকা জিলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট কাজী আযম, মূলধারার রাজনীতিক ড. দীলিপ নাথ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব ডিষ্ট্রিক্ট ২০-আর টু এর সভাপতি জেএফএম রাসেল প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

এই পর্ব পরিচালনা করেন প্যারেড কমিটির সদস্য সচিব ফাহাদ সোলায়মান। সহযোগিতায় ছিলেন প্যারেড কমিটির চীফ ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর এফইএমডি রকি ও উপস্থাপিকা শারমিন সোনিয়া সিরাজ।

বাংলাদেশের বিশালাকার জাতীয় পতাকা সামনে নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের চৌকশ বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে প্যারেডটি শুরু হয়। এরপর সিটির বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের বিভিন্ন সংগঠন সহ বাংলাদেশী সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে একে একে হাজার হাজার বাংলাদেশী ও আমেরিকানরা প্যারেডে অংশ নেন। এছাড়াও জনপ্রিয় চিত্র নায়িকা মৌসুমী ও জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী শুভ্র দেব সহ বাংলাদেশ থেকে আগত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, সজল, অভিনেত্রী রিচি সোলায়মান ও নওরিন সহ দেশ ও প্রবাসের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক জগতের একাধিক তারকা প্যারেডে অংশ নিলেও প্যারেড কমিটি ঘোষিত অনেক তারকা প্যারেডে ছিলেন অনুপস্থিত। তাছাড়া অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ থেকে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসা কয়েকজনকে প্যারেডে অংশ নিতে দেখা গেছে গাড়ীর ভেতরে বসে।

প্যারেডটি জ্যাকসন হাইটসের ৩৭ এভিনিউ ও ৬৯ স্ট্রীট সংলগ্ন পার্কিং লট থেকে শুরু করে ৩৭ এভিনিউ ধরে এগিয়ে গিয়ে ৮৭ স্ট্রীটে গিয়ে শেষ হয়। এরপর দেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের সঙ্গীত আর নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্যারেডের সমাপ্তি ঘটে।

নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগের ব্যান্ড দলের তালে তালে এনওয়াইপিডি, নিউইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্ট (এফডিএনওয়াই) ইউএস আর্মী সহ প্যারেডে অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলোর মধ্যে ছিলো বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা), ৪০তম ফোবানা কনভেনশন-২০২৬, সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফার্মিংস আর্টস (বিপা), বাংলাদেশ একাডেমী অব ফাইন আর্টস (বাফা), প্রবাসী সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন কমিটি, প্রবাসী মতলব সমিতি ইনক, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ, বাংলাদেশী-আমেরিকান বলডেস্ট এসোসিয়েশন (বিএবিএ), গ্রেটার খুলনা সোসাইটি অব ইউএসএ, মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এশোসিয়েশন, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী, কুষ্টিয়া জেলা সমিতি ইউএসএ, মনি হোম কেয়ার, দ্যা ভয়েস অব ওম্যান এ্যামপাওয়ারমেন্ট, হেলথ ফাস্ট, আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস, ফাস্ট এইড হোমকেয়ার, নবাবগঞ্জ উপজেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ, বরিশাল সিটি ও সদর সোসাইটি ইউএসএ, বরিশাল বিভাগীয় সমিতি ইউএসএ, বাংলাদেশী-আমেরিকান পোস্টাল এ্যামপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন ইউএসএ, পাবনা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ, আমেরিকান বাংলাদেশী কমিউনিটি প্রভৃতি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে সাবেক সিটি কাউন্সিলম্যান হাইরাম মানসেরাত ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-৩০ এর আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী বাংলাদেশী-আমেরিকান শামসুল হক-এর সমর্থকরাও প্যারেডে অংশ নেন।

এছাড়াও হেলথ ফাস্ট, অল কাউন্টি হেলথ কেয়ার সহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্যারেড শুরুর স্থানে স্টল বসায়। এসব স্টল থেকে তাদের প্রচারণা ছাড়াও ফ্রি পানি সরবরাহ করা হয়।

প্যারেডে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি...' গান সহ দেশের গান 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি.....', 'পূর্ব দিগন্ত সূর্য উঠেছে রক্ত লাল...' প্রভৃতি গান পরিবেশন করেন।

তবে প্যারেড শুরুর প্রাক্কালে ট্রাক মঞ্চে আয়োজক ও অতিথি ছাড়াও অনেকের উপস্থিত ফলে মঞ্চে শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পচিালক ফাহাদ সোলায়মান বারবার এব্যাপারে সতর্ক করার পরও অনেকেই তা উপেক্ষা করেন। এমনটি ফাহাদ সোলামানকে মাইকে ঘোষণা দিয়ে অনেককে মঞ্চ ত্যাগে বাধ্য করতে দেখা যায়। এছাড়াও প্যারেড শুরুর পর অংশগ্রহনকারীদের মধ্যেও শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। খবর ও ছবি: ইউএনএ

বিপুল উৎসাহ ও ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৩য় ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬ অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: ইউ.এস. বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)-এর উদ্যোগে গত শনিবার, ১৬ মে ২০২৬, নিউইয়র্কের নিউ ইয়র্ক লাগার্ডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়টে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩য় ইউএসবিসিসিআই রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬।

দিনব্যাপী এই আয়োজনে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। রিয়েল এস্টেট পেশাজীবী, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, প্রথমবারের বাড়ি ক্রেতা, কমিউনিটি ও ইন্ডাস্ট্রি নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞরা এ এক্সপোতে অংশগ্রহণ করেন। রিয়েল এস্টেট, মর্টগেজ, ফাইন্যান্স, আইন, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, ট্যাক্স, বীমা এবং প্রযুক্তি খাতের শতাধিক পেশাজীবী এই আয়োজনে অংশ নেন। এক্সপোটি নেটওয়ার্কিং, জ্ঞান বিনিময়, ব্যবসায়িক সংযোগ এবং রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগের সুযোগ তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে।

এই এক্সপোর মূল লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের মধ্যে বাড়ি কেনা, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ, আর্থিক পরিকল্পনা এবং ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা। বিশেষ করে যারা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহী, তাদের জন্য এক্সপোটি একটি "ওয়ান-স্টপ রিয়েল এস্টেট ও বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম" হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে তারা একই ছাদের নিচে বিশ্বস্ত পেশাজীবীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউএসবিসিসিআই-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ, গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মার্ক জ্যাফে, টার্কিশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএ-এর প্রেসিডেন্ট আলী কোচাক, লং আইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটরস®-এর প্রেসিডেন্ট শান খান-সহ ব্যবসা ও রিয়েল এস্টেট খাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং কমিউনিটি ও ইন্ডাস্ট্রি নেতৃবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইউ.এস. বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও সিই মো. লিটন আহমেদ, বলেন: "আজকের এই এক্সপো প্রমাণ করেছে যে বাংলাদেশ-আমেরিকান কমিউনিটি রিয়েল এস্টেট, বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমেই আরও সচেতন ও আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইউএসবিসিসিআই সবসময় কমিউনিটির অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, এই এক্সপো শুধু একটি ব্যবসায়িক আয়োজন নয়; বরং এটি কমিউনিটির ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদ গঠন, বিনিয়োগ জ্ঞান বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরির একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম।

দিনব্যাপী আয়োজনে বর্তমান রিয়েল এস্টেট মার্কেট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বেশ কয়েকটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। "এআই অ্যাডভান্টেজ: টেক টুলস দ্যাট ক্লোজ ডিলস ফাস্টার" সেশনে রিয়েল এস্টেট খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল মার্কেটিং, স্মার্ট লিড জেনারেশন এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

"মার্কেট পালস ২০২৬: রেটস, ডিলস অ্যান্ড হোয়াটস নেক্সট" সেশনে বর্তমান মার্কেট পরিস্থিতি, সুদের হার, বাড়ির চাহিদা, বিনিয়োগের সুযোগ এবং ২০২৬ সালের রিয়েল এস্টেট ট্রেন্ড নিয়ে আলোচনা হয়।

"ফেইথ অ্যান্ড ফাইন্যান্স: হালাল হোম লোনস অ্যান্ড লিগ্যাসি প্ল্যানিং" সেশনে শরিয়াহসম্মত হোম ফাইন্যান্সিং, পরিবারভিত্তিক সম্পদ পরিকল্পনা এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়।

প্রথমবারের বাড়ি ক্রেতাদের জন্য "কিজ টু ইয়োর ফার্স্ট হোম: ইনসাইডার গাইড ফর নিউ বায়ার্স" সেশনে ক্রেডিট স্কোর, ডাউন পেমেন্ট, মর্টগেজ অনুমোদন, প্রথমবারের ক্রেতাদের জন্য প্রোগ্রাম এবং বাড়ি কেনার ধাপসমূহ নিয়ে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

এছাড়া "আনলকিং ইনভেন্টরি ইন টুডেস মার্কেট" এবং "ফিক্স অ্যান্ড ফ্লিপ, লিগ্যালাইজিং বেসমেন্টস, নিউ বিল্ড অ্যান্ড ট্যাক্স স্ট্র্যাটেজিস" সেশনগুলোতে বর্তমান মার্কেটে বাড়ির সংকট, সঠিক প্রপার্টি নির্বাচন, সম্ভাবনাময় বিনিয়োগ এলাকা, নতুন নির্মাণ, বেসমেন্ট বৈধকরণ, ফিক্স-অ্যান্ড-ফ্লিপ প্রজেক্ট, ট্যাক্স সেভিংস এবং সম্পদ গঠনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্যানেল আলোচনাগুলোতে অংশ নেন রিয়েল এস্টেট, ফাইন্যান্স ও ব্যবসায়িক খাতের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, মডারেটর এবং ইন্ডাস্ট্রি পেশাজীবীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শাহেদ ইসলাম, মোহাম্মদ জামান, তারিক খান, আমব্রিন ফারুকী, মাইকেল লাগুডিস, মাইকেল ফং, কেভিন লেদারম্যান, আজাদুল ইসলাম, ওসমান মালিক, সামি কবির, আদিল সাদিক, আমিনা রাশাদ, ফাহিম হোসেন, পিটার কারলিন, মোহাম্মদ রহমান শাহীন, সরদার এম. আসাদুল্লাহ, শান খান, আইস্টন পেরেজ, এমরান ভূঁইয়া, ইসমাইল আহমেদ, আহাদ আলী সিপিএ, দিলারা হোসেন, মাইকেল ন্যাকমিয়াস, তারিক বেইলি এবং মোহাম্মদ মুজুমদার। বক্তারা তাঁদের অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ ও বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বাড়ি ক্রেতা, বিনিয়োগকারী, রিয়েলটর, মর্টগেজ পেশাজীবী এবং কমিউনিটি সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করেন।

এক্সপোটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি কার্যকর নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দর্শনার্থীরা সরাসরি রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, মর্টগেজ ব্রোকার, অ্যাটর্নি, সিপিএ, বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও ফাইন্যান্স প্রতিনিধি, বীমা বিশেষজ্ঞ, ডেভেলপার এবং ব্যবসায়িক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পান। বাড়ি কেনা, বিনিয়োগের সম্ভাবনা এবং ব্যবসায়িক সহযোগিতা নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা ইন্ডাস্ট্রি পেশাজীবীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন, যার মাধ্যমে নতুন সম্পর্ক, সম্ভাবনাময় যোগাযোগ এবং অর্থবহ ব্যবসায়িক সংযোগ তৈরি হয়।

দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে ছিল ফ্রি ব্রেকফাস্ট, ফ্রি প্রফেশনাল হেডশট, ফ্রি পার্কিং, কমপ্লিমেন্টারি পিজ্জা লাঞ্চ এবং প্রাণবন্ত লাইভ নেটওয়ার্কিং সেশন, যা পুরো আয়োজনকে আরও প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।

টিম ফাহিম অ্যান্ড কারলিন গো রাস্কাল মর্টগেজ ব্রোকারস-এর উপস্থাপনায় এবং ইউ.এস. বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)-এর আয়োজনে এক্সপোটি অনুষ্ঠিত হয় লিবর ড্ লং আইল্যান্ড বোর্ড অব রিয়েলটরস®-এর সহযোগিতায়। এছাড়া ডেইলি নিউজ মিডিয়া গ্রুপ মিডিয়া পার্টনার এবং ইউএসবিডি ডিজিটাল সলিউশনস টেক পার্টনার হিসেবে আয়োজনটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে।

ইউ.এস. বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি হাল ইউএসবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও তারা প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির ব্যবসায়িক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে আরও বৃহৎ, সময়োপযোগী ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

৩য় ইউ.এস. বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) রিয়েল এস্টেট এক্সপো ২০২৬-এ ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই)-এর সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রথম সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয় ইউএসবিসিসিআই এবং গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স-এর মধ্যে। দ্বিতীয় সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয় ইউএসবিসিসিআই এবং টার্কিশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএ-এর মধ্যে।

ইউএসবিসিসিআই-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট মো. লিটন আহমেদ, গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও মার্ক জ্যাফে এবং টার্কিশ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইউএসএ-এর প্রেসিডেন্ট আলী কোচাক এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে অংশ নেন। এই দুটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক সহযোগিতা, বিনিয়োগ সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক বিজনেস নেটওয়ার্ক আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জ্যাকসন হাইটসে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের ৮ম শাখার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন

পরিচয় ডেস্ক: গত শুক্রবার (২২ মে ২০২৬) বিকেল ৫টায় নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত জ্যাকসন হাইটসে এক উৎসবমুখর ও আবেগঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান অল কাউন্টি হোম কেয়ারের অষ্টম শাখার জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিণত হয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এক মিলনমেলায়। স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা, সংস্কৃতি ও কমিউনিটি নেতৃত্বের সমন্বয়ে অনুষ্ঠানটি ছিল প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্য, ঐক্য ও মানবসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাজানো হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের হৃদয়ে দেশপ্রেম ও সম্প্রীতির আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন ইমাম মাওলানা মোহাম্মদ এস হক। তিনি কমিউনিটির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অল কাউন্টি হোম কেয়ারের সফলতা কামনা করে দোয়া করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন অল কাউন্টি হেলথকেয়ার গ্রুপ, নবান্ন রেস্টুরেন্ট গ্রুপ ও বেঙ্গল ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের উদ্যোক্তা মোহাম্মদ কাদের, সিআইপি। তাঁর নেতৃত্বে অল কাউন্টি হোম কেয়ার ইতোমধ্যেই নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা খাতে একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ফিতা কেটে নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে তিনি কমিউনিটির প্রতি আরও বিস্তৃত সেবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী মৌসুমী, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী, জনপ্রিয় অভিনেতা সাজল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফ্যাশন ডিজাইনার পিয়াল, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক হাসান খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও মূলধারার রাজনীতিবিদ ফাহাদ সোলাইমান, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্টের সভাপতি শাহ শহিদুল হকসহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিনিধি ও সামাজিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোহাম্মদ কাদের সিআইপি আবেগঘন কণ্ঠে তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, রোগী, কেয়ারগিভার, শুভানুধ্যায়ী ও পরামর্শকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আজকের এই অর্জন শুধু আমার একার নয়। এটি আমাদের পুরো টিমের ভালোবাসা, পরিশ্রম ও কমিউনিটির আস্থার ফল। মানুষের সেবা করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা পথচলা শুরু করেছিলাম, আর আপনাদের সহযোগিতায় অল কাউন্টি হোম কেয়ার আজ স্বাস্থ্যসেবা খাতে একটি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে।"

তিনি আরও বলেন, প্রবাসে থেকেও মানবসেবার মাধ্যমে কমিউনিটির পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের মূল লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান, যারা শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন।

অনুষ্ঠানটি ছিল বহুজাতিক সম্প্রীতিরও এক উজ্জ্বল উদাহরণ। নেপালি কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন প্রকৃতি সাপকোটা, ভারতীয় কমিউনিটির প্রতিনিধিত্ব করেন শিভানি এবং স্প্যানিশ কমিউনিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন লাস্টলিনা। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের মানবিক কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব।

পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ। অতিথিদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি, শুভেচ্ছা বিনিময় এবং কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্য ও অগ্রযাত্রার প্রতীক হিসেবে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নতুন এক অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

সবশেষে সমাপনী বক্তব্য দেন অল কাউন্টির চেয়ারম্যান সিফা আমিন। তিনি বলেন,

"অল কাউন্টি অতীতের মতোই সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কমিউনিটির সেবায় কাজ করে যাবে। মানুষের আস্থা ও ভালোবাসাই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তি।"

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিরা নবান্ন রেস্টুরেন্টে আয়োজিত বুফে ডিনারে অংশগ্রহণ করেন। নবান্ন রেস্টুরেন্টের সুস্বাদু ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের প্রশংসা করেন উপস্থিত অতিথিরা। প্রবাসের মাটিতে দেশীয় স্বাদের এ আয়োজন অতিথিদের মাঝে বাড়তি আনন্দ ও আন্তরিকতার আবহ তৈরি করে।

জ্যাকসন হাইটসের বুকে অল কাউন্টি হোম কেয়ারের নতুন এই যাত্রা শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্য, পরিশ্রম ও মানবসেবার এক গর্বিত মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সোসাইটির দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত অনলাইন মেম্বারশিপ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে নতুন সদস্যপদ গ্রহণ এবং মেম্বারশিপ নবায়ন করতে পারবেন। জবমঁষধৎ গবসনবৎংযরঢ় এবং খরভব গবসনবৎংযরঢ় উভয় সেবাই এখন অনলাইনে সহজেই গ্রহণ করা যাবে।

লগইন করুন: www.member-service.bangladeshsocietyinc.com

বর্তমান কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল সদস্যপদ কার্যক্রমকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও আধুনিক করা। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

বর্তমানে অনলাইন সেবাটি পরীক্ষামূলকভাবে (Test Basis) চালু করা হয়েছে। কোনো সমস্যা বা অসুবিধা হলে অনুগ্রহ করে আমাদের জানান, যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়।

অনলাইন কার্যক্রম চালু হলেও আগের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশ সোসাইটির অফিসে সরাসরি এসে লিখিত ফরম পূরণের মাধ্যমেও সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়ন করা যাবে।

বাংলাদেশ সোসাইটি যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশিদের সদস্য হওয়ার জন্য আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছে। সহজ ভ স্বচ্ছ ভ আধুনিক, আপনার সদস্যপদ, এখন আরও সহজ।

নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার যানজটপূর্ণ মেট্রোপলিটন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এটি তৈরি করেছে। ২০২৬ সালের হিসেবে, নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার যানজটপূর্ণ মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোর মধ্যে লস এঞ্জেলস ও ওয়াশিংটন ডিসির পর তৃতীয়-সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটির চালকদের গাড়িতে যাতায়াতের জন্য গড়ে ৩১ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়, যা যাতায়াতের সময়ের দিক থেকে চতুর্থ-দীর্ঘতম। সপ্তাহের একটি সাধারণ কর্মদিবসে,ও বিগ অ্যাপল্-এর চালকরা সম্মিলিতভাবে যানজটে আটকে থেকে গড়ে ৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট সময় নষ্ট করেন। এর ফলে নিউ ইয়র্ক সিটি দেশের তৃতীয় -সবচেয়ে যানজটপূর্ণ শহরে পরিণত হয়েছে। এছাড়া নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার হার চতুর্থ-সর্বনিম্ন, যা সড়ক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক লক্ষণ বহন করে। নিউ ইয়র্ক সিটির যানজট বেশ তীব্র হতে পারে যদিও একটি নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এটিই সবচেয়ে খারাপ নয়। ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে খারাপ যানজটপূর্ণ শহর হিসেবে তালিকার শীর্ষে (১ নম্বরে) অবস্থান করছে।

নিউইয়র্কে আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র দোয়া ও ইসলামিক মেলা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্কে ধর্মীয় উৎসবমুখর পরিবেশে আমেরিকান-বাংলাদেশী ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগ দোয়া মাহফিল ও ইসলামিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৭ মে রোববার ব্রঙ্কসের বাঙালী অধ্যুষিত ব্রঙ্কসের স্টারলিং-বাংলাবাজার এলাকায় প্রথমবারের মতো রাস্তার ওপর খোলা আকাশের নিচে এ ইসলামিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকান বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন'র সভাপতি আব্দুস শহীদের সভাপতিত্বে দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামিক স্কলার শায়েখ সাইফুল আজম বাবর আজহারী।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বেলাল মসজিদের খতীব মাওলানা মো: মাঈনুল ইসলাম। বিশেষ বক্তা ছিলেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আবুল কাশেম এয়াহইয়া।

আয়োজকরা জানান, দোয়া মাহফিল ও ইসলামিক মেলার গেস্ট অব অনার বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ড চেয়ারম্যান ও গোল্ডেন এইজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও শাহ নেওয়াজ ব্যক্তিগত জরুরী কাজে ব্যস্ততার জন্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি।

সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজা আব্দুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সহ সভাপতি জামাল হোসেন, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, সোহান আহমদ টুটুল ও রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম মিলন, সহ সাধারণ সম্পাদক শরীফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ ও ইভেন্ট কমিটির সদস্য সচিব আল মামুন সরকার, ইভেন্ট কমিটির চীফ কো-অর্ডিনেটর কাজী রবিউজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সাদিকুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক রূপচান মিয়া, ক্রীড়া সম্পাদক জহিরুল ইসলাম, সদস্য খবির উদ্দিন ভূইয়া, কলি চৌধুরী প্রমুখ।

অন্যদের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি ও ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক এডভোকেট নাসির উদ্দীন, নিউইয়র্ক স্টেটে আসন্ন ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারী নির্বাচনে ডিস্ট্রিক্ট ৮৭ (ব্রঙ্কস) থেকে এসেম্বলিম্যান পদপ্রার্থী জাকির চৌধুরী, সিপিএ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও না'ত শরিফ পরিবেশন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শায়েখ আল্লামা মুহাম্মদ সাইফুল আজম বাবর আল আজহারী বলেন, "আমরা আল্লাহর মেহেরবানীতে আমেরিকাতে এসেছি। ফাইন্সসিয়ালী অনেক সলভেন্ট হয়েছি। কিন্তু আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন মুসলমান থাকবে কিনা আমরা গ্যারান্টির সাথে বলতে পারছিনা। একটা বিগ লস হচ্ছে।" শায়েখ সাইফুল আজম বাবর আজহারী এ বিষয়ে মসজিদভিত্তিক বিশেষ কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা যদি প্রত্যেক মসজিদ থেকে কেউ কারো সাথে ঘৃনা না রেখে হাতে হাত ধরে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করি, তাহলে অন্তত আমাদের সেকেন্ড জেনারেশনকে বাঁচাতে পারবো।' তিনি এ লক্ষে তার বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নতুন প্রজন্মের উপযোগি করে মসজিদভিত্তিক নানা কর্মসূচির গ্রহনের পরামর্শ প্রদান করেন।

বক্তারা বলেন, মানবজাতির জন্য ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। মহানবীর আদর্শ ও ইসলামের সুশীতল ছায়া মানব জাতির আশ্রয়স্থল। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ধর্মকে মানব জাতির কল্যাণে প্রয়োগ করতে শিখিয়েছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শ মেনে চলার মধ্যে রয়েছে ইহকাল ও পরকালে শান্তি এবং মুক্তি।

বিশেষ মুনাজাত ও তবারক বিতরণের মাধ্যমে শেষ হয় এ আয়োজন। মোনাজাতে দেশ, জাতির উন্নতি, বিশ্ব শান্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

পর্দা সহকারে মহিলাদের যোগদান সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর অংশগ্রহনে দোয়া মাহফিল ও ইসলামিক মেলার কার্যক্রম শেষ হয়।

মেলায় বাংলাদেশী রকমারী পোশাক, প্রসাধন, অলংকার, উপহার সামগ্রী, রিয়েল এস্টেট, নিউইয়র্ক সিটি ও স্টেট হেলথ ডিপার্টমেন্টের অনুমোদিত বাংলাদেশী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ও স্বাস্থ্য সেবা, বাঙালি খাবারসহ বিভিন্ন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রেতারা।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আব্দুস শহীদ মেলায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মূলধারার সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেতুবন্ধন রচনাসহ বাংলাদেশে আত্মমানবতার সেবায় কাজ করে যাচ্ছে সংগঠনটি। প্রবাসে দেশীয় ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তাদের সংগঠনটি। এ ধারবাহিকতায়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

শিক্ষায় অবদানে ‘কবি নজরুল স্মারক সম্মাননা’ পেলেন প্রবাসী মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: গত মঙ্গলবার (১৯ মে ২০২৬) সন্ধ্যায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যকলা কেন্দ্রের সেমিনার হলরুমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা, আবৃত্তি ও নজরুল সংগীত অনুষ্ঠানে তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দীন স্টালিন। প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী এমপি। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন একুশে ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি সিকদার মকবুল হক এবং সঞ্চালনা করেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পরিষদের মহাসচিব মিলন মল্লিক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ‘পূবের হাওয়া’র সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম সাচী। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ‘পূবের হাওয়া’ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি পরিষদ। এতে সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক ও সংস্কৃতিপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মাননা গ্রহণ শেষে মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী দীর্ঘ ৪৪ বছর প্রবাসজীবনে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ‘মোশাররফ হোসেন খান চৌধুরী ডিগ্রি (বিশ্ববিদ্যালয়) কলেজ’ অন্যতম

জর্জিয়া স্টেট সিনেট নির্বাচনে টানা পঞ্চমবারের মতো জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেখ রহমান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেট সিনেট নির্বাচনে টানা পঞ্চমবারের মতো জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের আইনপ্রণেতা শেখ রহমান। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারি নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী রবিন এমিলিয়া ম্যাককয়কে পরাজিত করেন।

চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, শেখ রহমান ৫৪ দশমিক ৪৯ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তিনি কর্মজীবী পরিবারের অধিকার, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্যতা এবং নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরিকে তার প্রচারণার মূল বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

২০১৯ সাল থেকে তিনি জর্জিয়ার ৫ নম্বর স্টেট সিনেট ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন এবং প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান ও প্রথম মুসলিম হিসেবে ইতিহাস গড়েন।

জয়ের পর তিনি অভিবাসী ও বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা এবং এলাকার জীবনমান উন্নয়নে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন এর নতুন কমিটির দায়িত্বভার গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইনকের সাবেক কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও অন্যান্য কর্মকর্তারা নতুন কমিটির সভাপতি ,সাধারণ সম্পাদক এবং কর্মকতাদের সামনে সমস্ত ইধহশ এর হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া হয়।গত মঙ্গলবার ১৯ই মে জ্যামাইকায় কলাপাতা রেস্টুরেন্ট এ কোরআন তেলাওয়াত করার পর দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হয়। প্রথমে সংগঠনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি সিরাজুল ইসলাম খানঁ এর

ছোট ভাই এবং আব্দুল করিম হাওলাদারের শশুর কিছুদিন পুর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের জন্য দোয়া করা হয় আল্লাহতাআলা যেন তাহাদের বেহেশত নসিব করেন।

সভায় পিকনিক এবং অভিষেক জন্য কণ্ঠ ভোটে কমিটি গঠন করা হয়।পিকনিকের তারিখ ৫ই জুলাই এবং অভিষেক এর তারিখ ১৮ই জুন নির্ধারণ করা হয়। সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে উপস্থিত সবাই আলোচনা করেন।

সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নতুন সভাপতি এম আর খান, সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা তপন , আমজাদ হোসেন সেলিম, শাহাদাত হোসেন প্রমুখ।

নৈশভোজের পর সভাপতি এম আর খাঁন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হোয়াইট হাউসের বাইরে গুলি, সন্দেহভাজন নিহত

করছিলেন। সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, ‘নিরাপত্তার আওতায় থাকা কোনো ব্যক্তি কিংবা কার্যক্রম এ ঘটনায় প্রভাবিত হয়নি’।

সিক্রেট সার্ভিসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় শনিবার (২৩ মে) সন্ধ্যা ৬টার কিছুক্ষণ পর ১৭তম স্ট্রিট ও পেনসিলভানিয়া অ্যাভিনিউ এলাকায় এক ব্যক্তি তার ব্যাগ থেকে একটি অস্ত্র বের করে গুলি চালানো শুরু করে।

“সিক্রেট সার্ভিস পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়, এতে সন্দেহভাজন ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন।

পরে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে ওই ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। এ ঘটনায় একজন পথচারীও গুলিবিদ্ধ হয়েছেন,” বিবৃতিতে বলা হয়।

এতে আরও জানানো হয়, কোনো কর্মকর্তা আহত হননি। ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসে অবস্থান করছিলেন, তবে কোনো নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কার্যক্রম এতে প্রভাবিত হয়নি।

ঘটনাটি এখনও তদন্তাধীন রয়েছে এবং আরও তথ্য পাওয়া গেলে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে সিক্রেট সার্ভিস।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজকে জানিয়েছে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তার নাম ২১ বছর বয়সী নাসেয়ার বেস্ট।

সূত্রটি আরও জানায়, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে হোয়াইট হাউসে প্রবেশের চেষ্টার সময় তাকে গ্রেপ্তার করেছিল মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস। পরে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার কারণে তাকে একটি মনোরোগ চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছিল।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার দিকে হোয়াইট হাউসে উপস্থিত একাধিক সাংবাদিক পরপর কয়েকটি গুলির শব্দ শুনতে পান। পরে সিক্রেট সার্ভিস সদস্যরা সাংবাদিকদের দ্রুত ভবনের ভেতরে প্রেস ব্রিফিং কক্ষে নিয়ে যান এবং পুরো হোয়াইট হাউস লকডাউন করা হয়।

সিবিএস নিউজকে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে প্রায় ১৫ থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, একজন বন্দুকধারী সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের দিকে এগিয়ে এসে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। এরপর এজেন্টরা পাল্টা গুলি চালান।

পরে মার্কিন গণমাধ্যম জানায়, এ ঘটনায় দুইজন আহত হয়েছেন এবং তাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

সিবিএস নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আহতদের একজন ছিলেন সন্দেহভাজন হামলাকারী, যার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে হোয়াইট হাউসের লকডাউন তুলে নেওয়া হয়।

মাহমুদ খলিলের ডিপোর্টেশন ঠেকাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন আইনজীবীরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এক কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির সাবব ছাত্র মামুদ খলিলের আইনজীবীরা।

ফেডারেল আপিল আদালত নিম্ন আদালতে থলিলের ডিপোর্টেশন রায় বহাল রাখায়

যা সরকারকে খলিলকে আটক ও ডিপোর্টেশনের সুযোগ করে দিয়েছে। পর সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হলো।

ASAAL নিউইয়র্ক স্টেট নির্বাচনে স্টেট ও ফেডারেল আইন প্রণেতা ও সরকারি পদগুলির প্রার্থীদের সমর্থনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে

পরিচয় ডেস্ক: অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (ASAAL) নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে আসন্ন নির্বাচনে স্টেট ও ফেডারেল আইন প্রণেতা ও সরকারি পদগুলির জন্য একটি ব্যাপক প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ার পর তাদের সমর্থনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে।

ASAAL-এর বাছাই কমিটি এসব প্রার্থীদের চিহ্নিত করার জন্য ব্যাপক সাক্ষাৎকার ও মূল্যায়ন কর্মসূচি পরিচালনা করেছে, যাদের মূল্যবোধ, নেতৃত্ব এবং নীতিগত অগ্রাধিকারগুলি ASAAL-এর লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ASAAL-এর লক্ষ্য হলো শ্রমজীবী পরিবারদের সুরক্ষা, অভিবাসী সম্প্রদায়ের অগ্রগতি, শ্রম অধিকার শক্তিশালীকরণ এবং নিউইয়র্ক রাজ্য জুড়ে দক্ষিণ এশীয় প্রবাসী ও জোটের অংশীদারদের জন্য ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বের প্রচার করা।

অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার বা ASAAL বাছাই সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং বাছাই কমিটির সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের স্বীকৃতি দিয়েছে, যারা পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে উল্লেখযোগ্য সময় ও শ্রম দিয়েছেন।

সংস্থাটি ASAAL-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং জাতীয় সভাপতি এমেরিটাস মাফ. মিসবাহ উদ্দিনকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, যিনি সমর্থনের আলোচনা জুড়ে তার অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা প্রদান করেছেন।

অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার বা অঝঅঅখ স্ক্রিনিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, এই সংস্থা গর্বের সাথে নিম্নলিখিত প্রার্থীদের সমর্থন জানাচ্ছে:

নিউ ইয়র্ক স্টেটের গভর্নর পদে : ক্যাথি হোকুল

নিউ ইয়র্ক স্টেটের লেফটেন্যান্ট গভর্নর: অ্যাড্রিয়েন অ্যাডামস

নিউ ইয়র্ক স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে : লেটিশিয়া জেমস

নিউ ইয়র্ক স্টেটের কম্পট্রোলার: থমাস ডিনাপোলি

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ (কংগ্রেস):

৫ম জেলা: গ্রেগরি মিকস, ৬ষ্ঠ জেলা: গ্রেস মেং, ৭ম জেলা: আন্তোনিও রেইনসো, ৮ম জেলা: হাকিম জেফ্রিজ, ৯ম জেলা: ইভেট ডি. ক্লার্ক, ১০ম জেলা: ব্র্যাড ল্যান্ডার, ১১তম জেলা: মাইকেল ডিসিলিস, ১২তম জেলা: জ্যাক কেনেডি শ্লোসবার্গ, ১৩তম জেলা: আদ্রিয়ানো এস্পাইলাত, ১৪তম জেলা: আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ, ১৫তম জেলা: মাইকেল ব্লেক

নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেট:

সিনেট ১০: জেমস স্যান্ডার্স জুনিয়র, সিনেট ১১: টবি অ্যান স্টাভিস্কি, সিনেট ১২: স্টিভেন রাগা, সিনেট ১৩: জেসিকা রামোস, সিনেট ১৪: লেরয় কমরি, সিনেট ১৫: জোসেফ অ্যাডাবো জুনিয়র, সিনেট ১৬: জন লিউ, সিনেট ১৭: স্টিভেন চ্যান, সিনেট ১৮: জুলিয়া সালাজার, সিনেট ১৯: রোক্সান পারসো, সিনেট ২০: জেলনর মাইরি, সিনেট ২১: কেভিন পার্কার, সিনেট ২২: স্যাম সাটন, সিনেট ২৩: জেসিকা স্কারসেলা-স্প্যান্টন, সিনেট ২৪: অ্যান্ড্রু ল্যানজা, সিনেট ২৫: জাবারি ব্রিসপোর্ট, সিনেট ২৬: অ্যান্ড্রু গৌরনাদেস, সিনেট ২৭: ইউ লাইন-নিউ, সিনেট ২৮: লিজ ক্রুগার, সিনেট ২৯: হোসে এম. সেরানো, সিনেট ৩০: কর্ডেল ক্লিয়ার, সিনেট ৩১: রবার্ট জ্যাকসন, সিনেট ৩২: লুইস আর. সেপুলভেদা, সিনেট ৩৩: গুস্তাভো রিভেরা, সিনেট ৩৪: নাতালিয়া ফার্নান্দেজ, সিনেট ৩৫: আন্দ্রেয়া স্টুয়ার্ট কাজিনস, সিনেট ৬৫: জেসিকা রামোস

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি:

AD ২২: মিশেল সি. সোলাজেস, AD ২৩: মাইক স্কালা, AD ২৪: ডেভিড ওয়েপ্রিন, AD ২৫: নিলি রোজিক, AD ২৬: এডওয়ার্ড ব্রাউনস্টাইন, AD ৩১: খলিল অ্যান্ডারসন, AD ৩৩: ক্লাইড ভ্যানেল, AD ৩৪: ব্রায়ান রোমেরো, AD ৩৫: লারিন্ডা হুকস, AD ৩৭: পিয়া রহমান, AD ৩৮: ডেভিড অর্কিন, AD ৩৯: ক্যাটালিনা ক্রুজ, AD ৪০: রন কিম, AD ৪১: জাহাভা ডুরচিন, AD ৪২: রডনিস বিচোট, AD ৪৩: ব্রায়ান কানিংহাম, AD ৪৪: রবার্ট ক্যারল, AD ৪৫: মাইকেল নোভাখভ, AD ৪৬: অ্যালেক্স ব্রুক-ক্রাসনি, AD ৪৭: উইলিয়াম কোল্টন, AD ৪৮: সিমচা আইকেনস্টাইন, AD ৪৯: লেস্টার চ্যাং, AD ৫০: এমিলি গ্যালাঘার, AD ৫১: মারসেলা মিতায়নেস, AD ৫২: জো অ্যান সাইমন, AD ৫৩: মারিৎজা দাভিলা, AD ৫৪: এরিক মার্টিন ডিলান, AD ৫৫: ল্যাট্রিস ওয়াকার, AD ৫৬: স্টেফানি জিনারম্যান, AD ৫৭: ফারা সুফ্রান্ট ফরেস্ট, AD ৫৮: মনিক চ্যান্ডলার ওয়াটারম্যান, AD ৫৯: জেইমি উইলিয়ামস, AD ৬০: নিকি লুকাস. AD ৬১: চার্লস ফল। অ্যালায়েন্স অফ সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার বা ASAAL ভোটারদের সংগঠিত করা, শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার হওয়া, অভিবাসী সম্প্রদায়গুলোকে সহায়তা প্রদান এবংড়সমগ্র নিউ ইয়র্ক স্টেট ও যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে —অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, সমান সুযোগ, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিনিধিত্ব এবং একটি ন্যায্য, ন্যায়সংগত ও টেকসই পররাষ্ট্রনীতিকে এগিয়ে নেয় এমন অংশীদারিত্বগুলোকে শক্তিশালী করার বিষয়ে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের তথ্য থাকা পেজ মুছে ফেলল

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কগুলো তুলে ধরা একটি সিটির সরকারি ওয়েবপেজ হঠাৎ করেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই ওয়েবপেজটিতে এর আগে নিউ ইয়র্ক সিটি এবং ইসরায়েলি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যকার নানা অংশীদারিত্ব ও বাণিজ্যিক সংযোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ছিল; তবে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মেয়র জোহরান মামদানির প্রশাসনের নির্দেশেই এটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

যদিও ওয়েবসাইটটিতে এই পরিবর্তনের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো বিস্তারিত সরকারি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি, তবুও এই আকস্মিক পরিবর্তনটি সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক, বিভিন্ন কমিউনিটি গোষ্ঠী এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে দ্রুতই তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বর্তমান এই পরিস্থিতিটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক আলোচনাগুলো নিউ ইয়র্ক সিটির মতো বিশাল ও বহু-বৈচিত্র্যময় শহরগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার ওপর কীভাবে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

এই ওয়েবপেজটি সরিয়ে ফেলার প্রকৃত তাৎপর্য নিয়ে এর সমর্থক ও সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক যখন অব্যাহত রয়েছে, ঠিক তখনই এই ঘটনাটিওসিটি ডিপ্লোমেসি (সিটির কূটনৈতিক ভূমিকা), বৈশ্বিক সহযোগিতা এবং রাজনৈতিক বার্তা আদান-প্রদান সংক্রান্ত আরও বিস্তৃত আলোচনার পালে নতুন হাওয়া দিয়েছে। এটি আমাদের জোরালোভাবে মনে করিয়ে দেয় যে, স্থানীয় সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই কীভাবে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকে!

৬ জুন শনিবার সিএমবিবিএ'র '১৬তম লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৬ জুন শনিবার সকাল ১২টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এর ১৬তম 'লিটল বাংলাদেশ' ব্রুকলিন পথমেলা অনুষ্ঠিত হবে। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতির পরিবেশনা এবং লটারিতে গাড়ীসহ আকর্ষনীয় পুরস্কার, কৃতি শিক্ষার্থীসহ গুণীজন সম্মাননাসহ বিভিন্ন আয়োজনে সাজানো হয়েছে এবারের পথমেলা। সিএমবিবিএ'র এবারের পথমেলা আয়োজনে লজিস্টিক সহায়তা দিচ্ছে 'বাংলাদেশি আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি'। গত ১৯ মে মঙ্গলবার জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিএমবিবিএ'র নেতৃবৃন্দ এসব তথ্য জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ)র সভাপতি রফিক পাটোয়ারী। সঞ্চালনা করেন পথমেলার আহবায়ক মামুন অর রশিদ।

সংবাদ সম্মেলনে পথমেলার আহবায়ক মামুন অর রশিদ উপস্থিত সংবাদকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, সিএমবিবিএ'র উক্ত পথমেলা ৬ জুন আবহাওয়ার কারণে স্থগিত করতে হলে তা পরবর্তি সপ্তাহে আয়োজন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, পথমেলায় প্রবাস প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী শিক্ষার্থীদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হবে।

মেলার যাবতীয় খরচ মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ জনকল্যাণে ব্যয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশনের।

সভাপতি রফিক পাটোয়ারী বলেন, রাফেল ড্রয়ে প্রথম পুরস্কার দেয়া হবে একটি আকর্ষণীয় গাড়িসহ মোট ১০টি পুরস্কার। সাংস্কৃতিক পর্বে অংশ নেবেন প্রবাসের বিশিষ্ট এবং বাংলাদেশ থেকে আগত শিল্পীবৃন্দ।

চার্চ ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন এর সাধারণ সম্পাদক মো: মইনুল আলম বাপ্পি জানান,এবারে মেলার আয়োজনে চমক নিয়ে আসছি। পথমেলা সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশি আমেরিকান ফেন্ডসশিপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আজম পথমেলা সফল করতে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের সহায়তা কামনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংগঠনের সভাপতি রফিক পাটোয়ারী, পথমেলার আহবায়ক মামুন অর রশিদ ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো: মইনুল আলম বাপ্পি,পথমেলার সদস্য সচিব আনোয়ারুল আজিম, বাংলাদেশি আমেরিকান ফেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট কাজী আজম ও চিফ এডভাইজার ফিরোজ আহমেদ, পথমেলার ম্যাগাজিন সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম এবং কো-অর্ডিনেটর মেহেদী হাসান সায়মন, বাংলাদেশি আমেরিকান ফেন্ডশীপ সোসাইটির এস এম ফেরদৌস।

অনুষ্ঠিতব্য '১৬তম লিটল বাংলাদেশ ব্রুকলিন পথমেলা'য় মুলধারার বহু নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন বলেও জানানো হয়। প্রায় ১০০টি স্টল বুকিং সংক্রান্ত বিষয়ও এগিয়ে চলছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় এই মেলায় ২০-৩০ হাজার মানুষের জনসমাগম হবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। দুপুরের পর থেকেই থেকে বাংলাদেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় মেতে উঠবে এবারের মেলা মঞ্চ।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের নতুন নীতিতে কী আছে?

৬৪ পৃষ্ঠার পর

একইসঙ্গে অভিবাসন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত লাখ লাখ অভিবাসী, যারা মার্কিন নাগরিকত্ব চেয়ে আবেদন করতে আগ্রহী।

এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন অভিবাসন আইনজীবীরা।

আজ রোববার নিউইয়র্কভিত্তিক সংবাদমাধ্যম টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে উঠে আসে কেন এই নতুন নীতি কার্যকর করছে ট্রাম্প প্রশাসন এবং অভিবাসী পরিবার, কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ওপর তা কী প্রভাব ফেলবে নতুন নীতি।

কেন নতুন গ্রিন কার্ড নীতি

বোস্টন কলেজ ল' স্কুলের অধ্যাপক ড্যানিয়েল কানস্ট্রম টাইম ম্যাগাজিনকে বলেন, 'এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রিন কার্ড অনুমোদনের সংখ্যা কমানো।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এখন এমন একদল মানুষকে নিয়ে কথা বলছি, যাদের এই দেশে বৈধভাবে থাকার সবচেয়ে জোরালো ও মানবিক কারণ রয়েছে। যেমনভযুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বা বৈধ বাসিন্দাদের স্বামী বা স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।'

তার ভাষায়, 'বর্তমান প্রশাসন যত বেশি সম্ভব মানুষের জন্য স্থায়ী বসবাসের সুযোগ কঠিন করে তুলতে চায়।'

এই অধ্যাপক মনে করেন, কর্মসংস্থান-ভিত্তিক গ্রিন কার্ডের সংখ্যা কমিয়ে মার্কিন নাগরিকদের জন্য বেশি চাকরির সুযোগ তৈরি করতে চাচ্ছে প্রশাসন।

ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র জ্যাক কালারের দেওয়া বিবৃতিতেও কেন ট্রাম্প প্রশাসন নতুন গ্রিন কার্ড নীতি চালু করেছে তার কারণ অনেকটা স্পষ্ট।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়, 'এই নীতিতে আইনি ফাঁক-ফোকর ব্যবহারের প্রবণতা কমে যাবে। ভিনদেশি নাগরিকরা যখন তাদের নিজ দেশ থেকে আবেদন করবেন, তখন গ্রিন কার্ডের আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে লুকিয়ে থাকার প্রবণতা এবং তাদের খুঁজে বের করে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন কমে আসবে।'

তবে সমালোচকরা বলছেন, এটি আসলে কোনো 'ফাঁক-ফোকর' নয়। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের ২৪৫ নম্বর ধারাতেই স্ট্যাটাস পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে এইচ-১বি'র মতো কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসাগুলো 'ডুয়াল ইনটেন্ট' নীতির আওতায় তৈরি করা হয়েছিল, যেন কেউ চাকরির ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে থেকেও গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

মার্কিন লিবারটারিয়ান থিঙ্ক ট্যাঙ্ক 'ক্যাটো ইনস্টিটিউট' এর অভিবাসন বিষয়ক পরিচালক ডেভিড বিয়ার নতুন এ সিদ্ধান্ত ট্রাম্প প্রশাসনের বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থার ওপর এক ধরনের 'অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা' বলে অভিহিত করেছেন।

ইউএসসিআইএসের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'গত এক বছরেই ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি গ্রিন কার্ডের অনুমোদন অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে।'

ওসধমবগ্রিন কার্ড দেওয়ার সংখ্যা কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: মাইগ্রেশন পলিসি ইন্সটিটিউট থেকে নেওয়া

গ্রিন কার্ড দেওয়ার সংখ্যা কমিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: মাইগ্রেশন পলিসি ইন্সটিটিউট থেকে নেওয়া

তিনি আরও বলেন, 'এতদিন তারা গোপনে এ কাজ করছিল। এখন নতুন নীতির মাধ্যমে ১২ লাখ গ্রিন কার্ড আবেদনকারীকে একরকম ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।'

যেসব প্রভাব পড়বে

প্রতিবছর মার্কিন গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন জমা পরে প্রায় ৫ লাখের বেশি। সাময়িক ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত গ্রিন কার্ড পেতে আগ্রহীরা নতুন নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী বসবাসের জন্য দুটি উপায়ে আবেদন করা যায়। প্রথমত, নিজ দেশের মার্কিন কনস্যুলেটের মাধ্যমেঙইমিগ্র্যান্ট ভিসার আবেদন করা। দ্বিতীয়ত, সাময়িক ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় স্ট্যাটাস পরিবর্তনের জন্য আবেদন করা।

কিন্তু নতুন নীতি হওয়ার পর কারা যুক্তরাষ্ট্রে থেকে আবেদন করতে পারবেন, আর কারা পারবেন নাড়তা কোন মানদণ্ডে ঠিক করা হবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

তবে এটা স্পষ্ট যে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি, পরিবার ও সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন থাকা সত্ত্বেও গ্রিন কার্ডের আবেদন করতে গিয়ে নিজ দেশে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হবে আবেদনকারীদের।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন নীতিমালার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত গ্রিন কার্ডের আবেদনে আগ্রহীদের অর্ধেকের বেশি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

মাইগ্রেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে থেকে গ্রিন কার্ড পাওয়া ৭ লাখ ৮৩ হাজার জনের মধ্যে ৫৩ শতাংশ ছিলেন মার্কিন নাগরিক বা গ্রিন কার্ডধারীদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তান বা বাবা-মা।

২৮ শতাংশ ছিলেন শরণার্থী বা আশ্রয়প্রাপ্ত আর ১৫ শতাংশ কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে গ্রিন কার্ড পেয়েছেন।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ ফেলো অ্যারন রাইখলিন-মেলনিক সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'অর্ধেক গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত এমন মানুষদের, যারা স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন করেন।'

তিনি বলেন, 'তাদের মধ্যে মার্কিন নাগরিকদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান থেকে শুরু করে দক্ষ পেশাজীবীড়সবাই আছেন।'

রাইখলিন-মেলনিকের মতে, নতুন নীতির ফলে অনেককে চাকরি, পরিবার ও ঘরবাড়ি ছেড়ে নিজ দেশে গিয়ে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হতে পারে এবং সেটা নিজ খরচেই। এতে আগে থেকেই জটিল হয়ে থাকা গ্রিন কার্ড প্রক্রিয়া আরও ধীর হয়ে যাবে।

তিনি সতর্ক করে বলেন, আবেদনকারীদের সম্পূর্ণভাবে কনস্যুলার কর্মকর্তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করতে হবে, যাদের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করার কোনো আইনি সুযোগ নেই।

অধ্যাপক ড্যানিয়েল কানস্ট্রমের মতে, বিদেশে আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ না থাকায়, বেশিরভাগ আবেদনকারীর আইনজীবী হয়তো যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই আবেদন করার পরামর্শ দেবেন। কারণ একবার দেশ ছাড়লে আবেদন মঞ্জুর হলেও গ্রিন কার্ড পেতে মাসের পর মাস বা বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আবেদনের ক্ষেত্রেও এমন সমস্যা হতে পারে।

বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন যারা

প্রতিবেদনে বলা হয়, নতুন নীতিমালা অনুযায়ী কর্মসংস্থানভিত্তিক ভিসা বা এইচ-১বি ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বিভিন্ন খাতে দক্ষ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ও ব্যবসা খাতের উদ্যোক্তারাও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, নতুন নীতি তাদের কর্মীদের জীবন অনিশ্চয়তায় ফেলবে এবং নতুন দক্ষ কর্মী নিয়োগও কঠিন হয়ে পড়বে।

অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম কোর্সেরার সহপ্রতিষ্ঠাতা অ্যান্ড্রু এন এক্সে লিখেছেন, 'এতে পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে, চিকিৎসক, শিক্ষক ও বিজ্ঞানীর সংখ্যা কমবে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্লেমেন্স বলেন, 'ভারতীয় দক্ষকর্মীদের জন্য এটি বড় ক্ষতির কারণ হবে।'

তার ভাষায়, 'ইবি-২ বা ইবি-৩ ভিসার আবেদনকারী ভারতীয় কর্মীদের নিজ দেশে বসে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে।'

তিনি বলেন, 'স্পষ্টতই অনেকে হাল ছেড়ে দেবেন। আর যুক্তরাষ্ট্র ওই দক্ষ কর্মীদের হারাবে।'

তীব্র সমালোচনার মুখে ইউএসসিআইএসের মুখপাত্র কাহলার নতুন একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের আগের প্রক্রিয়াতেই আবেদন করার জন্য বলা হয়েছে।

চাপে পড়বে পারিবারিক ভিসা

মার্কিন নাগরিক বা বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্ট্যাটাস পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড পাওয়া সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি।

বিশেষ করে কে-১ ভিসাধারী কেউ মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে গেলে, তারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

অভিবাসন আইনি সহায়তা দেওয়া খ্রিস্টান মানবিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড রিলিফ বলছে, নতুন নীতিটি 'পরিবারবিরোধী'।

সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট মায়াল গ্রিন বলেন, 'এটি স্বামীকে স্ত্রী থেকে, সন্তানকে বাবা-মা থেকে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর আলাদা করে দেবে।'

তিনি বলেন, 'এই নিষ্ঠুর ও পরিবারবিরোধী নীতির পক্ষে কোনো শক্তিশালী যুক্তি নেই। আমি আশা করি এটি প্রশাসনিক পুনর্বিবেচনা, কংগ্রেস বা আদালতের মাধ্যমে বাতিল হবে।'

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা দেশগুলোর পরিবারগুলোর জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

বর্তমানে ৩৯টি দেশের নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার মুখে রয়েছেন।

রাইখলিন-মেলনিক বলেন, 'একবার তারা দেশ ছাড়লে হয়তো কয়েক দশকের মধ্যেও ফেরার সুযোগ পাবেন না।'

ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরাও

ইউএসসিআইএসের ঘোষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আসে এবং পড়াশোনা শেষেই তাদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

তবে ক্যাটো ইনস্টিটিউটের ডেভিড বিয়ারের মতে, এই নীতি বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

তিনি বলেন, 'একজন শিক্ষার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসে, পরে চাকরি পায়। কেউ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসে, পরে বিয়ের প্রস্তাব পায়। আবার কেউ এমন দেশ থেকে আসে, যেখানে হয়তো পরে নিপীড়ন শুরু হয়।'

অধ্যাপক কানস্ট্রম বলেন, যারা ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যান বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা-নতুন নীতির সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে তাদের ওপর।

কারণ একবার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অনেক ক্ষেত্রে এই শিক্ষার্থীরা আরও কয়েকবছরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশের সুযোগ নাও পেতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে হলে নন-ইমিগ্র্যান্ট

৬৪ পৃষ্ঠার পর

কোনো বিদেশি নাগরিক যদি গ্রিন কার্ড চান, তবে তাকে আবেদন করার জন্য অবশ্যই নিজ দেশে ফিরে যেতে হবে। এই নীতি আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থাকে আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালনা করতে সাহায্য করবে এবং আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করবে৷ ২২ মে শুক্রবার জারি করা এবং ২১ মে থেকে কার্যকর নতুন নির্দেশিকায় ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে থেকে স্ট্যাটাস পরিবর্তন বা স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি পাওয়া কোনো স্বয়ংক্রিয় অধিকার নয়, এটি মূলত একটি বিবেচনামূলক সুবিধা।

সংস্থাটি আরো জানায়, সাময়িক নন-ইমিগ্র্যান্ট

ভিসাধারীদের অবস্থানের উদ্দেশ্য শেষ হওয়া মাত্রই দেশ ত্যাগ করতে হবে-এমন প্রত্যাশা নিয়েই অভিবাসন ব্যবস্থা ডিজাইন করা হয়েছে। তবে অভিবাসন কর্মকর্তারা প্রতিটি আবেদন আলাদাভাবে (কেস-বাই-কেস) মূল্যায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের ভিসা বিধি লঙ্ঘন, অনুমোদিত মেয়াদের চেয়ে অতিরিক্ত সময় অবস্থান, অবৈধ কর্মসংস্থান, জালিয়াতি এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিয়মকানুন মেনে চলেছেন কি না-তা খতিয়ে দেখতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইউএসসিআইএস আরও জানিয়েছেডুয়েল ইনটেন্ট বা দ্বৈত উদ্দেশ্যের ক্যাটাগরির মতো কিছু ক্ষেত্রে সীমিত ব্যতিক্রম রয়েছে, যেখানে অস্থায়ী ভিসাধারীরা স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করার সময়ও যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি পান। তবে এসব ক্যাটাগরি গ্রিন কার্ড পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না।

অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সংগঠনগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। শরণার্থী ও অভিবাসীদের সহায়তাকারী অলাভজনক সংস্থাহিয়াস্থ সতর্ক করে বলেছে, এই নীতির ফলে পাচারের শিকার হওয়া ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তাদের জোরপূর্বক পুনরায় অনিরাপদ ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে।

অভিবাসন নিয়ম কঠোর করতে এবং দীর্ঘমেয়াদি বসবাসের সুযোগ সংকুচিত করতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গৃহীত ধারাবাহিক পদক্ষেপের এটি সবশেষ অংশ। এর আগে গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি এবং গণমাধ্যম কর্মীদের ভিসার মেয়াদ কমিয়ে এনেছিল। এছাড়া গত জানুয়ারি মাসে ট্রাম্প পুনরায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১ লাখেরও বেশি মার্কিন ভিসা বাতিল করেছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

অ্যাটিক/ATTIC ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রংক্সের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (6 Train line) থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেস সহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশী গ্রোসারী ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ
347-479-9876

লস এঞ্জেলসে ৪০তম কনভেনশনকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলার প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে- নিউ ইয়র্কে কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর লস এঞ্জেলস এর বিখ্যাত হলিউড এলাকার সর্বাধুনিক ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে তিনদিনব্যাপী ফোবানার ৪০তম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফোবানার এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। গত ১৭ মে নিউ ইয়র্ক এর জ্যাকসন হাইটসের শেফ মহল রেস্টুরেন্টে

নিউ ইয়র্কে এর সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ তথ্য জানান লস এঞ্জেলসে ফোবানার ৪০তম কনভেনশন এর কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন। এ সময় তাঁর সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন ফোবানার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট নার্গিস আহমেদ ও ফোবানার সাবেক সদস্য সচিব আবীর আলমগীর। ড. জয়নুল আবেদীন আরো জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ২য় বৃহত্তম নগরী লস এঞ্জেলসে ৪০ তম ফোবানা কনভেনশন এর সকল পর্যায়ের প্রস্তুতি এগিয়ে চলেছে। এবারের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিকে ঝামেলামুক্ত ও আনন্দময় করে তোলার জন্য কিছু নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা ছাড়াও এবারের লস এঞ্জেলস কনভেনশনে তরুন প্রজন্মের সম্পৃক্ততা থাকবে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। তিনি একটি সফল কনভেনশন আয়োজনে সর্বস্তরের বাংলাদেশিদের সর্বাত্মক সহযোগিতা আশা করেন বলেও জানান ।

লস অ্যান্জেলসের ফোবানা কনভেনশনে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যান্জেলসে আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) কনভেনশন ২০২৬-এ যোগদানের সম্মতি দিয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। গত ২০ মে বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে ফোবানা লস অ্যান্জেলেস কনভেনশন ২০২৬ হোস্ট কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ সম্মতি দেন।

সাক্ষাৎকালে লস অ্যান্জেলেস ফোবানা হোস্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরী, কালচারাল সেক্রেটারি শহীদ আহমেদ মিঠু এবং সাবেক ফোবানা চেয়ারম্যান ও বর্তমান মেম্বারশিপ কমিটির চেয়ারম্যান রেহান রেজা মন্ত্রীর হাতে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণপত্র তুলে দেন। আমন্ত্রণপত্র গ্রহণ করে বিএনপি'র সিলেট-৪ আসনের সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী কনভেনশনে যোগদানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন বলে জানিয়েছেন হোস্ট কমিটির

আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর লস এঞ্জেলস এর বিখ্যাত হলিউডে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৪০তম কনভেনশন। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফোবানার এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

লস অ্যান্জেলসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে আয়োজিত এবারের কনভেনশন ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি তারকা শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, নেটওয়ার্কিং, স্বাস্থ্যসেবা, নারী উদ্যোক্তা কর্মশালা, বইমেলা, কাব্যজলসা, সাহিত্য ও কবিতা আসর, ইয়ুথ ও যুব ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা, ট্যালেন্ট ও ফ্যাশন শো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ফোবানা স্কলারশিপ প্রদানসহ নানা আয়োজন।

এবারের ফোবানা কনভেনশনের আয়োজক সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া। আয়োজক কমিটির দায়িত্ব পালন করছেন কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন, ডেপুটি কনভেনর হাবিব আহমেদ টিয়া, মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল, প্রেসিডেন্ট মোয়াজ্জেম এইচ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ ড. মুশফিকুল হক, কালচারাল সেক্রেটারি শহীদ আহমেদ মিঠু, মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশনস চেয়ারম্যান সাংবাদিক লস্কর আল মামুন, স্টল ও বুথ চেয়ারম্যান শওকত আনজিমসহ বিভিন্ন কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া ফোবানা নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রবিউল করিম বেলাল, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি খালেদ রউফ, জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি এন্থনি পিউস গোমেজ, কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিন দুলাল, নির্বাহী সদস্য কাজী নাহিদ এবং সাবেক কোষাধ্যক্ষ প্রিয়লাল কর্মকারসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সম্মেলন সফলে কাজ করছেন ।

লস অ্যান্জেলসের ফোবানা কনভেনশনে যোগ দিতে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করেছেন লস অ্যান্জেলস সিটি মেয়র ক্যারেন ব্যাস

পরিচয় ডেস্ক: লস অ্যান্জেলসের ফোবানা কনভেনশনে যোগ দিতে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করেছেন লস অ্যান্জেলস সিটি মেয়র ক্যারেন ব্যাস। গত রোববার ২৪ মে লস অ্যান্জেলস সিটি মেয়র ক্যারেন ব্যাসের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফোবানা কনভেনশন এর বিশেষ নিমন্ত্রণ পত্র তুলে দেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার ফোবানা লস অ্যান্জেলস কনভেনশন ২০২৬ হোস্ট কমিটির কনভেনর ড. জয়নুল আবেদীন, মেম্বার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ইকবাল, ডেপুটি কনভেনর হাবিব আহমেদ টিয়া, মিডিয়া

অ্যান্ড পাবলিকেশন চেয়ারম্যান সাংবাদিক লস্কর আল মামুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত হলিউডে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে ফোবানার ৪০তম কনভেনশন। উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের বৃহত্তম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ফোবানার এ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন।

লস অ্যান্জেলসের ইউনিভার্সাল হিলটন হোটেলে আয়োজিত এবারের কনভেনশন ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি তারকা শিল্পীদের পরিবেশনার পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, নেটওয়ার্কিং, স্বাস্থ্যসেবা, নারী উদ্যোক্তা কর্মশালা, বইমেলা, কাব্যজলসা, সাহিত্য ও কবিতা আসর, ইয়ুথ ও যুব ফোরাম, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনা, ট্যালেন্ট ও ফ্যাশন শো এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ফোবানা স্কলারশিপ প্রদানসহ নানা আয়োজন।

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1682
Saturday, May 23, 2026

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ড পেতে হলে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসাধারীদের নিজ দেশে ফিরে আবেদন করতে হবে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে সবধরণের অস্থায়ী নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসায় অবস্থানরত কোনো বিদেশি নাগরিক স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ বা গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চাইলে তাকে অবশ্যই নিজের দেশে ফিরে যেতে হবে বলে নতুন নীতি ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। বিদ্যমান বৈধ অভিবাসন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস বা ইউএসসিআইএস।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গ্রিন কার্ডের আবেদনগুলো যেন সাধারণ ও নির্ধারিত আইনি প্রক্রিয়া মেনে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই নীতি আনা হয়েছে। এর ফলে অভিবাসন ব্যবস্থার তথাকথিত ও আইনি ফাঁকফোকর ব্যবহার করে স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার আবেদন চলাকালীন কেউ আর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারবেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন কার্ডের নতুন নীতিতে কী আছে? সংকটে পড়বেন কারা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গ্রিন কার্ড পাওয়ার নিয়মে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী, এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসে আর গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করা যাবে না। আগ্রহীদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার মার্কিন কনস্যুলেটের মাধ্যমে নতুন করে আবেদন করতে হবে। গত ২১ মে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা দপ্তর (ইউএসসিআইএস) থেকে প্রকাশিত এক স্মারকে জানানো হয়, এখন থেকে কেবল 'ব্যতিক্রম পরিস্থিতিতে' যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে ইউএসসিআইএস এর নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানে একজন নতুন নাগরিক। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে ইউএসসিআইএস এর নাগরিকত্ব প্রদান অনুষ্ঠানে একজন নতুন নাগরিক। ৩ জুলাই, ২০১৮। ছবি: রয়টার্স *বাকি অংশ ৬২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন গ্রিন কার্ড নীতি

যুক্তরাষ্ট্রে থাকা নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসাধারীদের ওপর কী প্রভাব ফেলবে?

পরিচয় ডেস্ক: সব ধরনের নন ইমিগ্র্যান্ট বা অস্থায়ী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে থাকা বিদেশিদের স্থায়ীভাবে বসবাসের (গ্রিন কার্ড) জন্য আবেদন করতে হলে অবশ্যই নিজেদের দেশে ফিরে যেতে হবে-গত শুক্রবার (২২ মে) *বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটি আমেরিকার যানজটপূর্ণ মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোর মধ্যে তৃতীয়-সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে

পরিচয় ডেস্ক: সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ যানজটপূর্ণ শহরগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কনজিউমার এফেয়ার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি বৃহত্তম মেট্রোপলিটন এলাকার যানজটজনিত সময়ের উপাত্ত, যাতায়াতের সময়কাল এবং প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার তথ্যের ওপর ভিত্তি করে *বাকি অংশ ৫৮ পৃষ্ঠায়*

মাহমুদ খলিলের ডিপোর্টেশন ঠেকাতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন আইনজীবীরা

পরিচয় জেদ: আদালতের সর্বশেষ রায়ের ফলে ডিপোর্টেশন এর পথ সুগম হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন পপ্যালেস্টাইনী বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা নিউ ইয়র্ক *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

নিউ ইয়র্ক সিটির বিখ্যাত স্থাপনা এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং টানা পঞ্চমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর দর্শনীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্ক সিটির বিখ্যাত স্থাপনা- এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং টানা পঞ্চমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর দর্শনীয় স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই বছর ভবনটি বিশেষ আলোকসজ্জা এবং ১লা মে আয়োজিত এক জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার ৯৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে ট্রিপঅ্যাডভাইজরের এই ক্রমতালিকাটি ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ব্যবহারকারীদের দেওয়া পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।" *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসের বাইরে গুলি, সন্দেহভাজন নিহত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের বাইরে গুলি চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় পাল্টা গুলিতে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। ঘটনার সময় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেই অবস্থান *বাকি অংশ ৬০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস' পুরোপুরি বাতিল হয়নি, বিশেষ ক্ষেত্রে এখনও বিদ্যমান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে থেকে এডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এর নতুন নিয়ম এর মানে এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখন দেশ ছাড়তে হবে। টবঈওঝ এর মেমোতে এমনটা বলা হয়নি। 'অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের তথ্য থাকা পেজ মুছে ফেলল নিউ ইয়র্ক সিটি

পরিচয় ডেস্ক: মেয়র জোহরান মামদানির নেতৃত্বাধীন নিউ ইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ বর্তমানে অনলাইনে ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, নিউ ইয়র্ক সিটির সাথে ইসরায়েলের অর্থনৈতিক, *বাকি অংশ ৬১ পৃষ্ঠায়*